www.BANGLAKITAB.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

তাবলীগী নেছাব নং ৭

ফাজায়েলে দরূদ শরীফ

বা

দরূদ শরীফের ফজিলত

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (রঃ)

কর্তৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

বাংলা ইসলামিক একাডেমি

www.BANGLAKITAB.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফের ফজীলত ৬

সারাংশ ৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলতের বর্ণনা ... ৩৩

স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত ৫২

হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখার জন্য হজরত খিজিরের

বাতলান তদবীর ৫৫

তাম্বীহ ৫৭

চল্লিশ হাদীছ ৫৯

ছালাম শব্দের সম্বলিত হাদীছ ৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজীর উপর দরূদ শরীফ না পড়া সম্পর্কে সতর্ক বাণী ৬৮

ছালাতুল হাজত ৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ ৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয় ঘটনা ৮০

মাছনবীয়ে মাওলানা জামী (রঃ) ১১৮

অনুবাদ ১২১

কাছীদায়ে হজরত কাছেম নানাতবী (রঃ) ১২৪

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما - الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. والصلوٰة والسلام على سيد الموجودات الذى قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الحشر

পরওয়ারদেগারে আলমের অফুরন্ত দান ও বখ্‌শিশ এবং তাঁহার মাহবুব বান্দাদের নেক নজর ও মেহেরবানীর বরকতে এই অধম কর্তৃক ফাজায়েল সম্পর্কীয় কয়েকটি কিতাব লিখিত হইয়াছে। ঐসব কিতাব তাবলীগী নেছাবের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধু-বান্ধবদের অগণিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে ঐসব কিতাব দ্বারা উম্মত খুব বেশী বেশী উপকৃত হইতেছে। এই অধমের ইহাতে কোন প্রকার কৃতিত্ব নাই যেহেতু উহা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের মেহেরবানী এবং হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর কালামে পাকের বরকত যাহার তরজমা ঐসব গ্রন্থে করা হইয়াছে। তদুপরি ঐ সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের বরকত যাহাদের হুকুমে ঐ গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছে ইহা আল্লাহ পাকের বহুত বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, ঐসব বরকতসমূহে এই নাপাক পাপীর পাপের অপবিত্রতা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

এই অধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ ফাজায়েলে কোরান নামে লিখিত হয়। উহা কুতুবে আলম হজরত রশীদ আহমদ গংগুহী (রঃ) এর খলীফা হজরত শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াছীন (রঃ)-এর আদেশ অনুসারেই রচিত হয়। হজরত শাহ্ ছাহেব ১৩০০ হিজরী ৩০শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রে এন্তেকাল করেন।

হজরত শাহ ছাহেবের এন্তেকালের পূর্বে তাঁহার বুজুর্গ খলীফা মাওলানা আবদুল আজীজের মারফত বান্দার নিকট এই অছিয়ত পাঠান যে, আমার মন চায় ফাজায়েলে দরূদও যেন লেখা হয়। হজরত শাহ

ছাহেবের এন্তেকালের পর মাওলানা মরহুম আমাকে বারবার তাঁহাকে অছিয়ত স্মরণ করাইয়া দেন এবং স্বীয় অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই অধমেরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন এই সৌভাগ্য হাছিল হইয়া যায়। শাহ ছাহেব ব্যতীত আরও অনেক বুজুর্গ এই বিষয় তাকীদ করিতে থাকেন কিন্তু ছাইয়েদুল কাওনাইন ফখরে মোরছালীন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লামের বুজুর্গ শানের এমন প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল যে, যখনই আমি লিখিবার ইচ্ছা করিতাম তখনই এই ভয়ে কম্পিত হইয়া যাইতাম যে, কি জানি হুজুরের বুলন্দ শানের বরখেলাপ কোন কিছু লেখা হইয়া যায় নাকি। এই টালবাহানার ভিতর গত বৎসর প্রিয়তম মাওলানা ইউসুফের অনুরোধে তৃতীয় বার হেজাজ শরীফ যাইবার এবং চতুর্থ বার হজ্ব করিবার সৌভাগ্য নছীব হয়। হজ্বের শেষে মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌঁছার পর মনের মধ্যে বারংবার শুধু এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতেছিল যে ফাজায়েলে দরূদ না লেখার জবাব কি? যদিও বিভিন্ন ওজর আপত্তি দাঁড় করাইতেছিলাম তবুও এবারে সংকল্প করিলাম যে দেশে ফিরিয়াই ইনশা'ল্লাহ্ এই মোবারক কিতাব অবশ্যই রচনা করিব। কিন্তু দেশে ফিরিয়া আবার আজ কাল করিতে করিতে বিলম্ব হইতেছিল। কারণ "বদ অভ্যাসের শত বাহানা।" অবশেষে রমজানের এই মোবারক মাসে বহুদিনের আকাংখাকে তাজা করিয়া অদ্য পঁচিশে রমজান জুমার নামাজের পর আল্লার নাম নিয়া শুরু করিয়াই দিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার খাছ রহমতে এই কাজ সুসম্পন্ন করিবার তওফীক দান করুন। এবং এই কিতাবে ও তার পূর্বে লিখিত যাবতীয় উর্দু আরবী কিতাবের সমস্ত ভুল ত্রুটিকে স্বীয় দয়া ও করুণার দ্বারা মাফ করিয়া দিন।

এই বইতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : দরূদ শরীফের ফজীলত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন উপকারিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দরূদ শরীফ সম্পর্কীয় ঘটনাবলী।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাক সবাইকে বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়ার তওফীক দান করুন। এই কিতাব পাঠ করিলে প্রত্যেকেই অনুভব করিবে যে দরূদ শরীফ কত বড় সম্পদ আর ইহাতে অবহেলাকারী কত বড় দৌলত হইতে বঞ্চিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফের ফজীলত

দরূদ শরীফের ফজীলত সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামে এরশাদ রহিয়াছে। উহা এই যে—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁহার ফেরেশতাগণ নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ ছালাত ও ছালাম পাঠাইয়া থাকেন) হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর ও ছালাম পাঠাও।"

ফায়েদা: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে পাকে নামাজ রোজা হজ্ব ইত্যাদি সম্পর্কীয় বহু হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমনি ভাবে বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ প্রশংসাও করিয়াছেন। হজরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করিয়া তাঁহাকে ছেজদা করার জন্য ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন হুকুম বা নবীর সম্মানে এই কথা বলেন নাই যে, আমি এই কাজ করিয়া থাকি কাজেই তোমরাও এই কাজ কর। এই মহান মর্যাদা একমাত্র প্রিয়নবী ফখরে দো-জাহান (ছঃ)-এর শানেই ফরমাইয়াছেন যে, আমার নবীর উপর আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতারা দরূদ পাঠ করেন সুতরাং হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর।

ইহার চেয়ে উচ্চতর ফজীলত আর কি হইতে পারে যে আল্লাহ পাক এই আয়াতে দরূদ ও ছালাম প্রেরণের এই মহান কাজে তাঁহার ও ফেরেশতাদের সাথে মোমেনদিগকেও শরীক করিয়াছেন, তদুপরি আরবী ভাষায় যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারা জানেন যে আয়াতটি "ইন্না" শব্দ দ্বারা শুরু করা হইয়াছে যাহার অর্থ হইল নিশ্চয়, এমনিভাবে ইউছাল্লুন শব্দের তাৎপর্য হইল আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ সর্বদা পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করিয়াছেন অর্থ হইল সর্বদা আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাদের তরফ হইতে অনবরত রহমত বর্ষিত হইতে থাকে।

রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাকের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুর আকরাম (ছঃ)-কে মোকামে মাহমুদ অর্থাৎ সুপারিশের মোকামে পৌছান। আর ফেরেশতাদের দরূদের অর্থ হইল হুজুরের উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করা এবং উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং মোমেনদের দরূদের অর্থ হইল হুজুরের তাবেদারী করা। তাঁহার সহিত মহব্বত রাখা আর তাঁহার মহান গুণাবলীর প্রশংসা করা।

উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে হুজুরের এই মর্যাদা আদম (আঃ) এর ঐ মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর যেখানে হজরত আদমকে ফেরেশতাদের দ্বারা ছেজদা করাইয়াছেন। কেননা সেখানে সম্মান শুধু ফেরেশতাদের দ্বারা দেখানো হইয়াছে আর এখানে সম্মান প্রদর্শনে স্বয়ং আল্লাহ পাকও শরীক আছেন।

عقل دور اندیش میداند که تشریف چنین
هیچ دین پرور ندید و هیچ پیغمبر نیافت

দূরদর্শী বিবেক বুদ্ধির নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, এতবড় মর্য্যাদার অধিকারী অন্য কোন ধর্ম প্রচারক বা পয়গাম্বর লাভ করেন নাই।

يصلي عليه الله جل جلاله - بهذا بدا للعالمين كماله

"স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীর (ছঃ)-এর উপর রহমত প্রেরণ করেন ইহাতেই সারা বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন আয়াত শরীফে হুজুর (ছঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ কোরানে পাকের মধ্যে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রিয় নবীর বিশেষ মর্য্যাদার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে। এমন কি একই আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত

www.BANGLAKITAB.com

হুজুর পাকের আলোচনা 'নবী' শব্দ দ্বারাই করা হইয়াছে। যেমন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ

তবে যে সমস্ত আয়াতে হুজুরের নাম লওয়া হইয়াছে সেখানে বিশেষ হেকমতের কারণেই লওয়া হইয়াছে।

এখানে আর একটি বিষয় জানিয়া রাখা বিশেষ জরুরী। উহা এই যে আলোচ্য আয়াতে "ছালাত" শব্দ আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মোমেন সকলের দিকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক রহমত এবং মেহেরবানীর দ্বারা হুজুরের সম্মান এবং প্রশংসা করেন। আবার এই মেহেরবানীও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন পিতার মেহেরবানী পুত্রের জন্য পুত্রের মেহেরবানী পিতার জন্য, ভাইয়ের মেহেরবানী ভাইয়ের জন্য এই সব মেহেরবানীর মধ্যে স্তর হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই ভাবে আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ও ফেরেশতাদের মেহেরবানীর মধ্যে আপন আপন শান অনুসারে পার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন আল্লার দরূদ পড়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের সামনে হুজুরের প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুরের জন্য দোয়া করা। এবনে আব্বাছের রেওয়ায়েত মোতাবেক অর্থ হইল বরকতের জন্য দোয়া করা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! ছালামের তরীকাত আমরা আত্যাহিয়্যাতুর মধ্যে এইভাবে জানিয়াছি যে, 'আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবিউ অরাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহু' এবার আমাদিগকে 'ছালাত' অর্থাৎ দরূদ পড়ার তরীকাও শিক্ষা দিন। প্রিয়নবী এরশাদ করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ الخ

আলোচ্য আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক মোমেনদিগকে দরূদ পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন, আর হুজুর (ছঃ) উহার তরীকা এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তোমাদের পাঠানো এইভাবে যে তোমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি যেন বেশী বেশী রহমত অনন্তকালের জন্য নবীর উপর পাঠাইতে

থাকেন। কারণ তাঁহার রহমত সীমাহীন। ইহাও আল্লাহ পাকের রহমত যে আমাদের দরখাস্তের পর তিনি যে হুজুরে পাকের উপর বেশী বেশী রহমত নাজেল করিবেন। উহাকে আমাদের মত দুর্বল এবং দ্বীনহীনদের তরফ হইতে উক্ত হাদিয়া পেশ হইতেছে বলিয়া স্বীকার করেন। যেমন নাকি আমরাই রহমত পাঠাইতেছি, অথচ যে কোন অবস্থায় একমাত্র রহমত পাঠাইবার যোগ্যতা তাঁহারই। বান্দার কি ক্ষমতা আছে যে হুজুরের মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহার উপর রহমতের হাদিয়া পেশ করিবে।

হজরত শাহ্ আবদুল কাদের লিখিতেছেন যে, আল্লাহর নিকট হুজুরের জন্য ও তাঁহার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করিলে নিঃসন্দেহে উহা কবুল হয়। হুজুরের মর্য্যাদানুসারে তাঁহার উপর রহমত অবতীর্ণ হয়। একবার দরূদ পড়িলে পড়নেওয়ালার উপর দশটি রহমত নাজেল হয়। অতএব যার যত ইচ্ছা হাছেল করিতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকে দরূদ পড়িতে বলেন আর আমরা উহার উত্তরে এইরূপ বলিয়া থাকি যে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ" হে খোদা! আপনিই নবীজীর উপর ছালাত অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করুণ। এখানে ব্যাপারটা কেমন হইল, যাহা করিতে আমাদিগকে আদেশ করা হইল উলটা আমরা উহা স্বয়ং আল্লাহকেই করিতে দরখাস্ত করিলাম। তার উত্তর দুই প্রকার দেওয়া চলে। প্রথমতঃ হুজুর আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর আল্লামা ছাখাবী 'কওলে' বদীয়ে' এবং আমীর মোস্তফা তুর কামানী তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন যে, হুজুরে পাক হইলেন পাক, পুত-পবিত্র, আমরা হইলাম পাপে তাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাহারা আপাদমস্তক দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ তাহারা কিভাবে হুজুরের সেই মহান দরবারে হাদিয়া পেশ করিতে পারে? কাজেই আমরা দরখাস্ত করিয়া থাকি যে হে পরওয়ারদেগার হুজুরের শান মোতাবেক আপনিই তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুণ। আল্লামা নিশাপুরীও তাঁহার লাতায়েফে হেকম গ্রন্থে এইভাবে উত্তর দিয়াছেন। তাছাড়া আমরা হুজুরের শান সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই যিনি শান সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল একমাত্র তিনিই শান মোতাবেক ছালাত ও ছালাম পাঠাইতে পারেন। উহার দৃষ্টান্ত; যেমন আল্লাহ পাকের শানে হুজুর এরশাদ ফরমাইতেছেন—

www.BANGLAKITAB.com

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অর্থাৎঃ 'হে খোদা! আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। আপনি ঠিক সেই রকম, যেই রকম স্বীয় প্রশংসা আপনি করিয়াছেন।'

আল্লামা ছাখাবী বলেন, কাজেই হুজুরের শিক্ষা মোতাবেক আমাদিগকে দরূদ পড়িতে হইবে এবং গুরুত্বসহকারে সেই দরূদ পড়াকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। কেননা বেশী বেশী দরূদ পড়ার বেশী মহব্বতে পরিচয়। প্রবাদ আছে—

وَمَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهٖ

'যে কোন বস্তুকে ভালবাসে সে বারে বারে তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকে।'

ইমাম জয়নুল আবেদীন হইতে বর্ণিত আছে হুজুরের উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়া আহ্‌লে সুন্নত অল জমাত হওয়ার পরিচয়। অর্থাৎ সে ছুন্নী বলিয়া পরিচিত। শরহে মাওয়াহেবে আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন, দরূদ শরীফের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করা। এবং প্রিয় নবীর হকের সামান্যতম অংশ আদায় করা।

হাফেজ এজ্জদিন এব্‌নে আবদুছ ছালাম বলেন, আমাদের দরূদ হুজুরের জন্য সুপারিশ নয়। কেননা আমাদের মত পাপীরা হুজুরের জন্য কি সুপারিশ করিতে পারি? এবং কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক আমাদিগকে হুজুরের দান ও এহ্‌ছানের বদলা দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেহেতু হুজুরের চেয়ে বড় দাতা আর কেউ নাই। আর আমরা সেই দাতার এহ্‌ছানের বদলা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মেহেরবান আল্লাহতায়ালা আমাদের এই অক্ষমতাকে দেখিয়াই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার উপর দরূদ পাঠ কর। ওদিকে আমরা এই কাজেও অক্ষম, কাজেই মাওলায়ে করীমের দরবারে দরখাস্ত করিতেছি যে, হে খোদা! আমার প্রিয় নবীজীর শান মোতাবেক আপনিই বদলা দিয়া দিন।

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু দরূদ পড়ার হুকুম করা হইয়াছে, তাই

ওলামাগণ দরূদ পড়াকে ওয়াজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

ইমাম রাজী তাফছীরে কবীরে লিখিয়াছেন, এখানে একটি প্রশ্ন জাগে তাহা এই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করেন তখন আমাদের দরূদ পড়ার কি প্রয়োজন? উহার উত্তর এই যে আমাদের দরূদ হুজুরের প্রয়োজনে নয়। যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ পাকের দরূদের পর ফেরেশতাদের দরূদেরও প্রয়োজন ছিল না। বরং আমাদের দরূদ হুজুরের আজমত এবং বুজুর্গী প্রকাশের জন্য। যেমন আল্লাহ পাক তাঁহার পবিত্র জিকির করার জন্য বান্দাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন অথচ আমাদের জিকির করার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

হাফেজ এব্‌নে হাজার বলেন, এখানে আর একটি প্রশ্ন এই জাগে যে আয়াতে পাকে আল্লাহতায়ালা এবং ফেরেশতাগণ ছালাত পাঠ করেন বলা হইয়াছে ছালাম নয়। তার উত্তর আমি ইহা দিতেছি যে সম্ভবতঃ এইজন্য যে, ছালামের দুই অর্থ হইতে পারে দোয়া এবং তাবেদারী করা। আর আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের ব্যাপারে তাঁহারা হুজুরের তাবেদারী করেন এই কথা ঠিক হয় না। পক্ষান্তরে মোমেনদিগকে বলা হইয়াছে যে তোমরা দরূদ পড় এবং হুজুরের তাবেদারী কর।

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটি উপদেশ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আহমদ ইয়ামনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন ছনআ শহরে দেখিতে পাইলাম একটি লোকের চতুর্দিকে লোকজনের খুব ভিড় পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা কি আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই লোকটা খুব সুন্দর আওয়াজে কোরান শরীফ পড়িতেছিল। সে যখন এই আয়াত শরীফে পৌঁছিল তখন يصلون على النبى এর পরিবর্তে يصلون على على النبى পড়িল। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ ছজরত আলীর উপর দরূদ পাঠ করেন। যিনি নবী। (সম্ভবতঃ লোকটা রাফেজী সম্প্রদায়ের ছিল) ইহা পড়া মাত্রই লোকটা বোবা হইয়া যায় এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। তদুপরি অন্ধ ও অবশ হইয়া যায়। আল্লাহ্ ও রাছুলের শানে বে-আদবী করার ইহাই হইল পরিণতি। আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুন।

www.BANGLAKITAB.com

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

"আপনি বলিয়া দিন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আল্লাহ পাকের নির্বাচিত পছন্দনীয় ব্যক্তিদের উপর ছালাম।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফ সামনে বর্ণিত বিষয় বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ। এখানে হুজুরে আকরাম (ছঃ)-কে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাদের উপর ছালাম প্রেরণ করার হুকুম করা হইয়াছে। তাফছীরে এবনে কাছীরে লিখিত আছে নির্বাচিত বান্দা অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

ইমাম ছওরী এবং ছুদ্দী বর্ণনা করেন যে আয়াতের দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝান হইয়াছে। অবশ্য উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই কেননা পছন্দীদা বান্দা দ্বারা যদি ছাহাবাকে বুঝান হয় তবে আরও পছন্দীদা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ অনায়াসেই উহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন।

(৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا - (مسلم وابوداؤد)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাঁহার উপর দশবার রহমত পাঠাইয়া থাকেন।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি মাত্র রহমতই যথেষ্ট। প্রথম এখানে দশটি রহমত পাঠান হইতেছে। দরূদ শরীফ পড়ার ফজীলত ইহার উপর আর কি হইতে পারে যে স্বয়ং আল্লার তরফ হইতে দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। কতবড় সৌভাগ্যবান ঐসব বুজুর্গানে দ্বীন যাহারা দৈনিক সোয়া লক্ষ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকেন। আমার বংশের কোন কোন বুজুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল বলিয়া আমি

শুনিয়াছি।

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠ করেন। আবদুল্লাহ এব্‌নে ওমরের রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ফেরেশতাগণও তাহার উপর দশবার দরূদ পড়িয়া থাকেন। আল্লামা ছাখাবী অন্য জায়গায় লিখিতেছেন যে, আল্লাহ পাক যেমন নাকি কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে আপন পবিত্র নামের সহিত হুজুরের পাক নামকেও শামিল করিয়াছেন এবং নিজের তাবেদারীকে হুজুরের তাবেদারী বলিয়া এবং হুজুরের মহব্বতকে নিজের মহব্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ঠিক তদ্রূপ হুজুরের উপর দরূদ পড়াকে নিজের দরূদের সহিত শরীক করিয়াছেন। সুতরাং যেমন নাকি বলিয়াছেন "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব" ঠিক তেমনি বলিয়াছেন, যে আমার নবীর উপর একবার দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর দশবার দরূদ পড়িব।

তারগীব গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আমর হইতে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি হুজুরের উপর একবার দরূদ পড়িবে আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ সেই ব্যক্তির উপর সত্তর বার দরূদ অর্থাৎ রহমত পাঠাইতে থাকেন।

এখানে একটি কথা বুঝিয়া লইবার বিষয় এই যে, যেখানে কোন আমলের ব্যাপারে ছওয়াব কম বেশী হওয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে যেমন এখানে এক হাদীছে দশবার ও অন্য হাদীছে সত্তর বারের উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামাগণ এই সমস্যার সমাধান এইভাবে করিয়াছেন যে এই উম্মতের উপর আল্লাহ পাকের এহছান ধাপে ধাপে তরক্কী করিবে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দশবার রহমতের ওয়াদা ছিল পরে বর্দ্ধিত হইয়া উহা একশত রহমতে পৌঁছিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন এইরূপ পার্থক্য ব্যক্তি, স্থান ও কাল বিশেষে হইয়া থাকে, মোল্লা আলী কারী বলেন সত্তর রহমত ওয়ালা হাদীছ সম্ভবতঃ জুমার দিনের বিষয় বলা হইয়াছে। কারণ একটি হাদীছে আসিয়াছে, জুমার দিনে যে কোন নেকীর মাত্রা সত্তরগুণ বাড়িয়া যায়।

(৪) وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ص قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَفِىْ رِوَايَةٍ

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِائَةَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا مِائَةَ دَرَجَاتٍ - (احمد والنسائى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার সামনে আমার আলোচনা হইবে সে যেন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠাইবেন। এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার দশটি মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। তারগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে একবার দরূদ পড়া দশটি গোলাম আজাদের সমতুল্য।

তিবরানী শরীফে একটি হাদীছ আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠান, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর একশত রহমত প্রেরণ করেন। আর যে আমার উপর একশত বার দরূদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার কপালে লিখিয়া দিবেন "বারা-আতুম মিনান্নেফাকে অ-বারা-আতুম মিনান্নারে।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি মোনাফেকী হইতেও মুক্ত জাহান্নাম হইতেও আজাদ এবং কেয়ামতের দিন শহীদানের সহিত তাহার হাশর হইবে। হজরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত আছে, যে আমার উপর একশত বার দরূদ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠাইবেন এবং যে আবেগ ও মহব্বতের সহিত আরও বেশী বেশী পড়িবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী হইব ও সুপারিশ করিব।

হজরত আবদুর রহমান এবনে আউফ বলেন আমরা চার পাঁচজন লোকের মধ্যে কেহ না কেহ হুজুরের সাথে সব সময় এই জন্য থাকিতাম যে হুজুরের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা যেন উহা সঙ্গে সঙ্গে পুরা করিতে পারি। একদা হুজুর একটি বাগানে তাশরীফ নিয়া যান। আমিও হুজুরের পিছনে পিছনে গিয়া হাজির হইলাম, হুজুর সেখানে গিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন এবং এত লম্বা ছেজদা করিলেন যে হুজুরের রুহ মোবারক উড়িয়া গেল নাকি এই সন্দেহে আমি প্রিয় নবীজীর নিকট গিয়া কাঁদিতে

লাগিলাম। হুজুর ছেজদা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আবদুর রহমান তুমি কেন কাঁদিতেছ? আমি আমার সন্দেহের কথা বর্ণনা করিলাম। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতের বিষয় আমার উপর পুরস্কার দান করিয়াছেন তাহার শোকরে আমি এতবড় ছেজদা করিয়াছি। পুরস্কার হইল এই যে আল্লাহ পাক বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় দশটি নেকী লিখিয়া দিবেন এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর (ছঃ) বলেন, আবদুর রহমান তুমি কি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে না? যে আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন, যে আপনার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর দরূদ পড়িব আর যে আপনার উপর ছালাম পাঠাইবে আমি তাহার উপর ছালাম পাঠাইব। (তারগীব)

হজরত আবু তালহা আনছারী (রঃ) বলেন, একদিন হুজুর (ছঃ)-কে খুব বেশী হাসিখুশী অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন এমন কি সন্তুষ্টির নুরানী চমকে হুজুরের চেহারা মোবারক জলমল করিতেছিল, ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুরের চেহারায় আজকের মত এতবেশী আনন্দের লক্ষণ অন্য কোন সময় আমরা দেখিতে পাই নাই। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা ঠিকই বলিয়াছ, আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হইতে পয়গাম আসিয়াছে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি তোমার উম্মতের মধ্যে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য দশটি মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন, লোকটি যাহা বলিবে ফেরেশতাও তাহাই বলিবে। হুজুর বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিব্রাঈল! সে কেমন ফেরেশতা? জিব্রাঈল বলিল আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন যে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকিবে যে—

وَاَنْتَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটা প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন উহা এই যে কোরান পাকে বর্ণিত আছে—

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

"যে একটি নেকী করিবে উহার বদলে সে দশটি নেকী পাইবে" দরূদ শরীফের বেলায়ও ঐরূপ হইলে উহার বিশেষত্ব কি রহিল? প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লামা ছাখাবী এইভাবে দিতেছেন যে প্রথমতঃ দশবার আল্লাহ্ পাকের দরূদ পড়া সাধারণ দশগুণ ছওয়াবের চেয়ে অনেক বেশী। তদুপরি দশটা মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং দশটা গোনাহ মাফ হওয়া এবং দশজন গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাওয়া ইত্যাদি অতিরিক্ত দান স্বরূপ।

জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে হজরত থানবী (রঃ) ফরমাইয়াছেন, যেই ভাবে একবার দরূদ পড়িলে দশটি রহমত পাওয়া যায় তদ্রূপ কোরানে পাকের ইশারায় বুঝা যায়, একবার হুজুরের সহিত বেআদবী করিলে 'নাউজু বিল্লাহ' তার উপর আল্লাহর তরফ হইতে দশটি লা'নত অবতীর্ণ হয়। যেমন কুখ্যাত অলীদ এব্নে মুগীরার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঠাট্টা করিয়া দশটি দুর্নাম সূচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এরশাদ হইতেছে—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ
مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

"আপনি এমন লোকের কথা মানিবেন না, যে কথায় কথায় কছম করে। মর্য্যাদাহীন গালিগালাজ করিতে অভ্যস্ত, চোগলখোর, নেক কাজে বাধা প্রদানকারী সীমা লংঘনকারী, বদ মেজাজ, তদুপরি হারামজাদাও বটে। এইজন্য যে তাঁর ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, যখন তাহার সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পড়া যায় তখন সে বলে এইসব ত প্রমাণ বিহীন পুরান জমানার কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই নয়!

(৫) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ

عَلَيَّ صَلٰوةً - (ترمذی)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়িত।

হজরত আনাছের রেওয়ায়েতে আছে কেয়ামতের দিন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ পড়িত। অন্যত্র হুজুর বলেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড় কেননা কবরে সর্বপ্রথম আমার বিষয় প্রশ্ন করা হইবে। আর একটি হাদিছ আছে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়া কেয়ামতের দিন পুলছেরাতের অন্ধকারে নূর স্বরূপ। এবং যে মিজানের পাল্লায় আপন আমল নামাকে ভারী করিতে চায় সে যেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়ে। হজরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছিবতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নাজাতওয়ালা হইবে যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িত। হুজুর আরও বলেন যে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িবে সে আরশের নীচে ছায়া লাভ করিবে। আল্লামা ছাখাবী হাদীছ বর্ণনা করেন, যেই দিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না সেই দিন তিন ব্যক্তি আরশের ছায়া তলে আশ্রয় লাভ করিবে।

(১) যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদকে হটাইয়া দিবে।
(২) যে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িবে।
(৩) যে আমার ছুন্নতকে জিন্দা করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে আপন মজলিছ সমূহকে দরূদ দ্বারা সজ্জিত রাখ কেননা আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন নূর স্বরূপ হইবে। আল্লামা ছাখাবী কুওয়াতুল কুলুব গ্রন্থের বরাত দিয়া বর্ণনা করিতেছেন যে, অধিক পড়ার নিয়ম্তর হইল কমপক্ষে তিনশত বার পড়া। হজরত গঙ্গুহী (রঃ) মুরীদানদিগকে তিনশত বার করিয়া পড়িবার নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা ছাখাবী, এব্নে হাব্বান, খতীবে বাগদাদী, আবু ওবায়দা প্রমুখ (রঃ) লিখিতেছেন হুজুরের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী কেয়ামতের দিন মোহাদ্দেছীনে কেরাম হইবেন। কেননা তাঁহারা হাদীছ লিখিবার সময়,

www.BANGLAKITAB.com

পড়াইবার সময় যখনই হুজুরের নাম মোবারক আসে তখনই তাঁহাদের দরূদ শরীফ বেশী বেশী পড়িবার বা লিখিবার সুযোগ আসে। এখানে মোহাদ্দেছীন দ্বারা শুধু যে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণকে বুঝায় তা নয় বরং যাহারা হাদীছের কিতাব আরবী উর্দু যে কোন ভাষায় পড়ে বা পড়ায় সকলকেই বুঝায়।

ইমাম তিবরানী আওছাত গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখিয়া থাকে, যতদিন পর্যন্ত ঐ কিতাবে আমার নাম থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার উপর দরূদ পড়িতে থাকিবে। হুজুর আরও বলেন, যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় আমার উপর দশ দশ বার করিয়া দরূদ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। ইমাম মোস্তাগফেরী হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার একশত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে তিরিশটা দুনিয়াতে ও বাকী সব আখেরতে।

(৬) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِى السَّلَامَ ـ

(رواه النسائى)

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাকের কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা জমীনের উপর বিচরণ করিতে থাকে। তাহারা আমার উম্মতের তরফ হইতে আমার নিকট ছালাম পৌছাইতে থাকে।

হজরত আলী (রাঃ) হইতেই এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজরত হাছান হুজুরের হদীছ বর্ণনা করেন তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পাঠাইতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছিয়া থাকে। আমি তাহার উত্তরে দশটি দরূদ পঠাইয়া থাকি। উহা ব্যতীত তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।

(৭) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِىْ بِاسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ ـ

হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহতায়ালা আমার কবরের উপর এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার সমস্ত মাখলুকের কথা শুনিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তিই কেয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সেই ফেরেশতা তাহার এবং তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অমুকের বেটা অমুক আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন অতঃপর আল্লাহ পাক প্রত্যেক দরূদের পরিবর্তে তাহার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অন্য হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) বলেন আমি আমার প্রভুর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে তিনি যেন দশবার তাহার উপর দরূদ পড়েন আল্লাহ পাক আমার এই দরখাস্ত কবুল করিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি জুমার দিন অথবা জুমার রাত্রে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার একশত জরুরত পুরা করিবেন এবং আমার কবরের উপর নিয়োজিত ফেরেশতা আমার নিকট এমনভাবে তাহার দরূদ পৌছায়, যেমন তোমাদের নিকট হাদিয়া পৌছান হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে একদল ফেরেশতা ঘুরিয়া বেড়ায় যাহারা দরূদ শরীফ হুজুরের দরবারে পৌছাইয়া থাকে। এখানে বর্ণীত হইয়াছে যে, একজন নিয়োজিত ফেরেশতা হুজুর পর্যন্ত দরূদ পৌছাইয়া থাকে। তার উত্তর এই যে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেননা যে কবর শরীফে নিযুক্ত রহিয়াছে সে শুধু দরূদ পৌছাইয়া থাকে আর যাহারা বিচরণকারী তাহারা জিকিরের হাল্‌কা তালাশ করে, কোথাও দরূদ শরীফ পড়া হইলে তাহারাও সেই দরূদের সংবাদ হুজুরের দরবারে পৌছায়। যেমন সাধারণভাবে দেখিতে

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যায় কোন বড় লোকের খেদমতে কোন খবর পৌছাইতে হইলে সকলেই ইচ্ছা করে যে এই খবরটা যেন আমি পৌছাইতে পারি। এখানে ফখ্‌রে আম্বিয়া (ছঃ)-এর খেদমতে যত ফেরেশতাই পৌছায় না কেন উহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ - (مشكوة)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি আর যে ব্যক্তি দুর হইতে আমার উপর পড়িয়া থাকে তাহা আমার নিকট পৌছান হয়। (মেশকাত, বয়হকী)

এই হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া হুজুরের উপর ছালাম পাঠ করিলে হুজুর উহা স্বয়ং শুনিয়া থাকেন। আর দুরে থাকিয়া দরূদ ছালাম পাঠ করিলে ফেরেশতার মারফত উহা হুজুরের খেদমতে পৌছান হয়। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী-র মধ্যে ছোলায়মান এবনে ছোহায়েম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) এর স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! যাহারা আপনার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আপনার উপর ছালাম করিয়া থাকে আপনি কি উহা বুঝিতে পারেন? হুজুর এরশাদ করিলেন হাঁ বুঝিয়া থাকি এবং তাহাদের ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এব্‌নে শায়বান (রঃ) বলেন আমি হজ্ব সম্পাদন করিয়া মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছি। হুজুরের কবর শরীফে যখন ছালাম পাঠ করি তখন হুজুরা শরীফ হইতে অ-আলাইকাছ ছালামু শব্দ শুনিতে পাই।

মোল্লা আলী কারী বলেন কবরে আত হারের নিকট দরূদ শরীফ পড়া দুর হইতে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা নিকটে থাকিয়া পড়িলে হুজুরে কলব এবং খুশু খুজু যেইরূপ হাছিল হয় দুরে থাকিয়া পড়িলে সেইরূপ হাছিল হয় না। মাজাহেরে হক ওয়ালা লিখিতেছেন ছালাম দুরে থাকিয়া পড়া হউক বা নিকটে উভয় ছুরতে হুজুর (ছঃ) উত্তর দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে দরূদ এবং ছালাম পড়নেওয়ালার কতবড় বুজুর্গী। যদি সারাজীবনে একটি মাত্র ছালামের উত্তরও আসিয়া যায় তবুও সৌভাগ্য অথচ অবস্থা এই যে হুজুর প্রতিটি ছালামেরই উত্তর দিয়া থাকেন।

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) উল্লেখ করেন কোন বান্দার সৌভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে হুজুরের দরবারে তাঁহার নাম সুনামের সহিত আসিয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে এই বয়াতটি বলা হইয়াছে।

ومن خطرت منه ببالك خطرة
حقيق بان يسموا ان يتقدما

আপনার অন্তরে যেই ভাগ্যবানের খেয়ালই আসিয়া যায় সে যতই গর্বই করুক না কেন তাহার জন্য শোভা পায়। কবি বলেন

ذکر میرا مجھ سے بهتر هے کہ اس محفل میں هے

এই রেওয়ায়েত অনুসারে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর স্বয়ং শ্রবণ করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন। কওলে বাদীর মধ্যে আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করেন আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে হুজুরে পাক (ছঃ) কবর শরীফে জীবিত আছেন এবং তাঁহার শরীর মোবারককে মাটি কিছুতেই খাইতে পারে না। এই ব্যাপারে ওলামাগণ সম্পূর্ণ একমত। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে জীবিত আছেন ইমাম বয়হকী এই বিষয়ে একটি কিতাবও লিখিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছ—

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

অর্থাৎ নবীগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন এবং নামাজ পড়েন। মোছলেম শরীফে হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে। হুজুর বলেন শবেমে'রাজে আমি হজরত মুছার নিকট দিয়া গমন করি। তিনি আপন কবরে নামাজ পড়িতেছেন দেখিয়াছি। অন্যত্র আছে আমি নিজেকে আম্বিয়াদের একটি জমাতের মধ্যে দেখিয়াছি। সেখানে হজরত ইছা এবং হজরত ইব্রাহীমকে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

হুজুর (ছঃ)-এর এন্তেকালের পর হজরত ছিদ্দীকে আকবর হুজুরের লাশ মোবারকের নিকট হাজির হইয়া চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়া বলেন আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক হে আল্লার নবী!

www.BANGLAKITAB.com

আপনার উপর দুইটি মৃত্যু একত্রিত হইবে না। আপনার জন্য নির্দ্ধারিত প্রথম মৃত্যু আপনি লাভ করিয়াছেন। (বোখারী)

আল্লামা ছুয়ূতী (রঃ) হায়াতে আম্বিয়ার উপর একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করিয়াছেন মদীনায়ে পাকের ঘর বাড়ী ও বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিগোচর হইলে মোস্তাহাব হইল দরূদ শরীফ বেশী বেশী করিয়া পড়িতে হইবে এবং ঐসব যতবেশী নিকটবর্তী হইতে থাকিবে দরূদ শরীফও তত বেশী বেশী পড়িতে থাকিবে। কেননা ঐসব স্থান অহী এবং কোরানে করীম অবতীর্ণ হইবার কেন্দ্রভূমি ছিল। ঐসব পবিত্র স্থানে হজরত জিব্রাঈল এবং মিকাঈল বারংবার আসা যাওয়া করিতেন। সেখানের মাটিতে হুজুর শোয়া আছেন দ্বীন এবং ছুন্নতের মশাল ওখান হইতেই প্রজ্বলিত হয়। সেখানে পৌঁছিয়া অন্তরে এমন ভয়ভীতি ও আজমত পয়দা করিবে যেমন হুজুরকে স্বয়ং দেখিতেছে কেননা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে হুজুর (ছঃ) ছালাম শুনিয়া থাকেন। আপোসে ঝগড়া বিবাদ আজেবাজে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া কেবলার দিক হইতে কবর শরীফে হাজির হইবে এবং চার হাত দুরে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নেহায়েত খুশু খুজু ও আদবের সহিত এইভাবে ছালাম পাঠ করিবে —

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى
اَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَزْوَاجِكَ

الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ
اَجْمَعِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَسَائِرِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ
اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلَّى اللهُ
عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ
وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْاٰخِرِيْنَ
اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ وَاَطْيَبَ مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ
كَمَا اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَنَا بِكَ مِنَ الْعَمٰى
وَالْجَهَالَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ وَاَمِيْنُهٗ وَخِيَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ
الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ
حَقَّ جِهَادِهٖ ۔

اللهم اته نهاية ما ينبغي ان يا مله الا ملون

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌র রাছুল! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র পেয়ারা! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আপনার উপর ছালাম।
হে নবীদের সর্দার! আপনার উপর ছালাম।

www.BANGLAKITAB.com

হে শেষ পয়গাম্বর! আপনার উপর ছালাম।
হে বিশ্ব প্রতিপালকের রাছুল! আপনার উপর ছালাম।
হে সুসংবাদ দাতা! আপনার উপর ছালাম।
হে ভয় প্রদর্শক! আপনার উপর ছালাম।

হে নবী। আপনার প্রতি ও আপনার পূত-পবিত্র পরিবার পরিজনের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি ও আপনার বিবি ছাহেবান তথা সমস্ত মোমেনদের আম্মাজানদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং আপনার ছাহাবাদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ্‌র সমস্ত নেক বান্দাদের প্রতি ছালাম।

হে আল্লাহ্‌র রাছুল! আল্লাহ্ পাক কোন নবীকে তাঁর কওমের তরফ হইতে এবং কোন রাছুলকে তাঁর উম্মতের তরফ হইতে যতটুকু বখ্‌শিশ ও দান করিয়া থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম প্রতিদান আমাদের তরফ হইতে আপনাকে দান করুণ। আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত তখনই বর্ষিত হউক যখনই কোন লোক আপনাকে স্মরণ করে বা কোন লোক আপনাকে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে রহমত প্রেরণ করুণ। ঐ সমস্ত রহমত হইতে উত্তম যাহা কোন মাখলুকের প্রতি আল্লাহ পাক বর্ষণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক আপনার বরকতে আমাদিগকে গোমরাহী হইতে নাজাত দান করিয়াছেন। এবং আপনার দরুণ আমাদিগকে অন্ধত্ব হইতে চক্ষু দান করিয়াছেন। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রাছুল ও আমানতদার। এবং সমগ্র মাখলুকের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতর পছন্দনীয় মাহবুব। এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। এবং আমানত আদায় করিয়া দিয়াছেন আর উম্মতের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। এবং আল্লাহর ব্যাপারে চেষ্টার যথাযথ হক আদায় করিয়া দিয়াছেন। হে খোদা! কোন ব্যক্তি যতটুকু আশা পোষণ করিতে পারে আপনি হুজুরকে তার চেয়ে বেশী দান করিয়া দিন।" (এই পর্যন্ত ছালামের বাংলা অনুবাদ শেষ হইল)

তারপর নিজের জন্য এবং সমস্ত মুছলমানের জন্য দোয়া করিবে। অতঃপর হজরত আবু বকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের উপর ছালাম পাঠ করিবে. তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে। তাঁহারা হুজুরের প্রতি যে

অবর্ণনীয় সাহয্য সহযোগিতা করিয়াছেন সেইজন্য আল্লাহ পাক যেন তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান দেন তার জন্য দোয়া করিবে। আল্লামা ছাখাবীর মতে কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আচ্ছালামু আলাইকা বলা আচ্ছালাতু আলাইকা বলার চেয়ে উত্তম। আল্লামা রাজী বলেন ছালামের চেয়ে দরূদ পড়া উত্তম। আল্লামা ছাখাবী বলেন ছালাম এই জন্য উত্তম যে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যদি কেহ আমার কবরের নিকটে দাঁড়াইয়া ছালাম পাঠ করে তবে আল্লাহ পাক আমার রূহকে আমার উপর ফিরাইয়া দেন এমন কি আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। কিন্তু এই অধমের মতে যেহেতু অনেক হাদীছে দরূদ পড়িবারও ফজীলত আসিয়াছে কাজেই প্রত্যেক স্থানে ছালাম শব্দের সহিত ছালাত অর্থাৎ দরূদকে মিলাইয়া পড়াই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ! না বলিয়া আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ্, এইভাবে শেষ পর্যন্ত ছালামের সহিত ছালাত শব্দ মিলাইয়া পড়া সবচেয়ে উত্তম। এইভাবে পড়িলে আল্লামা রাজী এবং ছাখাবী উভয়ের কথার উপর আমল হইয়া যায়।

আল্লামা ছামেরী হাম্বলী মোস্তাওয়াব গ্রন্থে কবর শরীফে জিয়ারতের আদাব সমূহ লিখিবার পর লিখিতেছেন তারপর কবর শরীফের নিকট আসিয়া কবরের দিকে মুখ করিয়া মিম্বার শরীফকে বাম দিকে রাখিয়া দরূদ ও ছালামের সহিত এই দোয়াও পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا - وَاِنِّىْ قَدْ اَتَيْتُ نَبِيَّكَ
مُسْتَغْفِرًا فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُوْجِبَ لِىَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا
لِمَنْ اَتَاهُ فِىْ حَيَاتِهٖ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ صَلَّى

www.BANGLAKITAB.com

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ হে খোদা! আপনি কোরানে মজীদে আপনার হাবীবে পাককে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—'তাহারা যদি নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া আপনার নিকট হাজির হইয়া যাইত এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাকে তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু পাইত।"

অতএব আমি আপনার নবীর দরবারে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আপনার নিকট আমি ইহা চাহিতেছি যে আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন যেমন মাফ করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তিকে যে হুজুরের জীবিতাবস্থায় তাঁহার খেদমতে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হে খোদা! আমি তোমার নবীর উছিলায় তোমার দিকে রুজু করিতেছি।

(٥) عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰوتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ الثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِيْ كُلَّهَا اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ ـ

হজরত উবাহ বিন্ কায়াব (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়িতে চাই, তবে আমার দোয়ার সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় উহার জন্য নির্দ্ধারিত করিব? হুজুর এরশাদ করিলেন যতটুকু তোমার অন্তর চায়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ এক চতুর্থাংশ? হুজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে উহার

চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। তখন আমি আরজ করিলাম অর্দ্ধেক সময় নির্দ্ধারিত করিব? হুজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে তার চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্! তাহা হইলে আমি আমার পুরা সময়কে আপনার উপর দরূদ পড়ার জন্য নির্দ্ধারিত করিলাম। হুজুর এরশাদ করিলেন তবে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার যাবতীয় চিন্তার অবসান হইয়া যাইবে এবং গুনাহ্ও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

ফায়েদা: অর্থাৎ ছাহাবী আরজ করিয়াছিল হুজুর! আমি প্রতিদিন কিছু সময় দোয়া, জিকির ফিকিরের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছি! সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য হইতে কতটুকু সময় দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করিব? আল্লামা ছাখাবী অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে জনৈক ছাহাবী বলেন হুজুর আমি যদি আমার আজিফার যাবতীয় সময় শুধু দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করি তবে কেমন হইবে? হুজুর ফরমাইলেন এমতাবস্থায় তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অন্য হাদীছে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার জিকিরের দরুণ দোয়া করিবার সময় পায় নাই আমি তাহাকে প্রার্থনা কারীদের চেয়ে বেশী দান করিয়া দিব।" আল্লামা ছাখাবী বলেন যেহেতু দরূদ শরীফে আল্লার জিকির ও হুজুরের দরূদ উভয়ের সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরূদ পড়িলেই আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাজাহেরে হক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যখন বান্দা আল্লার রেজামন্দীকে প্রাধান্য দিয়া নিজের আশা আকাংখ্যাকে জলাঞ্জলী দিয়া শুধু মাহবুবের জিকিরে মশগুল হয় তখন আল্লাহ পাক তাঁহার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম করিয়া দেন।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

"যে আল্লার হইয়া যায় আল্লাহ পাকও তাহার হইয়া যান।"

শায়েখ আবদুল ওহাব মোত্তাকী (রঃ) যখন শায়েখ আবদুল হক ছাহেবকে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় জিয়ারতের জন্য বিদায় দিতেছিলেন, তখন এই অছিয়ত করিয়াছিলেন যে খুব ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, এই ছফরে ফরজ আদায়ের পর হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার চেয়ে অন্য কোন বড় এবাদত আর নাই। কাজেই নিজের সমস্ত সময়টুকু

www.BANGLAKITAB.com

অন্য কাজে ব্যয় না করিয়া শুধু দরূদ শরীফে ব্যয় করিবে। তিনি আরজ করিলেন উহার জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে? শায়েখ বলিলেন এখানে সংখ্যার কোন প্রশ্ন নাই এত অধিক পরিমাণ পড়িবে যেন উহা দ্বারা তোমার জিহ্বা ভিজিয়া যায়। এবং উহার রঙে রঙিন হইয়া যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা বুঝা যায় দরূদ শরীফ যাবতীয় নফল এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। অথচ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে অন্যান্য এবাদতকেও আফজল বলা হইয়াছে। যেমন কোথাও বলা হইয়াছে আল-হামদুলিল্লাহ শ্রেষ্ঠ দোয়া, আবার কোথাও আসিয়াছে এস্তেগফার শ্রেষ্ঠ দোয়া ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর হইল হুজুর (ছঃ) অবস্থাভেদে ব্যবস্থা বাত্লাইয়াছেন। অর্থাৎ যার মধ্যে যেই জিনিসের স্বল্পতা ছিল অথবা যেই সময় যেই জিনিসের বেশী প্রয়োজন ছিল হুজুর সেই মোতাবেক আদেশ করিয়াছেন।

তারগীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যখন রাত্রির এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইত তখন হুজুর (ছঃ) দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং এরশাদ করিতেন হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, বারংবার বলিতেন। আরও বলিতেন 'রাজেফা' আসিয়াছে 'রাদেফা' আসিতেছে। এই কথা দ্বারা ছুরায়ে নাজেয়াতের কয়েকটি আয়াতের দিকে ইংগীত রহিয়াছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে "কেয়ামত নিশ্চয় আসিবে যেদিন কম্পন সৃষ্টিকারী সমস্ত বস্তুকে কম্পিত করিয়া দিবে। ইহার অর্থ সিঙ্গার প্রথম ফুঁক, তারপর পরে আগমনকারী বস্তু আসিয়া পড়িবে। ইহার অর্থ, সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক। বহু অন্তর সেইদিন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপিতে থাকিবে। লজ্জায় তাহাদের চক্ষু অবনত হইয়া যাইবে।

(১০) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِى عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি সকাল-বিকাল দশ দশবার করিয়া আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার

সুপারিশ লাভ করিবে।

হজরত ছিদ্দীকে আকবর হইতেও বর্ণিত আছে যে আমার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আছে আমি সুপারিশও করিব সাক্ষীও হইব। অন্য হাদীছে আছে যে এই দরূদ পড়িবে—

তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হোরায়রার বর্ণনায় আছে, যে আমার কবরের নিকট দরূদ পড়ে আমি উহা শুনিয়া থাকি। আর যে দূর হইতে পড়ে আল্লাহ পাক তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে আমার নিকট উহা পৌঁছাইয়া থাকেন। এবং তাহার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজ সমাধা হইয়া যায়। আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী থাকি এবং সুপারিশ করিব। অর্থাৎ কাহারও জন্য হুজুর সাক্ষী হইবেন আবার কাহারও জন্য সুপারিশও করিবেন। যেমন মদীনাবাসীদের জন্য সাক্ষী আর অন্যান্যদের জন্য সুপারিশ বা অনুগতদের জন্য সাক্ষী আর পাপীদের জন্য সুপারিশ করিবেন।

(১১) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً اِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتّٰى يُحَيِّىَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى قَبْرِ عَبْدِىْ تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتَقَرُّ بِهَا عَيْنُهُ.

www.BANGLAKITAB.com

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিলে একজন ফেরেশতা উহাকে নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির করে। সেখানে আল্লার তরফ হইতে হুকুম দেওয়া হয় যে এই দরূদকে আমার বান্দার কবরের নিকট লইয়া যাও। ইহা পড়নেওয়ালার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইহার দরুন তাঁহার চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে।

ফায়েদা ঃ জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে কেয়ামতের দিবস কোন মোমেন বান্দার নেকী যখন কম হইয়া যাইবে তখন হুজুরে পাক (ছঃ) আঙ্গুলের মাথা বরাবর একটা কাগজের টুক্‌রা মীজানের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যার দরুন তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। সেই মোমেন বান্দা বলিয়া উঠিবে আপনি কে? আপনার ছুরত-ছীরত কতই না সুন্দর। তিনি বলিবেন আমি হইলাম তোমার নবী এবং ইহা হইল আমার উপর পড়া তোমার দরূদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।

এখানে এই প্রশ্ন করা অবান্তর যে এতটুকু ছোট একটা টুকরার দ্বারা পাল্লা কি করিয়া ভারী হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এখলাছের দামই বেশী। আমলের মধ্যে এখলাছ যত বেশী হইবে উহা তত বেশী ওজনী হইবে। যেমন কালেমায়ে শাহাদাতের বিষয় বর্ণিত আছে উহা যখন নেকের পাল্লায় রাখা হইবে অপরদিকের পাপে বোঝাই নিরান্নব্বই দপ্তর উড়িতে থাকিবে।

(١٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهٗ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِىْ دُعَائِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاِنَّهَا زَكٰوةٌ وَقَالَ لَا يَشْبَعُ الْمَرْءُ مِنْ خَيْرٍ حَتّٰى يَكُوْنَ

مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ (ترغيب)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার নিকট ছদকা করিবার মত কোন বস্তু নাই সে যেন এই দোয়া করে—

"হে খোদা। তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর প্রতি রহমত পাঠাও যিনি তোমার বান্দা এবং রাছূল। এবং মোমেন পুরুষ মেয়েলোক আর মুছলমান পুরুষ মেয়েলোকের উপর রহমত বর্ষণ কর' এই দোয়া তাহার জন্য ছদকা করার সমতুল্য। হুজুর আরও বলেন মোমেনের উদর বেহেশ্‌তে পৌঁছা পর্যন্ত নেক কাজ দ্বারা ভর্তি হয় না।

ওলামাদের মধ্যে এই বিষয় মতভেদ রহিয়াছে যে ছদকা উত্তম না দরূদ শরীফ উত্তম। কাহারও মতে ছদকা হইতে দরূদ উত্তম। কেননা দরূদ এমন একটি আমল যাহা শুধু বান্দার উপর নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং ফেরেশতাগণও ঐ আমল করিয়া থাকেন। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন তোমরা আমার উপর দরূদ পড়িতে থাক কেননা উহা ছদকার সমতুল্য। হুজুর আরও বলেন আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়া সমূহের জন্য রক্ষা কবচ স্বরূপ। যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমল সমূহকে পবিত্র করিয়া দেয়। আরও বর্ণিত আছে আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের গোনাহের কাফ্‌কারা স্বরূপ এবং ছদকার সমতুল্য।

হাদীছের অর্থ—নেকীর দ্বারা মোমেনদের পেট ভরে না, এখানে নেকীর অর্থ কেহ কেহ এলেম দ্বারা করিয়াছেন। আবার অনেকে এলেম এবং অন্য যে কোন নেকী বলিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ ছাহেবও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মাজাহেরে হক এবং মেরকাত গ্রন্থে উহার অর্থ এলেম লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ এলেমের দ্বারা মোমেনের পেট কখনও ভর্তি হয় না মৃত্যু পর্যন্ত সে উহার তালাশেই থাকে। হাদীছে এলেম তলবকারীদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে যে, ইনশাল্লাহ, তাহারা দুনিয়া হইতে ঈমানের সহিত বিদায় নিবে। তালেবে এলেমের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষায় মশগুল থাকা এবং ধর্মীয় কিতাব পত্র লেখাও শামিল রহিয়াছে।

সারাংশ

দরূদ শরীফের ফাজায়েল সম্পর্কীয় রেওয়ায়েত সমূহ একত্র করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যদি একটি ফজিলতও বর্ণিত না হইত তবুও উম্মতের উপর হুজুরের অফুরন্ত এহছান হিসাবে যতবেশী সংখ্যক দরূদই হুজুরের উপর পড়া হইত উহাই কম ছিল। এবং তাঁহার এহছানের সামান্যতম হকও আদায় হইত না। কিন্তু মেহেরবান খোদা দরূদ পড়ার বিনিময়ে হক আদায়ের সাথে সাথে হাজার হাজার

www.BANGLAKITAB.com

ছওয়াবের ও ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

আল্লামা ছাখাবী দরূদ শরীফের ছওয়াবের ব্যাপারে লিখিতেছেন—

আল্লাহ পাকের তরফ হইতে বান্দার উপর রহমত প্রেরণ, ফেরেশতাদের রহমতের জন্য প্রার্থনা করা এবং স্বয়ং প্রিয় নবীজী কর্তৃক দরূদ পড়নেওয়ালার জন্য দোয়া করা, তাহাদের গুনাহ সমূহ মাফ হওয়া, আমল সমূহ পবিত্র হওয়া, তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া স্বয়ং দরূদ শরীফ কর্তৃক পাঠকদের জন্য, ক্ষমা চাওয়া, তাহাদের আমল নামায় এক কীরাত অর্থাৎ অহুদ পাহাড় পরিমাণ পুণ্য লিপিবদ্ধ হওয়া, উহার ছওয়াব মীজানের পাল্লায় অত্যধিক ভারী হওয়া পাঠকের দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়া, পাপ সমূহ মাফ হওয়া, গোলাম আজাদ হইতেও অধিকতর ছওয়াব হাছিল হওয়া দরূদের বরকতে যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্ত থাকা কেয়ামতের দিন হুজুর কর্তৃক তাহার জন্য সাক্ষাৎ দান করা, এবং হুজুরের শাফায়াত ওয়াজেব হওয়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং রহমত অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া, কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া লাভ করা, নেক আমলের পাল্লা ঝুঁকিয়া যাওয়া, হাওজে কাওছার নছীব হওয়া, কেয়ামতের ভীষণ তৃষ্ণা হইতে নাজাত লাভ করা, জাহান্নাম হইতে মুক্তি হাছেল হওয়া, পুলছেরাতের উপর দিয়া সহজে পার হওয়া, মৃত্যুর পূর্বেই বেহেশ্‌তের মধ্যে আপন ঠিকানা দেখিয়া লওয়া, এবং তথায় বেশী বেশী বিবি লাভ হওয়া, দরূদের দ্বারা বিশবার জেহাদ করার চেয়ে বেশী ছওয়াব হাছিল হওয়া এবং দরীদ্র লোকদের জন্য ছদকার সমকক্ষ হওয়া, ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তদুপরি দরূদ শরীফ হইল জাকাত এবং পবিত্রতা। ধন সম্পদে বরকতের উপকরণ। উহা দ্বারা একশত হাজত পুরা হয় বরং তার চেয়ে বেশীও পূর্ণ হয়। দরূদ স্বয়ং এবাদত এবং আমলের মধ্যে আল্লার নিকট সব চেয়ে প্রিয়। মজলিসের রওনক, উহার উছিলায় অভাব অনটন দূর হয়। উহা দ্বারা সৎপথ সমূহ তালাশ করা হয়। কেয়ামতের দিন দরূদ পড়নেওয়ালা হুজুরের সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী হইবে। উহা দ্বারা স্বয়ং পড়নেওয়ালা এবং তাহার পুত্র পৌত্র সকলেই উপকৃত হয়। বরং যাহার জন্য ইছালে ছওয়াব করা হয় সেও উপকৃত হয়। উহা দ্বারা আল্লাহও রাছূলের নৈকট্য লাভ হয়। উহা নিঃসন্দেহে নূর স্বরূপ, শত্রুর উপর জয়লাভ করার উছিলা। অন্তরকে ময়লা ও কপটতা হইতে পাক করে। উহা দ্বারা মানুষের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়। স্বপ্নে হুজুরে পাকের জিয়ারত নছীব হয়। উহা পড়িলে লোকের গীবত শেকায়েত হইতে রক্ষা পাওয়া

যায়। দরূদ শরীফ সব চেয়ে উত্তম আমল, দ্বীনও দুনিয়ার সব চেয়ে বেশী উপকৃত আমল। এই দরূদ শরীফ শুরু জমানা হইতে সমস্ত আওলিয়াদের সকাল বিকালের অফিজা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা এমন একটি ব্যবসা যাহাতে লোকছানের কোন আশংকা নাই। কাজেই যতটুকু সম্ভব সকাল বিকাল জমিয়া জমিয়া বসিয়া দরূদ পাঠ করিলে অন্তর আলোকিত হয়। যাবতীয় গোমরাহী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছিবতে নাজাত লাভ হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলতের বর্ণনা

(১) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِ لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (بخارى)

অর্থঃ হজরত আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা বলেন, আমার সহিত হজরত কা'ব বিন উজরার সাক্ষাত হইয়াছিল তিনি আমাকে বলেন আমি কি তোমাকে হুজুর (ছঃ) হইতে প্রাপ্ত একটা হাদিয়া দান করিব না?

www.BANGLAKITAB.com

আমি বলিলাম নিশ্চয় দান করুন। তিনি বলিলেন আমরা হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম হুজুর! আল্লাহ পাক ত আমাদিগকে ছালামের তরীকা শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কি ভাবে দরূদ পাঠ করিব? হুজুর বলেন এই ভাবে বল "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিঁও অআলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আ-লে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মোহাম্মাদিঁও অ-আলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (বোখারী)

হাদিয়া দেওয়ার অর্থ হইল সেই সব বুজুর্গেরা বন্ধু বান্ধবদিগকে খানা পিনার আছবাবের পরিবর্তে হুজুর (ছঃ) এর হাদীছ এবং জিকির আজকার হাদিয়া দিতেন। কেননা তাঁহাদের নিকট এই সব বস্তুর কদর জড়বাদী বস্তু সমূহ হইতে অনেক বেশী ছিল। তাই হজরত কা'ব হাদীছ বয়ান করাকে হাদিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আল্লামা ছাখাবী এই হাদীছকে বিভিন্ন তরীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হজরত হাছান হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন ইন্নাল্লাহা অমালায়েকাতাহু—এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ছাহাবারা হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর! আপনার উপর ছালামের তরিকাত আমরা জানিতে পারিলাম, এখন দরূদ কি করিয়া পড়িতে হইবে তাহা শিক্ষা দিন, হুজুর তখন বলেন তোমরা এই ভাবে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ الخ -

অন্য রেওয়ায়েতে আছে হযরত বশীর (রাঃ) হুজুরকে প্রশ্ন করেন হুজুর! আমাদিগকে দরূদ শরীফ পড়িবার তরীকা বাত্‌লাইয়া দিন। হুজুর কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, এই ভাবে বলিবে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিঁও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন—কিছুক্ষণ চুপ থাকার অর্থ হইল তখন হুজুরের উপর অহী অবতীর্ণ হইতেছিল। অন্যত্র বর্ণিত আছে, ছাহাবারা বলেন আমাদের উপস্থিতিতে একব্যক্তি হুজুরের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আমরা ছালামের তরীকা ত জানিলাম, কিন্তু ছালাত অর্থাৎ আপনার উপর দরূদ আমরা নামাজের মধ্যে কিভাবে পড়িব? হুজুর চুপ হইয়া রহিলেন। আমরা হুজুরের কষ্ট হয় নাকি এই ভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে লোকটা হুজুরকে প্রশ্ন কেন করিল? তার

পর হুজুর বলিলেন, নামাজের মধ্যে দরূদ এই ভাবে পড় "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আল্লা মোহাম্মাদিঁও—এই দরূদ শরীফ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হানাফী মজহাব মতে ইহাই নামাজে পড়া হয়। মোহাদ্দেছীণগণের মতে এই দরূদ শরীফই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ। এমন কি আল্লামা নববী রওজা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ যদি কছম খাইয়া বসে যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ পড়িব তখন আমরা যাহা নামাজের মধ্যে পড়িয়া থাকি উহা পড়িলে কছম পুরা হইয়া যাইবে। হেছনে হাছীনে উল্লেখ আছে ইহাই হইল সব চেয়ে শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ। নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে উহাকেই বেশী বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এই হাদীছের মধ্যে যে বর্ণিত আছে আমরা ছালামের তরীকা জানিয়াছি, উহার অর্থ হইল, "আত্তাহিয়্যাতু'র মধ্যে শিখিয়াছি—আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহু।

এখানে একটা প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন জিনিসকে যখন অন্য জিনিসের সহিত তুলনা করা হয় যেমন কেহ বলিল অমুক ব্যক্তি হাতেম তাইর মত দাতা, তখন দানের ব্যাপারে হাতেম তাই যে শ্রেষ্ঠ উহাই প্রতিপন্ন হয়। ঠিক এই রকম দরূদ শরীফের মধ্যেও হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দরূদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যায়। হাফেজ এব্‌নে হাজার এই প্রশ্নের দশটি উত্তর লিখিয়াছেন। আলেম হইলে ফত্‌হুল বারী গ্রন্থ দেখিয়া নিতে পারেন। তা না হইলে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিবেন। সব চেয়ে সহজ উত্তর হইল এই যে, সাধারণ নিয়ামানুসারে প্রশ্ন ঠিকই হইয়াছে। তবে কোন কোন সময় উহার ব্যাতিক্রমও হইয়া থাকে যেমন কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ

অর্থাৎ, আল্লার নুর হইল যেমন ঐ চেরাগদান যাহার উপর চেরাগ রহিয়াছে। অথচ আল্লাহর নুরের সহিত চেরাগের নুরের কি তুলনা হইতে পারে?

আর একটা প্রশ্ন হইল সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) এর দরূদের কেন উল্লেখ করা হইল। আওজাজ গ্রন্থে এবং হজরত থানবী (রঃ) প্রণীত জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে ইহার অনেক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বান্দার নিকট সবচেয়ে উত্তম এই যে, আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহীমকে

www.BANGLAKITAB.com

খলীলরূপে ভূষিত করিয়া যেমন ফরমাইয়াছেন "অত্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহীমা খালীলা' কাজেই আল্লাহর তরফ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর যে দরূদ উহা মহব্বতের লাইনের দরূদ হইবে। আর মহব্বতের লাইনের যাবতীয় বস্তুই সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ওদিকে আমাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাক হাবীবুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের দরূদই মহব্বত ও ভালবাসার লাইন হিসাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

মেশকাত শরীফে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন ছাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, হজরত ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ, মুছা হইলেন কালীমুল্লাহ, ঈছা হইলেন রুহুল্লাহ, আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ। ইত্যবসরে হুজুরে আকরাম (ছঃ) সেখানে তাশরীফ আনিয়া বলিলেন আমি তোমাদের সব কথা শুনিতে পাইয়াছি। নিশ্চয় আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ মুছা (আঃ) কালীমুল্লাহ, ঈছা (আঃ) রুহুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ্। কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে শুন! কথা হইল এই যে, আমি হইলাম হাবীবুল্লাহ। অবশ্য ইহাতে আমি কোন গর্ব করি না। এবং কেয়ামতের দিন আমার হাতে 'লেওয়ায়ে হাম্‌দ' অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকিবে, সেই ঝাণ্ডার নীচে হজরত আদম (আঃ) এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম হইবেন। অবশ্য ইহার উপর আমি কোন ফখর করিতেছিনা। আবার সর্ব প্রথম আমিই শাফায়াত করিব এবং আমার সাফায়াতই কবুল হইবে। উহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই এবং আমিই সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিব এবং আমার উম্মতের মধ্যে গরীব শ্রেণীর লোক প্রবেশ করিবে। উহার উপরও আমি কোন গর্ব করি না এবং আগের পাছের সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বেশী সম্মানিত। ইহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, হুজুরই একমাত্র হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লার খাছ বন্ধু। এখানে হুজুরের দরূদকে ইব্রাহীমের দরূদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তদুপরি পিতার সহিত পুত্রের তুলনা স্বাভাবিক এখানে মেশ্‌কাতের শরাহ্ "লোমআত" গ্রন্থে আর একটি সূক্ষ্ম কথা লেখা হইয়াছে যে, খেতাব হিসাবে হাবীবুল্লাহ হইল সবচেয়ে উঁচু ধরনের। যেহেতু উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহার মধ্যে কালীম হওয়া ছফী হওয়া, খলীল হওয়া সব কিছুই একত্রে বিদ্যমান। বরং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে সব গুণ নাই হাবীব শব্দের ভিতর ঐ সবও বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা একমাত্র হুজুরের জন্যই খাছ।

(২) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الَّذِىْ اَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (ابوداؤد)

অর্থ ঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই ইচ্ছা পোষণ করে যে যখন সে আমার পরিবারের উপর দরূদ পড়ে তার আমল নামা বহুত বড় টুক্‌রিতে ওজন দেওয়া হউক সে যেন এই শব্দ দ্বারা দরূদ পড়ে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ

অর্থাৎ হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ পাঠাও যিনি উম্মী (নিরক্ষর) নবী এবং তাঁহার বিবি ছাহেবানদের উপর যাঁহারা সমস্ত মোমেনীনের জননী এবং তাঁহার আওলাদ ও পরিবারের উপর যেমন তুমি দরূদ পাঠাইয়াছ ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় বুজুর্গ।

নবীয়ে উম্মী হুজুরের একটি বিশেষ উপাধি। তৌরীত ইঞ্জীল এবং সমস্ত আছমানী কিতাবে হুজুরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

হুজুরকে নবীয়ে উম্মী কেন বলা হয় ওলামাগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হইল এই যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর, যিনি পড়া লেখা জানেন না। হুজুরের ইহা একটি গুরুত্ব পূর্ণ মোজেজা যে, যিনি একেবারেই লেখা পড়া জানেন না তিনি ফাছাহাত বালাগাতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম কিতাব কোরানে করীম কি করিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। এই মোজেজার কারণেই পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে হুজুরকে এই উপাধিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

يتيمے كه ناكرده قران درست
كتب خانهٔ چند ملت بشست

"যেই এতীম সপূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি কতশত ধর্মকে বিকল করিয়া দিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت
بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

"আমার মাহবুব যিনি কখনও কোন মকতবেও যান নাই এবং লেখা পড়াও শিখেন নাই তিনি আপন ইশারায় শত সহস্র ওস্তাদের ওস্তাদ বনিয়া গেলেন।

হজরত শাহ্ অলি উল্লাহ (রঃ) হেরজে ছামীন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমার আব্বাজান আমাকে এই দরূদ শিক্ষা দিয়াছেন।

اللهم صل على محمد ن النبي الامي وآله وبارك وسلم

আমি স্বপ্নযোগে এই দরূদ শরীফকে হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে পেশ করিয়াছি, হুজুর ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

হাদীছে বর্ণিত বহুত বড় টুক্রিতে ওজন দেওয়া হইবে। উহার অর্থ হইল আরব দেশের দস্তুর হইল খেজুর ইত্যাদিকে টুক্রিতে ওজন করিয়া বিক্রী দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে এই সব বস্তু নিপ্তিতে ওজন দেওয়া হয়। কাজেই বহুত বড় টুকরি অর্থ হইল বহুত বড় নিপ্তিতে যাহার পরিমাণ হয় অনেক বেশী। এখানে নিপ্তি না বলিয়া টুক্রি এই জন্য বলা হইয়াছে যে সাধারণতঃ বেশী জিনিস তরাজুতে ওজন করা সম্ভব নয় কাজেই উহা টুক্রিতে ওজন করা হয়। হজরত এব্নে মাছউদ এবং হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার দরূদ বড় টুক রিতে করিয়া ওজন করা হউক সে যেন আমার পরিবারবর্গের উপর এই ভাবে দরূদ পড়ে—

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد ن النبي
وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما
صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد -

এবং হজরত হাছান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর হাওজে কাওছার হইতে পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করিতে চায় সে যেন এই

দরূদ পড়ে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আ-লিহী অ-আছ্হা-বিহী অ-আওলা-দিহী অ-আজ্‌ওয়াজিহী অজুর্‌রিয়াতিহী অ আহলে বায়তিহী অ-আছহাবিহী অ-আনছা-রিহী অ-আশ্‌ইয়াইহী অ-মোহেব্বিহী অ-উম্মাতিহী অ-আলাইনা মাআহুম আজমাঈন ইয়া আর হামার রা-হেমীন।" কাজী এয়াজ এই হাদীছকে শেফা গ্রন্থে নকল করিয়াছেন।

يا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা
আলা-হাবী-বেকা খাইরিল খাল্কে কুল্লেহিম।

(৩) عن ابى الدرداء رض قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم اكثروا من الصلوة على يوم الجمعة
فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وان احدا لن يصلى
على الا عرضت على صلوته حتى يفرغ منها قال قلت
وبعد الموت قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد
الانبياء عليهم الصلوة والسلام - (ترغيب ابن ماجه)

অর্থ ঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাক কেননা উহা এমন একটি মোবারক দিন যেদিন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে সে দরূদ শেষ করার সাথে সাথেই আমার নিকট উহা পেশ হয়। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম হুজুর! আপনার এন্তেকালের পরেও কি এইরূপ হইবে। হুজুর বলিলেন এন্তেকালের পরেও এইরূপ হইবে। কেননা আল্লাহ পাক মাটির জন্য নবীদের শরীরকে খাওয়া হারাম করিয়া দিয়াছেন। নবীগণ কবরে জীবিত আছেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং তাঁহাদের নিকট রিজিক পৌঁছিয়া থাকে।

ফায়েদা ঃ মোল্লা আলী কারী বলেন, আল্লাহ পাক নবীদের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের হায়াত এবং মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হাদীছে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে দরূদ শরীফ রুহ মোবারক এবং শরীর উভয়টার মধ্যেই পেশ করা হয়। নবীগণ জীবিত আছেন ইহা দ্বারা প্রত্যেক নবীই হইতে পারেন কেননা হুজুর হজরত মুছা (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কবরের মধ্যে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন। রিজিক অর্থ রুহানী রিজিক অথবা বাহ্যিক রিজিক দুইটাই হইতে পারে।

আল্লামা ছাখাবী হজরত আওছ উইতে বর্ণনা করেন; হুজুর এরশাদ করেন। তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম দিন হইল জুমার দিন কেননা সেইদিন হজরত আদম (আঃ) জন্ম লাভ করেন এবং ঐদিনই এন্তেকাল করেন। সেইদিন প্রথম শিঙ্গার ফুঁক এবং দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুঁক অনুষ্ঠিত হইবে। কাজেই জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়িতে থাক। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। ছাহাবারা আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমাদের দরূদ আপনার উপর কিভাবে পেশ করা হয়? অথচ আপনিত কবরে পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন। তখন হুজুর এরশাদ করেন আল্লাহ পাক নবীদের শরীর খাইয়া ফেলা মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে, আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড় কেননা আমার উম্মতের দরূদ আমার নিকট শুক্রবার দিন পেশ করা হয়। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িবে কেয়ামতের দিন সে আমার অধিক নিকট-বর্তী হইবে। হজরত ওমরের হাদীছে ইহাও রহিয়াছে দরূদ শরীফ পেশ হওয়ার পর আমি তোমাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিয়া থাকি। হজরত হাছান বছরী, এব্‌নে ওমর ও খালেদ বিন মা'দান হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। হজরত ছোলায়মান এব্‌নে ছোহায়েম বলেন আমি স্বপ্নযোগে হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ। যাহারা আপনার দরবারে হাজির হইয়া আপনার উপর ছালাম পাঠ করে আপনি কি তাহা শুনিতে পান? হুজুর বলেন হাঁ আমি তাহার ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এব্‌নে শাইবান বলেন, আমি হজ্জ করিয়া রওজায়ে আতহারে হাজির হইয়া যখন ছালাম করি

তখন কবর শরীফ হইতে অ-আলাইকুমুছ ছালামু শব্দের উত্তর শুনিতে পাই। বুলুগুল মোহাব্বত গ্রন্থে হাফেজ এব্‌নে কাইয়্যেম হইতে বর্ণিত আছে জুমার দিন দরূদ শরীফের ফজীলত এই জন্য বেশী যে জুমার দিন হইল সমস্ত দিনের সর্দার আর হুজুর (ছঃ) হইলেন সমস্ত মাখ্‌লুকের সর্দার। কাজেই সেইদিন দরূদ পড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহা অন্য দিনের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) তাঁহার পিতার পৃষ্ঠ হইতে মায়ের গর্ভে জুমার দিন তাশরীফ আনেন।

আল্লামা ছাখাবী বলেন জুমার দিন দরূদ পড়ার ফজীলত হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাছ, আউছ এব্‌নে আউছ, আবু ওমামা, আবু দারদা, আবু মাছউদ, হজরত ওমর এবং এব্‌নে ওমর প্রমুখ ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা, আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ عَلَىَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا ـ

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়া পুলছেরাতের উপর নুর স্বরূপ। এবং যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশী বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর আপন জায়গা হইতে উঠিবার আগে আশী বার এই দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

www.BANGLAKITAB.com

"আল্লা হুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেনি নাবিয়্যিল উম্মিয়ে অ-আলা আলিহী অ ছাল্লেম তাছলীমা।

তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এবং আশী বৎসরের এবাদতের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা যাইবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর এই দরূদ পড়িতে বলিয়াছেন –

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন আবদেকা অ নাবিয়্যেকা অ-রাছূলেকান্নাবীয়্যিল উম্মিয়ে। ইহা পড়িয়া একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে অর্থাৎ আঙ্গুলে গুনিয়া গুনিয়া পড়িবে।

বহু হাদীছে আঙ্গুলে গুনিয়া গুনিয়া পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কেননা এই আঙ্গুল কেয়ামতের দিন আমাদের নেকীর বিষয় সাক্ষী দান করিবে। আমরা দৈনন্দিন এই হাত দ্বারা কতশত গোনাহের কাজই না করিয়া থাকি, কেয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি অতশত গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে কিছুটা নেকীর সাক্ষ্যও দেয় তবুও কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ পাঠ করিবে তার সহিত কেয়ামতের দিন এমন একটি নুর (জ্যোতি) আসিবে যাহা সমস্ত মাখলুখের উপর ভাগ করিয়া দিলেও সমস্তের জন্যই উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়ে অ আলা আলিহী অ ছাল্লেম' আশী বার পাঠ করিবে উহার আশী বৎসরের গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়িবে ও উহা কবুল হইবে, তবে তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দোর্‌রে মোখ্‌তারের হাওলা দিয়া এই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

দরূদ শরীফের মধ্যেও কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শামী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শায়েখ আবু ছোলায়মান দারানী বর্ণনা করেন যে কোন এবাদত কবুল হওয়ার বিষয় সন্দেহ আছে। কিন্তু হুজুরে পাকের উপর দরূদ পড়ার বিষয় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

কেননা উহা কবুল হইয়া থাকে। বহু ছুফীয়ায়ে কেরামেরও ইহাই অভিমত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ - (طبرانى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি দরূদ এইভাবে পড়িবে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিন, অ আনজেলহুলমাক আদাল মোকাররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কেয়ামাতে' তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়।

ফায়েদাঃ উক্ত দরূদ শরীফের অর্থ হইল এই যে, "হে খোদা। আপনি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ পাঠান এবং কেয়ামতের দিন তাঁহাকে এই মোবারক স্থানে পৌঁছাইয়া দিন যাহা আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী।

ওলামাগণ নিকটবর্তী ঠিকানার কয়েক অর্থ করিয়াছেন। আল্লামা ছাখাবী বলেন উহার অর্থ হইল, অছীলা অথবা মোকামে মাহমুদ, অথবা হুজুরের আরশে আজীমে অবস্থান অথবা হুজুরের সেই সু উচ্চ আসন সবচেয়ে উপর হইবে। হেরজে ছামীন গ্রন্থে উহাকে কুরছী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন মাকআদে মোকাররায় অর্থ মোকামে মাহমুদ'। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বেহেশ্‌তের মধ্যে' শব্দ আসিয়াছে। তখন অর্থ হইবে অছীলা যাহা জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন। কোন কোন ওলামাদের মতে হুজুরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুইটা মোকাম হইবে। প্রথমতঃ ঐ মোকাম যাহা সুপারিশের ময়দানে আরশের ডান দিকে হইবে। উহার উপর সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলে ঈর্ষা করিবে। দ্বিতীয় মোকাম হইল জান্নাতে, যাহা জান্নাতের সর্বোচ্চ আসন হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

বোখারী শরীফে একটা লম্বা হাদীছ বর্ণিত আছে যেখানে হুজুরের জান্নাত ও জাহান্নাম দেখার একটি স্বপ্নের বর্ণনা রহিয়াছে। সেখানে সুদখোর, জিনাকার ইত্যাদির ঠিকানা দেখান হইয়াছে। অবশেষে হুজুর বলেন, সেই দুই জন ফেরেশ্‌তা আমাকে এমন এক ঘরে নিয়া গেলেন যাহার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি ইতি পূর্বে দেখি নাই। সেখানে অনেক গুলো বৃদ্ধ, যুবতী, শিশুকে দেখিতে পাই, তারপর তাহারা আমাকে একটি গাছের তলায় নিয়া যায় সেখানে একটি ঘর আগের ঘরের চেয়েও উন্নত মানের দেখিতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করার পর তাহারা বলিল প্রথম ঘর আপনার সাধারণ উম্মতের জন্য আর এই ঘর শহীদানের জন্য তারপর তাহারা আমাকে বলিল, হুজুর! আপনি একটু উপরের দিকে মাথা উঠান। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া একটা মেঘ খণ্ডের মত দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে বলিলাম আমি উহাকে দেখিব। তাহারা বলিল, আপনার বয়স এখনও বাকী রহিয়াছে। উহা পূর্ণ হইলেই আপনি উহাতে পৌঁছিয়া যাইবেন।

দরূদ শরীফ পড়িলে হুজুরের শাফায়াত হাছিল হইবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা উহা প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে। কোন কয়েদী বা অপরাধী যদি এই কথা জানিয়া লয় যে অমুক ব্যক্তির হাকিমের দরবারে বেশ প্রভাব রহিয়াছে বরং তাহার সুপারিশ হাকিমের দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল হইয়া থাকে তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কতইনা খোশামদ করা হয় আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বিরাট বিরাট পাপে লিপ্ত হয় নাই এবং হুজুর (ছঃ) এর মত সুপারিশ করনেওয়ালা, যিনি আল্লার হাবীব এবং সমস্ত নবীদের সর্দার আর সমস্ত মাখলুকের সর্দার তিনি সহজ বস্তুর উপর সুপারিশের ওয়াদা করিতেছেন বরং এত বেশী গুরুত্ব সহকারে ওয়াদা করিতেছেন যে, আমার উপর সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। ইহা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি উহা দ্বারা উপকৃত না হয় তবে উহা কতইনা দুর্ভাগের বিষয়। আমরা বৃথা কত সময় নষ্ট করিতেছি বেহুদা কেচ্ছা কাহিনীতে বরং গীবত শেকায়েতে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, এই মূল্যবান সময়কে যদি দরূদ শরীফ পড়ায় ব্যয় করা হইত তবে কতই না সৌভাগ্যের কথা ছিল।

ইয়া রাবে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৬) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ اَتْعَبَ سَبْعِيْنَ كَاتِبًا اَلْفَ صَبَاحٍ - (ترغيب طبرانى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই দোয়া করিবে—জাজাল্লাহু আন্না মোহাম্মদাম মা হুয়া আহ্‌লুহু (অর্থাৎ পুরস্কার দাও মোহাম্মদ (ছঃ) কে আমাদের তরফ হইতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য) এই দোয়া সত্তর জন ফেরেশ্‌তাকে এক হাজার দিন পর্য্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তিবরানী শরীফের অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে; যে পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ -

এই দোয়াও ইহার ছওয়াব লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তাদিগকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ইহার ছওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লিখিতে লিখিতে অবশেষে ফেরেশতাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 'যেই পুরস্কারের হুজুর যোগ্য' কোন কোন আলেমগণ ইহার পরিবর্তে বলিয়াছেন যেই পুরস্কার আল্লাহপাকের শানের মোনাছেব। অর্থাৎ হে খোদা! যত বড় পুরস্কার তোমার শান অনুসারে তুমি দিতে পার তত বড় পুরস্কার তুমি দান কর। হজরত হাছান বছরীর রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে—

وَاجْزِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا مِّنْ اُمَّتِهٖ

অর্থাৎ হে খোদা! হুজুরকে তুমি আমাদের তরফ হইতে উহার চেয়ে অধিক পরিমাণ নেয়ামত দান কর যতটুকু তুমি কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের তরফ হইতে দান করিয়াছ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যেই ব্যক্তি এই শব্দগুলো পড়িবে—

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مِنْ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا مِّنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

যেই বক্তি সাত জুমা পর্যন্ত প্রত্যেক জুমার দিন সাতবার করিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িবে তাহার জন্য সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়!

এবনুল মোশতাহের নামক জনৈক বুজুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে সে আল্লাহ পাকের এমন এক প্রশংসা করিবে যাহা জমীন এবং আছমানের জ্বিন এনছান এবং ফেরেশতা কেহই আজ পর্যন্ত করে নাই। এবং যদি এমন দরূদ পড়িতে চায় যে উহা ইতি পূর্বে পঠিত যাবতীয় দরূদ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং যদি এমন প্রার্থনা করিতে চায় যে আজ পর্যন্ত যত প্রার্থনা হইয়াছে সকলের চেয়ে তাহার প্রার্থনা উত্তম হয় সে যেন ইহা পড়ে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَافْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ـ

আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা-আন্‌তা আহলুহু ফাছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন কামা আনতা আহলুহু অফ্‌আল বিনা মা আনতা আহলুহু, ফাইন্নাকা আনতা আহলুত্তাকওয়া অ আহলুল মাগফিরাতে।

অর্থঃ হে খোদা! তোমার শান অনুসারে তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তোমার শান অনুসারে তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ

পাঠাও। এবং আমাদের সহিত তোমার শান অনুসারে তুমি ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি ইহার যোগ্যতা রাখ যে তোমাকেই একমাত্র ভয় করা যায় ক্ষমা করিবার উপযুক্ত।

আবুল ফজল কাওমানী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে আসিয়া আমার নিকট বয়ান করিল আমি মদীনা শরীফে থাকা কালীন স্বল্পযোগে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হুজুর আমাকে এরশাদ করেন, যখন তুমি হামাদান যাইবা তখন আবুল ফজল এবনে জীরককে আমার পক্ষ হইতে ছালাম বলিবা, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! এইরূপ কেন? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, সে আমার উপর দৈনিক একশত বার বা তার চেয়েও বেশী এই দরূদ পড়ে—

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়ে অ আলা আলে মোহাম্মাদিন জাজাল্লাহু মোহাম্মাদান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লামা আন্না মা হুয়া আহলুহু।

আবুল ফজল বলেন, লোকটি কছম করিয়া বলিল যে, আমাকে অথবা আমার নাম হুজুর (ছঃ) এর বলার আগে সে জানিত না।

আবুল ফজল আরও বলেন আমি লোকটিকে কিছু দান করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া বলিল আমি হুজুরের পয়গামকে বিক্রী করিব না। অতঃপর লোকটিকে আমি আর কখনও দেখি নাই।

ইয়া রাবেব ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৭) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ـ

(رواه مسلم)

www.BANGLAKITAB.com

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যখন তোমরা আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও, তখন মোয়াজ্জেন যাহা বলে তোমরাও তাহা বলিতে থাক। অতঃপর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন। তারপর আল্লার দরবারে আমার জন্য মোকামে অছিলার দোয়া কর। উহা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানের নাম, আল্লাহ পাকের একজন মাত্র বান্দা উহার অধিকারী হইবে। আমি আশা করি সেই বান্দা একমাত্র আমিই হইব। যেই ব্যক্তি আমার জন্য অছিলার দোয়া করিবে তাহার জন্যে আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে—

আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে আ-তে মোহাম্মাদানিল অছীলাতা অল ফাজিলাতা অব আছহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাজি ওয়াত্তাহু।''

তাহার জন্য আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আজানের আওয়াজ শুনিলে হুজুর স্বয়ং এই দোয়া পড়িতেন।

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন অ আতেহী ছল্লাহু ইয়াওমাল কেয়ামাতে।

হুজুর এই দোয়া এত জোরে পড়িতেন যে নিকটবর্তী লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। হুজুর আরও এরশাদ করেন, তোমরা যখন আমার উপর দরূদ পড়িবে তখন আমার জন্য 'অছীলার' প্রার্থনাও করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর অছীলা কি জিনিস? হুজুর উত্তর করিলেন উহা বেহেশতের মধ্যে একটা স্থান। যাহা একজন মাত্র লোকের ভাগ্যেই জুটিবে। আমি আশা করি সেই ব্যক্তি একমাত্র আমিই হইব। অছীলার আভিধানিক অর্থ হইল যদ্দারা কোন রাজা বাদশার দরবারে নৈকট্য হাছেল করা যায়। কিন্তু এখানে সুউচ্চ মরতবাকে বলা হয়। কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথম অর্থ হইল যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত এবনে আব্বাছ, মুজাহেদ, আতা (রাঃ) উহাকে সমর্থন করেন। অন্য অর্থ হইল হযরত কাতাদার মতে যেই জিনিস আল্লাহকে রাজী করিতে পারে উহা দ্বারা আল্লার নৈকট্য হাছিল কর। আল্লামা ওয়াহেদী বগবী, এবং জমখশরীর মতে অছীলা ঐ সব বস্তু অথবা আমলকে বলা হয় যদ্দারা আল্লার নৈকট্য লাভ হয়। এই অর্থে হুজুর (ছঃ) এর মারফত অছীলা হাছেল করাও শামেল। আল্লামা জাজারী হেছনে হাছীন গ্রন্থে লিখিয়াছেন —

وَاَنْ يَتَوَسَّلَ اِلَى اللّٰهِ بِاَنْبِيَائِهٖ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ অছীলা হাছেল করিবে আল্লার নিকট তাহার নবীগণের দ্বারা নেক বান্দাদের দ্বারা। হাদীছে পাকের মধ্যে ফজীলত শব্দের দ্বারা ঐ উচ্চ মর্যাদাকে বুঝায় যাহা সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সুউচ্চ আসন। অথবা অন্য কোন মর্যাদাও হইতে পারে বা উহার অর্থ হইল মাকামে মাহমুদ। যেমন কোরানে পাকে বর্ণিত আছে—

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

আশা করা যায় যে, আপনাকে আপনার প্রভু মাকামে মাহমুদে পৌছাইবেন।''

ওলামাগণ মাকামে মাহমুদের কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল 'লেওয়ায়ে হামদ' অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ডা। কেহ বলেন, উহা হইল আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁহাকে রোজ কেয়ামতে আরশের উপর বসান অথবা কুরছীর উপর বসান। আবার কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল শাফায়াত। কেননা সমস্ত মাখলুক সেখানে হুজুরের প্রশংসা করিবে।

আল্লামা ছাখাবী ও তাঁহার ওস্তাদ হাফেজ এব্নে হাজার বলেন এই কয়েকটি রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা সম্ভাবনা আছে আরশে এবং কুরছীতে বসাইয়া শাফায়াতের অনুমতি দিবেন ও তারপর হামদের পতাকা হুজুরের হাতে দিবেন। অতঃপর হুজুর উম্মতের জন্য সাক্ষী দান করিবেন। এব্নে হাব্বান রেওয়ায়েত করেন হুজুর এরশাদ করেন

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে উঠাইয়া আমাকে সবুজ রং এর একটা জোড়া পরাইবেন তারপর আল্লার ইচ্ছামত আমি যাহা বলিবার তাহাই বলিব। ইহারই নাম 'মাকামে মাহমূদ।' 'যাহা বলিবার তাহাই বলিব' এবনে হাজার ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, শাফায়াতের পূর্বে হুজুর আল্লাহ পাকের যে প্রশংসা করিবেন উহাই। এই সমস্ত জিনিসের সমষ্টি গত নাম হইল মাকামে মাহমুদ।

বোখারী এবং মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন আমি যখন আল্লাহ পাকের জিয়ারত করিব তখন ছেজদায় পড়িয়া যাইব, তারপর আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ আমি ছেজদায় পড়িয়া থাকিব। অতঃপর পরওয়ারদেগার বলিবেন, হে মোহাম্মদ! (ছঃ) মাথা উঠাও এবং তুমি বল কি বলিতে চাও। তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা যাইবে। প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা কবুল করা হইবে। হুজুর বলেন এই হুকুম পাইয়া আমি মাথা উঠাইব এবং আল্লাহ তায়ালার ঐসব প্রশংসা করিব যাহা তখন আমার অন্তরে ঢালা হইবে। তারপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব।

(৭) عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَوْ اَبِىْ اُسَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ ص ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ ص ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ (ابوداؤد نسائى)

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

অর্থ ঃ হুজুর এরশাদ করেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে তারপর এই দোয়া পড়িবে "আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়া-বা রাহমাতেকা। হে খোদা তুমি আমার উপর রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও। আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইবে তখনও নবীয়ে করীমের উপর দরূদ পাঠ করিবে ও

এই দোয়া পড়িবে 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাজলেকা" হে খোদা তুমি আমার উপর তোমার পছন্দসই রিজিকের দরওয়াজা খুলিয়া দাও।

ফায়েদা ঃ মসজিদে প্রবেশের সময় রহমতের দোয়া এই জন্য করা হয় যে, মসজিদে একমাত্র আল্লার এবাদতের জন্যই যাওয়া হয়। কাজেই সে বেশী বেশী রহমতের ভিখারী থাকে। কারণ আল্লাহ পাকের রহমতেই মানুষ এবাদত করিতে পারে এবং উহা কবুল হইতে পারে। মাজাহেরে হকে লেখা হইয়াছে, রহমতের দরওয়াজা খোল এই ঘরের বরকতে, অথবা ইহাতে নামাজ পড়ার তওফীক দান করিয়া, অথবা নামাজের হাকীকত প্রকাশ করিয়া আর ফজল শব্দের অর্থ হইল হালাল রিজিক, কেননা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া মানুষ রিজিকই তালাশ করিয়া থাকে। এখানে কোরানে পাকের এই আয়াতের দিকে ইশারা রহিয়াছে

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ 'নামাজ শেষ হইয়া গেলে তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ পাকের মনোনীত হালাল রুজী অন্বেষণ কর'

হজরত আলী হইতেও মসজিদে প্রবেশ করিয়া দরূদ পড়ার রেওয়ায়েত আসিয়াছে। হুজুরের কন্যা হজরত ফাতেমা বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন প্রথমে নিজের উপর দরূদ ও ছালাম পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন—

আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী অফ্‌তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখন নিজের উপর দরূদ পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন

আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী অফ্‌তাহলী আবওয়াবা ফাজলেকা।

হজরত আনাছ বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন [illegible] পড়িতেন—বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন [illegible] হুজুরে পাক (ছঃ) আপন নাতী হজরত হাছানকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করিবেন তখন প্রথমে হুজুরের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তারপর পড়িবেন—

"আল্লাহুম্মাগফির লানা যুনূবা-না অফ্‌ তাহলানা আবওয়াবা

www.BANGLAKITAB.com

রাহমাতেকা।" আর বাহির হইবার সময় 'আবওয়াবা রাহমাতেকার পরিবর্তে আবওয়াবা ফাজলেকা পড়িবে।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, হুজুর বলেন, তোমরা মসজিদে প্রবেশ করিতে দরূদ পড়িয়া আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা পড়িবে, আর বাহির হইবার সময় দরূদ পড়িবে 'আল্লাহুম্মা আ'ছেমনী মিনাশ শাই তানির রাজীম" পড়িবে। হযরত কা'ব হজরত আবু হোরায়রাকে বলেন, আমি তোমাকে দুইটা কথা শিখাইতেছি উহাকে কখনও ভুলিবেনা। প্রথমতঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে হুজুরের উপর দরূদ পড়িয়া 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা' পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ বাহির হইবার সময় 'আল্লাহুম্মাগফিরলী অহ্ফেজনী মিনাশ শাইতা নির রাজীম' পড়িবে।

আবু দাউদ শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিতে এই দোয়াও আসিয়াছে, "আউজু বিল্লাহিল আজীম অ বে- অজহি হিল কারীম অ ছোলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজীম, পড়িবে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন, এই দোয়া পড়িলে শয়তান এই কথা বলে যে, এই ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া গেল।

হেছনে হাছীনে বর্ণিত আছে- মসজিদে প্রবেশ করিতে বিছমিল্লাহে অছছালামু আলা রাছুলিল্লাহে পড়িবে। অন্যত্র আছে অ আলা ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহ পড়িবে। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিঁ ও অ-আলা আ লে মোহাম্মাদিন, প্রবেশ করিবার সময় এবং মসজিদে প্রবেশ করিবার পর "আচ্ছালামু আলাইনা অ আলা এবাদিল্লা হিচ্ছালেহীন পড়িবে। আর বাহির হইতে পড়িবে "বিছমিল্লাহে অচ্ছালামু আলা রাছুলিল্লাহে। অন্য হাদিছে আসিয়াছে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ

পড়িবে। الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্কে কুল্লেহিম।

স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত

এমন মুছলমান কে আছে যে স্বপ্নে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারতের

আকাংখা না করে। এশ্‌ক ও মহব্বতের মাত্রা হিসাবে সেই আকাংখাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে অনেক প্রকার আমল এবং দরূদ শরীফ বাতলাইয়া গিয়াছেন যদ্দারা হুজুরের জিয়ারত নছীব হয়।

আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী'র মধ্যে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—

مَنْ صَلّٰى عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِ
مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ -

যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর রুহ মুবারকের উপর এবং তাঁহার দেহ মুবারকের উপর এবং তাঁহার কবর শরীফের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। আর যে স্বপ্নে আমাকে দেখিবে সে কেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে। আর যে কেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে তাহার জন্য আমি সুপারিশ করিব। আর যার জন্য আমি সুপারিশ করিব সে আমার হাওজ হইতে পানি পান করিবে এবং আল্লাহ পাক তাহার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

অন্য জায়গায় লিখিত আছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে হুজুরের জেয়ারত লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন এই দরূদ শরীফ পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّىَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضٰى -

যেই ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ বেজোড় সংখ্যায় পড়িবে সে স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভে ধন্য হইবে। তারপর এই দোয়াও পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى

www.BANGLAKITAB.com

القبور -

হজরত থানবী (রঃ) জাদুচ্ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন দরূদ শরীফের মধুরতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, উহার বরকতে প্রেমিকগণ স্বপ্ন-যোগে প্রিয়নবীর জেয়ারত লাভ করিয়া থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন কোন কোন দরূদ শরীফকে পরীক্ষাও করিয়াছেন।

হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী লিখিয়াছেন, জুমার রাত্রে প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে এগার বার আয়াতুল কুরছী এবং এগার বার কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে ও ছালামের পর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইনশা'আল্লা তিন জুমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হইবে এই দরূদ পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ -

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে অ আ লিহী অ-আছহাবিহী অ-ছাল্লেম।

হজরত শায়েখ অন্য তদবীর এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদুর পর ২৫ বার কুলহুয়াল্লাহ শরীপ পড়িবে ও ছালাম ফিরাইবার পর 'ছাল্লাল্লহু আলান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে এই দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িবে। ইনশাআল্লা খাবে হুজুরের জিয়ারত নছীব হইবে।

তৃতীয় তদবীর এই যে, শুইবার সময় নিম্ন লিখিত দরূদ শরীফ সত্তর বার পড়িয়া শুইলে জিয়ারত নছীব হইবে। দরূদ শরীফ এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدَنِ

اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ

وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ

بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِىْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ

عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُوْرِ ضِيَائِكَ صَلٰوةً تَدُوْمُ

بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلٰوةً

تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অন্য তদবীর শায়েখ ইহাও লিখিয়াছেন, শুইবার সময় ইহাকে বারবার পড়িলে জিয়ারত নছীব হইবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ

الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا

السَّلَامَ -

কিন্তু মনে রাখিবেন, এত বড় দৌলত নছীব হওয়ার জন্য শর্ত হইল দিলের পরিপূর্ণ আবেগ ও আগ্রহ এবং জাহেরী বাতেনী পাপ সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখার জন্য হজরত খিজিরের বাতলান তদবীর

হজরত শাহ অলি উল্লাহ (রঃ) নাওয়াদের গ্রন্থে হজরত খিজির (আঃ) এর বাতলান কোন কোন অলি আবদাল হইতে কিছু সংখ্যক আমল বর্ণনা করিয়াছেন (তবে মনে রাখিবে খিজিরের বাতলান তরীকা কোন ফেকাহ শাস্ত্রের মাছআলা নয় বরং উহা স্বপ্ন যোগের সুসংবাদ মাত্র। কাজেই উহা দলীল হওয়ার উপর কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই)।

তন্মধ্যে একটি এই যে, জনৈক আবদাল হজরত খিজির (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর রাত্রি বেলায় পালন করিবার জন্য আমাকে একটা আমল বাতলাইয়া দিন। তিনি বলিলেন মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত নফল নামাজে মশগুল থাকিবে। কাহারও সহিত কথা বলিবেনা। নফলের দুই দুই রাকাত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ পড়িয়া তিনবার কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে। এশার পর কোন

www.BANGLAKITAB.com

কথাবার্তা না বলিয়া ঘরে গিয়া দুই রাকাত নফল আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ ও সাতবার কুলহুয়াল্লাহ শরীফ পড়িবে। তারপর একটি সেজদা করিবে যাহার মধ্যে সাতবার আস্তাগফেরুল্লাহ ও সাতবার দরূদ শরীফ এবং সাতবার এই তাছবীহ পড়িবে। "ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।" অতঃপর ছেজদাহ হইতে মাথা উঠাইয়া দোয়ার জন্য হাত উঠাইবে এবং দোয়া পড়িবে।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ

وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ـ

অতঃপর ঐ অবস্থায় হাত উঠাইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং দাঁড়ান অবস্থায় এই দোয়া আবার পড়িবে তারপর ডান দিকে কাৎ হইয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া পড়িবে। এবং ঘুম আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে যেই ব্যক্তি একীন এবং নেক নিয়তের সহিত এই আমল করিতে থাকিবে সে মৃত্যুর পূর্বে পূর্বে নিশ্চয় হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিবে। কোন কোন লোক এই তদবীরকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা বেহেশতের মধ্যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও হুজুরে পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন। এই আমলের আরও অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে।

আল্লামা দামীরী হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার নামাজের পর অজু অবস্থায় মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ। আহমদ রাছুলুল্লাহ পঁয়ত্রিশবার লিখিবে এবং সে কাগজটা নিজের সাথে রাখিবে আল্লাহ পাক তাহাকে এবাদতের শক্তি এবং বরকত দান করিবেন। শয়তানের ধোঁকা হইতে তাহাকে হেফাজত করিবেন। আর যদি সেই কাগজের টুকরাকে প্রতিদিন সূর্য উঠার সময় দরূদ পড়িতে পড়িতে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে তবে সে বেশী বেশী করিয়া স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ করিবে।

স্বপ্নে প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সৌভাগ্যের

ব্যাপার। তবে এবিষয়ে দুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ যাহা থানবী (রঃ) নশরুত্তীব গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ এবিষয় সকলেরই জানা উচিত যে, জাগরণ অবস্থায় যাহারা নবীজীর পবিত্র দর্শন লাভের সুযোগ পায় নাই তাহাদের জন্য স্বপ্নে তাঁহার জিয়ারত লাভ একটা সান্ত্বনার বস্তু এবং প্রকৃত পক্ষে একটি বিরাট নেয়ামত। এবং এই সৌভাগ্য হাছেলের পিছনে চেষ্টা তদবীরের কোন হাত নাই। ইহা শুধুমাত্র আল্লার দানেই সম্ভব হয়। কবি বলিয়াছেন।

'এই সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক দান না করেন কাহারও বাহুবলের দ্বারা সম্ভব হয় না।

লক্ষ লক্ষ জীবন এই আক্ষেপেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু হুজুরের জিয়ারত লাভ সম্ভব হয় নাই। হাঁ অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পড়া এবং ছুন্নতের পরিপূর্ণ তাবেদারী ও মহব্বতের আবেগেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে। তবে এইসব গুণে গুনান্বিত হইলেই জিয়ারত নছীব হইবে ইহা কোন জরুরী নয়। কারণ কাহারও না দেখার ভিতরও বিরাট হেকমতে রহিয়াছে। কাজেই দুঃখ করার কোন কারণ নাই। প্রকৃত প্রেমিকের আসল উদ্দেশ্য হইল মাশুকের সন্তুষ্টি, মিলন হউক বা না হউক তাহাতে কোন আফছোছ নাই। কবি বলেন—

اُرِيْدُ وِصَالَهٗ وَيُرِيْدُ هَجْرِىْ

فَاَتْرُكُ مَا اُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ

আমি মাহবুবের মিলন চাই আর মাহবুব চায় আমার বিচ্ছেদ। কাজেই মাহবুবের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আমার ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম।

আরেফে শীরাজী বলেন —

অর্থাৎ : মিলন বা বিচ্ছেদের দিকে না তাকাইয়া শুধু মাহবুবের সন্তুষ্টিই তলব কর। কেননা মাহবুবের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাঁহার নিকট অন্য কিছু চাওয়া জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ যোগ্য এই যে, তাবেদারীর সহিত সন্তুষ্টি বিধান না করিয়া জিয়ারত হাছেল হইলেও তাহাতে কোন লাভ

www.BANGLAKITAB.com

নাই। যেমন হুজুরের জমানায় কত লোক বাহ্যিক নজরে তাঁহাকে দেখিয়াও বাতেন হিসাবে তাহারা মাহরুম থাকিয়া যায়। আবার অনেক লোক বাহ্যত মোলাকাত না করিয়াও প্রকৃত পক্ষে প্রিয়নবীর প্রিয় ভাজন হয়, যেমন হজরত ওয়ায়েছ করনী (রঃ)। এমন কি ছাহাবাদিগকে হুজুর এরশাদ করেন ·তোমাদের মধ্যে কেহ ওয়ায়েছের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সে যেন তাহার নিকট দোয়ার জন্য প্রার্থনা করে। হজরত ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক একবার তাহার নিকট হজরত ওয়ায়েছের জিকির করিয়া বলেন, ওয়ায়েছ যদি কোন বিষয় কছম খাইয়া বসে তবে আল্লাহ পাক উহা নিশ্চয় পুরা করিবেন। কাজেই তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাহিও।

گو تھا اویس دور مگر ھو گیا قریب
بوجہل تھا قریب مگر دور ھو گیا

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি নবীয়ে করীমকে স্বপ্নে দেখিল সে নিশ্চয় হুজুরের জিয়ারত লাভ করিল। কারণ ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে এই শক্তি দান করেন নাই যে স্বপ্নের মধ্যে সে যে কোন ভাবে হুজুরের ছুরত ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করে। যেমন শয়তান এই কথা বলিতে পারিবে না যে আমি নবী। অথবা যে, স্বপ্নে দেখে সেও শয়তানের বিষয় এই কথা বুঝিতে পারিবেনা যে এই লোকটা নবী। কারণ ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ নবীয়ে করীম (ছঃ) কে তাঁহার আসল ছুরতে না দেখিয়া অন্য কোন শানে বা ছুরতে দেখিতে পায় তবে উহা দর্শকেরই ত্রুটি মনে করিতে হইবে। যেমন কোন এক ব্যক্তি চোখে লাল অথবা সবুজ চশমা পরিল তাহার সামনে যে কোন বস্তুকে লাল অথবা সবুজই দেখা যাইবে এমনিভাবে চক্ষু রোগের দরুণ এক বস্তুকে দুইটি দেখিলে তাহা বস্তুর নয় দর্শকের দোষ। এইভাবে হুজুরের নিকট শরীয়তের বরখেলাফ কোন কিছু শুনিতে পাইলে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে না বরং মনে করিতে হইবে উহা নবীজীর তরফ হইতে ধমক স্বরূপ। যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যাপারে পুত্র পিতার কথা অমান্য করিলে পিতা রাগ করিয়া বলিতে থাকে কর তুই এই কাজ কর অর্থাৎ ইহার মজা দেখিবি। প্রকৃত পক্ষে এখানে করার জন্য কোন আদেশ নয় বরং ইহা ক্রোধের সুরে নিষেধের শব্দ।

বস্তুতঃ স্বপ্নের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা একটি সূক্ষ্ম বিদ্যা। তাতীর আনাম

ফীতাবীর মানাম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে একজন ফেরেশতাকে বলিতে দেখে যে তোমার স্ত্রী তোমাকে অমুক দোস্তের সাহায্যে তোমাকে বিষ পান করাইতে চায়। জনৈক বিজ্ঞ লোক উহার এই তা'বীর করিল যে লোকটি তোমার স্ত্রীর সহিত জিনায় লিপ্ত আছে। তা'বিরটি সঠিকই ছিল। মাজাহেরে হক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে হুজুরকে দেখিল সে যে কোন ছুরতেই দেখুকনা কেন যথার্থই হুজুরকে দেখিল। ভাল ছুরতে দেখিলে দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মজবুতি মনে করিবে আর তার বিপরীত দেখিলে দ্বিনের ব্যাপারে দর্শকের দুর্বলতাই মনে করিতে হইবে।

এতএব প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ দর্শকের অবস্থা জানার জন্য একটি কষ্টি পাথর স্বরূপ। উহার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন জৈনিক দরবেশ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল হুজুর নাকি তাহাকে বলিতেছেন তুমি শরাব পান কর। স্বপ্ন বিশারদগণ ইহার বিভিন্ন ব্যখ্যা করিল। কিন্তু মদীনা শরীফের জনৈক অভিজ্ঞ আলেম বলিলেন প্রকৃত পক্ষে হুজুর বলিলেন শরাব পান করিও না, লোকটি শুনিতে ভুল করিয়াছে। কিন্তু আমার মতে শরাব পান কর এই কথা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ উহাতে ধমক বুঝায়। উহা বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দরূদ এবং ছালামের একটা চল্লিশ হাদীছ (ছেহেল হাদীছ) লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তরজমাসহ উহা লেখা যাইতেছে। এই চল্লিশ হাদীছের মধ্যে পঁচিশটা দরূদ সম্পর্কে ও পনেরটা ছালাম সম্পর্কে। হাদীছে বর্ণিত আছে, যে আমার উম্মতের নিকট চল্লিশটি হাদীছ পৌছাইয়া দিবে আল্লাহ পাক তাহাকে আলেমদের দলভুত করিয়া হাশর করিবেন ও আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। তাই হাদীছগুলি প্রচারে দরূদ এবং তাবলীগ এই দ্বিগুণ ছওয়াবের আশা করা যায়। বরকতের জন্য প্রথমে ছালাম শব্দ সম্বলিত দুইটি আয়াতও পেশ করা যাইতেছে।

কোরানের আয়াত ঃ

www.BANGLAKITAB.com

سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى (১)

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (২)

প্রেরীত পুরুষগণের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

চল্লিশ হাদীছ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ -

হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওয়ালাদের উপর দরূদ প্রেরণ কর এবং তোমার নিকটবর্তী স্থানে পৌছাইয়া দাও।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّيْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

হে খোদা! কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী দাওয়াত এবং উপকারী রহমতের মালিকের তরফ হইতে প্রিয় নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর এবং আমার উপর এমনি ভাবে রাজী হও যেন তারপর আর কখনও নারাজ না হও।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা এবং রাছুল মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর এবং মোমেন মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উপর।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর রহমত প্রেরণ কর। এবং বরকত প্রেরণ কর মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি রহমত এবং বরকত প্রেরণ করিয়াছ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর যেমন তুমি দরূদ প্রেরণ করিয়াছ ইব্রাহীম (আঃ) এর আওলাদের উপর। নিশ্চয় তুমি বুজুর্গ প্রশংসিত। হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর বরকত দান কর যেমন বরকত দান করিয়াছ ইব্রাহীম ও তাঁহার আওলাদের প্রতি নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত বুজুর্গ।

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

www.BANGLAKITAB.com

على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صلى على محمد النبى وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على براهيم وعلى ال ابراهيم -

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم ترحم على محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد عما تحننت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(١٧) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

উল্লেখিত দরূদ সমূহকে নামাজ ওয়ালা দরূদ বলা হয়। এইগুলির অর্থ প্রায় সবগুলিরই একই প্রকার।

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم -

اللهم صل على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد ن النبى الامى كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبى الامى وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذى وعدته واخره عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جازيت نبيا من قومه ورسولا عن امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين -

اللهم صل على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد

اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى اهل بيته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد ن النبى الامى -

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد

www.BANGLAKITAB.com

كما جعلتها على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

وصلى الله على النبى الامى

ছালাম শব্দ সম্বলিত হাদীছ

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

অর্থ : মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক যাবতীয় এবাদত একমাত্র আল্লার জন্য। হে নবী ! আপনার উপর ছালাম আল্লাহর রহমত এবং বরকত অবতীর্ণ হউক। ছালাম আমাদের উপর আল্লার নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লার বান্দা এবং তাঁহার রাছূল।

التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

التحيات لله الطيبات الصلوات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

عبده ورسوله اسال الله الجنة واعوذ بالله من النار -

التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

بسم الله وبالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعة اتية لا ريب فيها السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفرلى واهدنى -

التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته -

بسم الله التحيات لله الصلوات الزاكيات لله السلام على النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله -

التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

التحيات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد

www.BANGLAKITAB.com

الله اصل لصلوتي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله -

بسم الله و السلام على رسول الله

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে খাছ খাছ সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অজু ও তায়াম্মুম শেষ করার পর, ফরজ গোছল আদায় করার পর, হায়েজ হইতে পাক হওয়ার পর, নামাজের ভিতরে, নামাজের, পরে নামাজ কায়েম হইবার সময়, ফজর এবং মাগরিবের পর, আত্তাহিয়্যাতুর পর, দোয়া কুনুতের মধ্যে তাহাজ্জুদের মধ্যে এবং পরে। মসজিদ দেখিলে এবং উহাতে প্রবেশ করিলে ও বাহির হইবার সময়, আজানের উত্তরের পর, জুমার রাত্রে এবং দিনে শনিবার সোমবার এবং মঙ্গলবারের, জুমা এবং উভয় ঈদের খোতবার মধ্যে, এস্তেস্কা নামাজে। কুছুফ এবং খুছুফ নামাজের খোতবার মধ্যে ঈদ এবং জানাজার তাকবীরাতের মাঝখানে, মুর্দাকে কবরে রাখিবার সময় শাবান মাসে, বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় হজ্বের মধ্যে ছাফা মারওয়ায় উঠিবার সময়, লাব্বায়েক বলার পর, হাজরে আছওয়াদ চুম্বনের সময়, মোলতাজেমকে জড়াইয়া ধরিয়া, আরফাতের সন্ধ্যায়, মিনার মসজিদে, মদীনায়ে পাকে দৃষ্টি পড়িলে, হুজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, এবং তথা হইতে রোখছতের সময়, হুজুরের নিশান সমূহের উপর এবং তাঁহার চলার পথে, যেমন বদর ইত্যাদিতে চলিবার সময়, জানোয়ার জবেহ করার সময়, তেজারতের সময়, অছিয়ত নামা লিখিবার সময়, বিয়ের খোতবায়, দিনের শুরুতে এবং শেষ ভাগে, শয়নের সময়, ছফরের সময়, ছওয়ারীতে উঠার সময়, নিদ্রা কম হইলে, বাজারে যাওয়ার কালে, দাওয়াতে যাইবার সময়, ঘরে প্রবেশ করিতে। কিতাব লিখিবার শুরুতে, বিছমিল্লার পর, পেরেশানীর সময়, বিপদের সময়, অভাবের সময়, ডুবিয়া যাওয়ার সময়, প্লেগের জমানায়, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে ও মধ্যভাগে কানে এবং পায়ে অসুখ হইলে, হাঁছি আসিলে। কোন জিনিস রাখিয়া ভুলিয়া গেলে, কোন জিনিস ভাল লাগিলে, মুলা খাওয়ার জন্য, গাধায় আওয়াজ দেওয়ার সময়, গোনাহ হইতে তওবা করার সময়, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে। এবং প্রত্যেক সময়, যাহাকে কোন অপবাদ দেওয়া হয়, বন্ধুদের সহিত

সাক্ষাতের সময়, লোকজনের একত্রিত হওয়ার সময় এবং পৃথক হইবার সময়, কোরান শরীফ খতম করার সময়, কোরান শরীফ হেফজ করার দোয়ার মধ্যে, মজলিস শেষ হইলে পর, জিকিরের মজলিসে কথা বলার শুরুতে প্রিয়নবীর জিকির হইলে, এলেম এবং হাদীছ চর্চার সময়, ফতুয়া এবং ওয়াজের সময়; হুজুরের নাম মোবারক লিখিবার সময়।

আল্লামা ছাখাবী এই সব বিশেষ বিশেষ সময়ের উল্লেখ করিয়া উহার সমর্থনে হাদীছও পেশ করিয়াছেন। তবে একটা কথা এখানে লক্ষণীয় যে আল্লামা ছাখাবী শাফেয়ী মজহাবের অনুসারী কাজেই উল্লেখিত সময় সমূহের দরূদ পড়া তাঁহাদের মজহাব মোত'বেক ছুন্নত। হানাফীদের মতে অনেক ক্ষেত্রে পড়া মাকরূহ। আল্লামা শাফেয়ী লিখিয়াছেন নামাজের শেষ বৈঠকে সর্বদা ছুন্নত ছাড়াও নফল সমূহের প্রথম বৈঠকে এবং জানাজা নামাজেও দরূদ পড়া ছুন্নত। আর যে কোন সময়ই দরূদ পড়া সম্ভব তাহা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হইল তাহাতে যদি কোন ওজর না থাকে। কোন কোন ওলামা দরূদ পড়া মোস্তাহাব লিখিয়াছেন, জুমার দিন এবং রাতে শনিবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে, সকাল বিকাল এবং মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হইবার সময়, হুজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, ছাফা মারওয়ার মধ্যে, ঈদে ও জুমার খুতবার মধ্যে আজানের উত্তরের পর, তাকবীরের সময়, দোয়া করার শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ দিকে, দোয়া কুনুতের পর, লাব্বায়েকের পর, মিলন এবং বিচ্ছেদের সময়, অজু করার সময়, কানে আওয়াজ করার সময়, কোন জিনিস ভুলিয়া যাইবার সময়, ওয়াজ এবং জ্ঞান চর্চার সময়, হাদীছ পড়ার শুরু এবং শেষে। ফতুয়া চাওয়া এবং লেখার সময়, গ্রন্থাকারের জন্য, পড়ার সময়, পড়াইবার সময়, খতীবের জন্য বিয়ের প্রস্তাবের সময়, নিজের বিয়ের জন্য ও অপরের বিয়ের জন্য। বই পুস্তকের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে এবং হুজুর-পাকের পবিত্র নাম লওয়া শুনা এবং লেখার সময়। এবং সাতটি সময়ে দরূদ শরীফ পড়া মাকরূহ, স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময়, পেশাব পায়খানার সময়, বস্তু বিক্রীর প্রচারের সময়, ঠোকর খাওয়ার সময়, আশ্চর্য হইবার সময়, জানোয়ার জবেহ করিবার সময় হাঁছির সময়,। এইরূপ কোরান তেলাওয়াতের মাঝখানে হুজুরের নাম আসিলে সেখানেও দরূদ পড়িবে না।

www.BANGLAKITAB.com

ইয়া রাবে্ব ছল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজীর উপর দরূদ শরীফ না পড়া সম্পর্কে সতর্ক বাণী

(১) عن كعب بن عجرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال امين ثم ارتقى الثانية فقال امين ثم ارتقى الثالثة فقال امين فلما نزل قلنا يا رسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال اني جبريل عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت امين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت امين فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلا الجنة قلت امين - (حاكم و بخارى)

অর্থ : হজরত কায়াব বিন উজরা (রাঃ) বলেন, একদিন প্রিয় নবী আমাদিগকে এরশাদ করিলেন, তোমরা মিম্বরের নিকটবর্তী হও। আমরা সকলেই মিম্বরের কাছে পৌছিলাম হুজুর যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন বলিয়া উঠিলেন আমীন। যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। আবার যখন তৃতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। খোতবা শেষ করিয়া হুজুর যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমরা আজ আপনার জবানে এমন কিছু, শুনিলাম যাহা ইতিপূর্বে আমরা আর কখনও শুনি নাই। হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, আমার নিকট হজরত জিব্রাঈল তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করি তখন জিব্রাইল বলিলেন—যে ব্যক্তি রমযান মাস পাইল অথচ তাহার গুণাহ মাফ হইল না যে ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন অর্থাৎ হে খোদা তুমি কবুল কর। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন জিব্রাঈল বলিলেন যাহার নিকট আপনার মোবারক নাম জিকির করা হয় আর সে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিল না সে

ধ্বংস হইয়া যাক। উত্তরে আমি বলিলাম আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি জিব্রাঈল বলিলেন, যে ব্যক্তির সম্মুখে তাহার পিতা মাতা উভয় অথবা তন্মধ্যে একজন বার্ধ্যক্যে পৌছিল অথচ তাহারা তাহাকে বেহেশতে পৌছাইতে পারিল না সেও ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন।

এই হাদীছে হজরত জিব্রাঈল তিনটা বদ দোয়া দিয়াছেন। হুজুরও তাহার উপর আমীন বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হজরত জিব্রাইলের মত শ্রেষ্ঠ এবং বুজুর্গ ফেরেশতার বদদোয়া তদুপরি উহার উপর হুজুরে পাকের আমীন বলা উহাকে কতই না গুরুতর বদদোয়ায় পরিণত করিয়াছে। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা আমাদিগকে ঐ তিন বস্তু হইতে বাঁচিবার তওফীক দান করুন! এবং ঐ গুরুতর অপরাধ হইতে হেফাজত করুন। নতুবা আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। দোররে মানছুর গ্রন্থে লিখিত আছে স্বয়ং জিব্রাঈল হুজুরকে আমীন বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাই হুজুর উহার উপর আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে ঐ কয়টা জিনিসের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যায়। হজরত মালেক এব্নে হুয়াইরেছ হইতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজরত যাবের আম্মার এবনে ইয়াছের, মাছউদ, এব্নে আব্বাছ, হুজরত আবু জর; হজরত বোরায়দা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। এমন কি আবদুল্লাহ এবনে হারেছের হাদীছে ধ্বংস দুইবার করিয়া আসিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা আরও বর্ণনা করেন যে হুজুরের নাম শুনিয়া যে দরূদ পড়িল না তাহার জন্য ধ্বংস, সে বদবখত সে জান্নাতের রাস্তা ভুলিয়া জাহান্নামের পথ ধরিল। সে জালেম, সব চেয়ে বড় বখীল, আরও বলেন যে হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করেনা তাহার দ্বীন ঠিক নাই। সে প্রিয় নবীজীর মোবারক চেহারা দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিল।

ইয়া রাবেব ছলে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(১) عن علي رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي (رواه النسائي والبخاري)

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার

www.BANGLAKITAB.com

সামনে আমার জিকির করা হইল ও সে আমার উপর দরূদ পড়িল না সে বখীল (কৃপণ)। (বেখারী নাছায়ী)

আল্লাম্লা ছাখাবী এই হাদীছের মর্মানুসারে একটা বয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

من لم يصل عليه ان ذكر اسمه
فهو البخيل و زده وصف جبان

হুজুরের মোবারক যিকির করা হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার উপর দরূদ না পড়ে সে বখীলত নিশ্চয়ই তদুপরি বড়গুণ হইল তাহার সে কাপুরুষ ও বটে।

হজরত ইমাম হাছান এবং হোছায়েন হইতেও বর্ণিত আছে, ঐ ব্যক্তি বখীল যার সামনে আমার জিকির করা হইলে সে দরূদ পড়েনা আবু হোরায়রা এবং আনাছ হইতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। অন্য হাদীছে আছে হুজুর বলেন আমি কি তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তির সন্ধান দিব যে সমস্ত বখীল হইতে শ্রেষ্ঠতর বখীল এবং কাপুরুষ সে হইল ঐ ব্যক্তি যাহার সামনে আমার নাম লওয়া হইল অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়িল না।

আম্মাজান আয়েশা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে রোজ কেয়ামতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। আম্মাজান জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর! আপনার জিয়ারত হইতে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চিত থাকিবে? হুজুর উত্তর করিলেন বখীল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন বখীল কাহাকে বলে? হুজুর এরশাদ করিলেন যে আমার নাম শ্রবণ করিয়া দরূদ পাঠ করিল না।

হজরত জাবের এবং হাছান বছরী হইতে বর্ণিত, মানুষের কৃপণতার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে তাহার সামনে আমার নাম লওয়া সত্ত্বেও সে আমার উপর দরূদ পড়িল না। হজরত আবু জর গেফারী বলেন, আমি একদা প্রিয়নবীর খেদমতে হাজির ছিলাম। হুজুর ছাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সবচেয়ে বড় কৃপণ ব্যক্তি কে তাহা কি আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব? ছাহাবারা আরজ করিলেন নিশ্চয় করুণ। হুজুর বলেন যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হইল অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করিল না সে-ই হইল সবচেয়ে বড় কৃপণ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩) عن قتادة مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء ان اذكر عند رجل فلا يصلى على صلى الله عليه وسلم -

হুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার সম্মুখে আমার জিকির করা হইল আর সে আমার উপর দরূদ পড়িল না ইহা বড় জুলুমের কথা।

বাস্তবিকই প্রিয় নবীর এতবড় এহছান এবং দান সত্ত্বেও যে তাঁহার উপর দরূদ পড়ে না সে যে জালেম ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'তাজকেরাতুল রশীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ) মুরদানকে সাধারণতঃ দরূদ শরীফ পড়ার ছবক বেশী করিয়া দিতেন এমন কি কম পক্ষে দৈনিক তিন শতবার দরূদ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন একশতের কম ত হইতেই পারিবে না। তিনি বলিতেন হুজুরের বহুত বড় এহছান সত্ত্বেও তাঁহার উপর দরূদ না পড়া বড়ই অন্যায়ের কথা। তাঁহার নিকট নামাজের মধ্যে পঠিত দরূদ শরীফই বেশী পছন্দনীয় ছিল। তারপর ঐসব দরূদ যাহার মধ্যে ছালাত এবং ছালাম শব্দ রহিয়াছে। দরূদে তাজ লাখী ইত্যাদি তিনি না পছন্দ করিতেন।

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম

(৪) عن ابى هريرة رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم من الله ترة يوم القيامة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم - (احمد ابوداؤد)

হুজুর এরশাদ করেন, কিছু সংখ্যক লোক যদি কোন মজলিসে বসে আর সেখানে আল্লার জিকির এবং প্রিয়নবীর উপর দরূদ পড়া না হয় সেই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য বিপদ স্বরূপ হইবে। তখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তাহাদিগকে শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করিয়া দিতে পারেন।

হজরত আবু হোরায়রা এবং আবু ওমামা প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এইভাবে বর্ণিত আছে যে কোথাও লোকজন একত্রিত হইয়া দরূদ শরীফ

www.BANGLAKITAB.com

না পড়িয়াই যদি মজলিস ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহা কেয়ামতের দিন আফছোছের কারণ হইবে অথবা বিপদ স্বরূপ হইবে। আবু ছায়ীদ খুদরীর হাদীছে বর্ণিত আছে তাহারা বেহশ্‌তী হইলেও দরূদ না পড়ার দরূদ আক্ষেপ করিবে। হজরত জাবেরের হাদীছে আসিয়াছে জিকির করিয়া এবং দরূদ না পড়িয়া উঠিয়া গেলে তাহারা যেন মরা পচা জানোয়ারের নিকট হইতে উঠিয়া গেল।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) عن فضالة بن عبيد رض قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما اهله وصل على ثم ادعه قال ثم صلى رجل اخر بعد ذالك فحمد الله وصلى على النبى ص فقال قال النبى صلى الله عليه وسلم ايها المصلى ادع تجب (ترمذى - ابوداؤد)

হজরত ফোজালা বিন ওবায়েদ বলেন এক সময় হুজুর (ছঃ) বসা ছিলেন ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল ও নামাজান্তে এই দোয়া করিল 'হে খোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর। শুনিয়া প্রিয়নবী বলিলেন, হে মুছল্লী বড় তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিয়াছ। তোমার জন্য উচিত ছিল নামাজ পড়িয়া কিছুক্ষণ বসিবে এবং আল্লাহ পাকের যথাযথ প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরূদ পড়িয়া তারপর দোয়া করিবে। বর্ণনা কারী বলেন পুনরায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিল তারপর নবীজীর উপর দরূদ পাঠ করিল। প্রিয়নবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে মোছল্লী! এখন তুমি দোয়া কর, কেননা তোমার দোয়া কবুল হইবে।

আল্লামা ছাখাবী বলিতেন, দরূদ শরীফ দোয়ার প্রথম ভাগে মধ্য-ভাগে এবং শেষ দিকে হওয়া উচিত। ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত যে, দোয়ার শুরুতে আল্লার প্রশংসা এবং নবী ছাহেবের উপর দরূদ হওয়া চাই ঠিক দোয়ার শেষ দিকেও তদ্রূপ হওয়া চাই। আল্লামা একলীশী বলেন তুমি দোয়া করিবার সময় প্রথমে আল্লার প্রশংসা এবং দরূদ শরীফ শুরুতে

মধ্যখানে এবং শেষ ভাগে পাঠ কর এবং দরূদের ভিতর হুজুরের উচ্চ ফাজায়েলসমূহ বর্ণনা কর তবে তুমি মোস্তাজাবুদ দাওয়াত বনিয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন পরদা থাকিবেনা।

হজরত জাবের হইতে বর্ণিত, হুজুর পাক (ছঃ) বলেন আমাকে ছওয়ারের পেয়ালার মত বানাইওনা। আল্লামা ছাখাবী উহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, ছওয়ার প্রয়োজন সারিয়া পেয়ালাকে পিছনে লটকাইয়া দেয়। অর্থাৎ আমাকে তোমরা দোয়ার শেষ দিকে ফেলিয়া দিওনা। হজরত এব্‌নে মাছউদ বলেন কেহ আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক প্রশংসা করিবে। তারপর দরূদ পড়িয়া প্রার্থনা করিবে। ইহাতে বেশীর ভাগ আশা করা যায় সে দোয়ার মধ্যে কামিয়াব হইয়া যাইবে।

হজরত আবদুল্লা বিন ইউছ্‌রে এবং হজরত আনাছ বলেন যে কোন দোয়ার শুরুতে আল্লার তা'রীফ এবং হুজুরের উপর দরূদ না পড়া হইলে উহা বন্ধ হইয়া থাকে। হাঁ এই দুই কাজ করিয়া দোয়া করিলে উহা নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত, হুজুর আরও বলেন আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়াকে হেফাজত করে আর উহা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আমাকে এই কথা বাতলানো হইয়াছে যে হুজুরে পাকের উপর দরূদ না পড়িলে দোয়া আছমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝুলিয়া থাকে। উপরে উঠিতে পারে না।

আবদুল্লাহ এব্‌নে আব্বাছ (দঃ) বলেন তুমি যখন দোয়া কর হুজুরের উপর কিছু দরূদও উহার সহিত শামিল কর কেননা দরূদত নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে আর ইহা রহমতে খোদাওন্দীর শানের খেলাফ যে দোয়ার কিছু অংশ কবুল হইবে আর বাকী অংশ কবুল হইবে না।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এবং যে কোন দোয়ার মাঝখানে পর্দা থাকে। তবে দোয়ার মধ্যে দরূদ শরীফ পড়া হইলে সেই পর্দা কাটিয়া সোজা কবুলিয়াতের দরজায় পৌছিয়া যায়। আর দরূদ না হইলে উহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এবনে আতা বলেন দোয়ার জন্য কতকগুলি আরকান আছে, কতকগুলি পালক আছে, আবার কতকগুলি আছবাব ও সময় আছে যদি রোকনসমূহ ঠিক হয় তবে উহা শক্তিশালী হয়। আর যদি পালকসমূহ ঠিক হয় তবে উহা আকাশের উপর উড়িয়া যায় আর যদি আছবাবের মোতাবেক হয়

www.BANGLAKITAB.com

তবে উহা কামিয়াব হইয়া যায়।

দোয়ার আরকান হইল, হুজুরে কলব, কান্না, বিনয়, খুশু এবং আল্লার সহিত কলবের সম্পর্ক, উহার পালক হইল সততা, উহার সময় হইল শেষ রাত্রি আর উহার আছবাব হইল নবীয়ে করীমের উপর দরূদ পড়া।

ছালাতুল হাজত

হজরত আবদুল্লাহ বিন্ আবি আওফা (রঃ) বলেন একদা হুজুরে পাক (ছঃ) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন—যেই ব্যক্তির কোন হাজত আসিয়া উপস্থিত হয় চাই উহা আল্লাহ পাকের দরবারে হউক বা কোন মানুষের নিকটে হউক তখন তাহার উচিত সে যেন ভাল করিয়া অজু করে এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করে ও নবীয়ে করীমের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তারপর যেন এই দোয়া পাঠ করে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً
هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই যিনি বহুত বড় ধৈর্যশীল এবং দাতা, তিনি প্রত্যেক দোষ হইতে পবিত্র। তিনি আরশে আজীমের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা ঐ খোদার জন্য যিনি সমগ্র মাখলুকের প্রভু। হে খোদা! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি ঐসব বস্তুর জন্য যাহা তোমার রহমতকে ওয়াজেব করিয়া দেয়। আর এমন সব আমল চাই যাহা তোমার মাগফেরাতকে ওয়াজেব করিয়া দেয়। এবং প্রার্থনা করি প্রত্যেক নেকীর অংশের জন্য এবং প্রত্যেক গুনাহ হইতে হেফাজত চাই। আমার জন্য এমন কোন গুনাহ রাখিবেন না যাহা আপনি ক্ষমা না করিবেন এবং এমন কোন চিন্তা ফিকির রাখিবেন না যাহা আপনি দুর না করিয়া দিবেন।

আর আপনার মর্জি মোতাবেক আমার কোন হাজত আপনি পুরা না করিয়া ছাড়িবেন না। ইয়া আরহামুর রাহেমীন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১) প্রথম পরিচ্ছেদে দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। নির্দেশ অর্থ হুকুম আর হুকুম শব্দ শরীয়তের বিধান মোতাবেক ওয়াজেব রূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল কমপক্ষে জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে হুজুরের নাম আসা মাত্রই যে দরূদ পড়ে না সে কৃপণ, জালেম, বদবখত। তাহার উপর জিব্রাঈলের এবং স্বয়ং হুজুরের বদদোয়া ইত্যাদি। এই সব বর্ণনানুসারে কোন কোন আলেমের মতে যখনই প্রিয়নবীর নাম আসিবে তখনই দরূদ পড়া ওয়াজেব। হাফেজ এবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে এবিষয়ে দশটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আওজাজুল মাছালেক গ্রন্থে লিখিত আছে প্রত্যেক মুছলমানের উপর জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ফরজ। হানাফী মজহাব মতে ইমাম তাহাবী বলেন হুজুরের নাম বলা বা শুনা মাত্রই দরূদ পড়া ওয়াজেব আর ইমাম কারাখীর মতে জীবনে একবার পড়াই ফরজ আর প্রত্যেক বার পড়া মোস্তাহাব।

(২) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নামের পূর্বে ছাইয়্যেদেনা শব্দ বাড়াইয়া বলা মোস্তাহাব। যেহেতু হুজুর বাস্তব ক্ষেত্রেও সর্দার কাজেই সর্দার বলিতে কোন অসুবিধা নাই। আবার কেহ কেহ আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীছের উপর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া বলে যে ছাইয়্যেদেনা বলা ঠিক নহে। উক্ত হাদীছে আছে জনৈক বিদেশী প্রতিনিধিদল নবীজীর দরবারে আসিয়া বলিয়াছিল আন্তা ছাইয়্যেদুনা অর্থাৎ আপনি আমাদের সর্দার। হুজুর উত্তর করেন আসল সর্দার হইল আল্লাহ পাক। হুজুরের কথা বাস্তবিক পক্ষেও সত্য কেননা প্রকৃত সর্দারত আল্লাহ পাকই বটে। তাই

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়া হুজুরকে সর্দার বলা না জায়েজ বুঝায় না। মেশকাত শরীফে স্বয়ং হুজুর ফরমাইতেছেন আনা ছাইয়্যেদুন্নাছে ইয়াওমাল কেয়ামতে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি সমগ্র মানব জাতির সর্দার হইব। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে আমি কেয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার। ইহাতে কোন গর্ব নাই। এইসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় হুজুরকে ছাইয়্যেদ বলা চলে, তবে আবু দাউদ শরীফে যে বলা হইয়াছে ছাইয়্যেদ হইলেন আল্লাহ পাক। তার অর্থ হইল প্রকৃত এবং হাকিকী ছাইয়্যেদ আল্লাহ পাক। যেমন প্রিয়নবী এরশাদ করেন মিছকীন ঐ ব্যক্তি নয় যে লোকের দুয়ারে এক দুই লোকমার জন্য ফিরে বরং মিছকীন ঐ ব্যক্তি যার সামর্থও নাই অথচ লোকের কাছেও ভিক্ষা চায় না।" তাই বলিয়া যে দুয়ারে দুয়ারে ফিরে তাকে কি লোকে মিছকীন বলে না? নিশ্চয় বলে। অন্যত্র হুজুর এরশাদ করিয়াছেন পলোয়ান ঐ ব্যক্তি নয় যে অপরকে পরাজিত করিল বরং ঐ ব্যক্তি যে রোগের সময় নফ্ছকে দমন করিল। হুজুর আরও বলেন যার কোন সন্তান নাই সে-ই নিঃসন্তান নহে বরং যার কোন ছোট ছেলে মেয়ে মারা যায় নাই সে ই নিঃসন্তান। এই দুই হাদীছেও যে মন্যকে আছাড় দিতে পারে লোকে তাহাকেও পলোয়ান বলে আর যার কোন আওলাদ নাই তাকেও লোকে নিঃসন্তান বলে। কাজেই বুঝা গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই হুজুরকেও ছাইয়্যেদ বলিতে কোন অসুবিধা নাই যদিও প্রকৃত ছাইয়্যেদ আল্লাহ পাক। আসলে হুজুর যেখানে বলিয়াছিলেন আল্লাহ পাকই সর্দার সেখানে ঐ লোকেরা হুজুরের অতি মাত্রায় প্রশংসা করিয়াছিল তাই হুজুর বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন সর্দার ত আমি নই বরং সর্দার আল্লাহ তায়ালা। হজরত এব্নে মাছউদের হাদীছে পরিষ্কার আসিয়াছে, আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছাইয়্যেদিল মোরছালীন। তদুপরি কোরানে পাকে হজরত ইয়াহ্-ইয়ার শানে বলা হইয়াছে "ছাইয়্যেদাঁও হাছুরা।" বোখারী শরীফে হজরত ওমরের উক্তি বর্ণিত আছে। "আবু বকর ছাইয়্যেদুনা আ'তাকা ছাইয়্যেদানা" অর্থাৎ আবু বকর আমাদের সর্দার তিনি আমাদের সর্দার বেলালকে আজাদ করিয়া দিয়াছেন।

বোখারী শরীফে হজরত ছায়াদের শানে হুজুর বলিয়াছেন, 'কূমূ- ইলা ছাইয়্যেদেকুম' অর্থাৎ তোমাদের সর্দারের জন্য তোমরা দাঁড়াইয়া যাও। এইসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে হুজুর (ছঃ)-কে ছাইয়্যেদ বলার

মধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা নাই।

(৩) এইভাবে বিভিন্ন হাদীছ এবং কোরানের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হুজুরের নামে মাওলা শব্দও ব্যবহার করা চলে। হাঁ যেখানে আল্লাহকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে মাওলা শব্দের অর্থ হইবে রব অর্থাৎ প্রতিপালক। আর যেখানে হুজুরকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে অর্থ হইবে সাহায্যকারী। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদীয় মধ্যে ও আল্লামা কোছতলানী মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার মধ্যে হুজুরের নামসমূহের মধ্যে মাওলা শব্দকেও একটি নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই হুজুরের নামের পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যবহার করিতেও কোন অসুবিধা নাই।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) যদি কোথাও লেখার মধ্যে হুজুরের নাম আসিয়া পড়ে তবে নাম মোবারকের সহিত দরূদ শরীফও লিখিতে হইবে যদিও হাদীছ লেখার ব্যাপারে মোহাদ্দেছীনগণ কঠোর নীতিমালা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে যাহা শুনিবে তাহাই লিখিতে হইবে এমনকি ভুল শুনিয়া থাকিলে সেই ভুলও নির্ভুলভাবে লিখিতে হইবে হাঁ কোন শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে উহাকে আলাদাভাবে লিখিতে হইবে। এইসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও মোহাদ্দেছীনগণের সর্বসম্মত রায় হইল ওস্তাদের মুখে দরূদ শরীফ শুনিতে পায় বা না পায় যে কোন ছুরতে উহাকে লিখিতেই হইবে। ইমাম নববী এবং আল্লামা ছুয়ুতী লিখিয়াছেন হুজুরের মোবারক নাম লিখিবার সময় জবান এবং আঙ্গুল উভয়টাকে একত্রিত করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে আসল কিতাবের অনুসরণ করা কোন জরুরী নয়।

আল্লামা ছাখাবী বলেন তুমি হুজুরের মোবারক নাম লইবার সমর যেমন দরূদ শরীফ পড়িয়া থাক তদ্রুপ হুজুরের নাম লিখিবার সময়ও আপন আঙ্গুলী দ্বারা দরূদ শরীফ লিখ, কেননা হাদীছ লিখকদের ইহাতেই বহুত বড় কামিয়াবী। ওলামাগণ বারংবার হুজুরের নাম আসিলে বারংবার পুরা দরূদ শরীফ লেখাকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন, মূর্খ এবং অলসদের মত দরূদের উপর সংকেত চিহ্ন লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত নবীয়ে পাক এরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোন কিতাবের মধ্যে আমার নামের সহিত দরূদ শরীফ লেখে যতদিন ঐ কিতাবে আমার নাম থাকে ততদিন ফেরেশতা তাহার উপর দরূদ

www.BANGLAKITAB.com

পাঠাইতে থাকে। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর এরশাদ বয়ান করিতেছেন যে, যে আমার তরফ হইতে কোন এলেমের কথা লেখে এবং তাহার সহিত দরূদ শরীফও লেখে যতদিন পর্যন্ত সেই কিতাব পড়া যাইবে ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন কেয়ামতের দিন যাহারা হাদীছ শরীফ লিখিতেন ঐসব ওলামা হাজির হইবেন এমতাবস্থায় যে তাহাদের হাতে দোয়াত থাকিবে যদ্দারা তাহারা হাদীছ লিখিতেন। আল্লাহ পাক হজরত জিব্রাঈলকে বলিবেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা কে এবং কি চায়; তাহারা আরজ করিবে যে আমরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতাম, এরশাদ হইবে যাও তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর যেহেতু তোমরা আমার প্রিয় নবীর উপর বেশী করিয়া দরূদ পাঠাইতে। আল্লামা নববি এবং আল্লামা ছাখাবি বলেন বারংবার হুজুরের নাম লিখিতে বারংবার দরূদ শরিফও লিখিবে ইহাতে অলসতা করা ঠিক নহে। কেননা উহার মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত আছে। আর যাহারা উহা করে না তাহারা অনেক লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন—

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এই আয়াত দ্বারা মোহাদ্দেছীনকে বুঝায় কেননা তাহারা বেশী বেশী করিয়া প্রিয়নবীর উপর দরূদ পাঠ করিতেন।

ছাহেবে এত্হাফ বলেন তালেবে এলেমদিগকে তাড়াতাড়ি পড়ার সময় দরূদ শরীফ ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে কেননা এই ব্যাপারে আমরা অনেক মোবারক স্বপ্ন দেখিয়াছি। হজরত ছুফিয়ান এব্নে উয়াইনা বলেন আমার একজন বন্ধু ছিল। সে মারা যাওয়ার পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সে বলিল আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন্ আমলের বরকতে? সে বলিল আমি নবীয়ে করীমের সাথে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম লিখিতাম। এই জন্য আমি মাগফিরাত লাভ করিয়াছি। আবুল হাছান মায়মুনী বলেন, আমি আপন ওস্তাদ আবু আলাকে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার আঙ্গুলীর উপর কি যেন স্বর্ণ অথবা

জাফরান রং এ লিখিত রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি জিনিস? তিনি বলিলেন আমি হাদীছে পাকের উপর ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম লিখিতাম।

হাছান এব্নে মোহাম্মদ বলেন আমি ইমাম আহমদ এব্নে হাম্বলকে খাবে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন কিতাবের মধ্যে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ লেখার যে কত গুরুত্ব আমার সামনে ভাসিতেছে, আফছোছ তুমি যদি তাহা দেখিতে পাইতে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১) হজরত থানবী (রঃ) জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিবে ছালাত এবং ছালাম উভয়টা লিখিবে অর্থাৎ ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পুরা লিখিবে।

(২)জনৈক ব্যক্তি হাদীছ শরীফ লিখিত। সে কৃপণতা করিয়া প্রিয় নবীর মোবারক নামের সাথে দরূদ শরীফ লিখিত না, তাহার ডান হাত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া যায়।

(৩) এব্নে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন জনৈক ব্যক্তি শুধু ছল্লাল্লাহু আলাইহে লিখিত অ ছাল্লাম শব্দ লিখিত না। ইহাতে প্রিয়নবী তাহাকে স্বপ্নে এরশাদ করিলেন তুমি নিজেকে চল্লিশটি নেকী হইতে কেন বঞ্চিত করিতেছ? (অছাল্লাম লিখিতে চারটি আরবী অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকী করিয়া মোট চল্লিশটি নেকী হয়।)

(৪) দরূদ শরীফ পড়নেওয়ালার উচিত সে যেন শরীর এবং কাপড়কে পরিস্কার রাখে।

(৫) প্রিয়নবীর নামের পূর্বে ছায়্যেদেনা বাড়াইয়া বলিতে হইবে কেননা উহা বলা মোস্তাহাব।

দরূদ শরীফ সম্পর্কে হজরত থানবী কয়েকটি মাছআলা লিখিয়াছেন -

(১) জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ।

(২) একই মজলিসে কয়েকবার হুজুরের নাম আসিলে ইমাম তাহাবীর মতে প্রত্যেক বার দরূদ পড়া ওয়াজেব আর ফতুয়া হইল একবার পড়া ওয়াজেব এবং বারবার পড়া মোস্তাহাব।

(৩) নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে

www.BANGLAKITAB.com

দরূদ পড়া মাকরূহ।

(৫) খোত্‌বা পড়ার সময় খতীব যখন হুজুরের নাম উল্লেখ করেন অথবা দরূদ পড়ার আয়াত পাঠ করেন তখন ঠোঁট না নাড়িয়া দিলে দিলে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পড়িবে।

(৬) অজু ব্যতীত দরূদ শরীফ পড়া জায়েজ। হঁা। অজুর সহিত পড়া বহুত ভাল।

(৬) নবী এবং ফেরেশতা ব্যতীত ভিন্নভাবে অন্য কাহারও নামের উপর দরূদ পড়িবে না। তবে একত্রে পড়ায় কোন অসুবিধা নাই। যেমন এই রকম বলা ঠিক নহে আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা আ-লে মোহাম্মদ, বরং এই ভাবে বলিবে—আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিওঁ অ আলা আ লে মোহাম্মাদিন।

(৭) দোর্রে মোখ্‌তার গ্রন্থে লিখিত আছে—কোন ব্যবসার আছবাব খুলিবার সময় যেখানে দরূদ শরীফ মকছুদ না হয় শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্য সাধন মকছুদ হয় দরূদ শরীফ পড়া নিষেধ।

(৮) দোর্রে মোখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে দরূদ শরীফ পড়ার সময় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাড়াচাড়া করা বা চিৎকার করিয়া পড়া মূর্খতা। ইহাতে বুঝা যায় যে কোন কোন স্থানে নামাজের পর যে প্রথা অনুসারে চিৎকার দিয়া দিয়া দরূদ পড়া হয় উহা ত্যাগ করা উচিত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয় ঘটনা

দরূদ শরীফের বিষয় আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পবিত্র বাণী সমূহের পর কেচ্ছা কাহিনীর উল্লেখ তেমন কোন গুরুত্ব রাখেনা। কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল বুজুর্গানের ঘটনাবলীতে অধিক উৎসাহিত হয়। তাই পূর্বেকার বুজুর্গেরা দরূদ ছম্পর্কীয় অনেক কেচ্ছা কাহিনীও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হজরত থানবী (রঃ) জাছুছ ছায়ীদ

গ্রন্থে পুরা একটা পরিচ্ছেদে শুধু কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করেন। আমি ঐ সমস্ত কাহিনী হুবহু বর্ণনা করিয়া উহার উপর আরও কয়েকটি কেচ্ছা বর্ণনা করিতেছি।

(১) মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে তাফছীরে কোশায়রী হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিবস কোন একজন মোমেনের নেকীর পাল্লা হালকা হইয়া যাইবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) আঙ্গুলের মাথা বরাবর এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যদদ্বারা নেকীর পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবে, সেই মোমেন বলিয়া উঠিবে আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে হুজুর? আপনার ছুরত এবং আখলাক কতই না উত্তম। হুজুর (ছঃ) উত্তর করিবেন আমি তোমার নবী। আর ইহা হইল তোমার পড়া দরূদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।

(২) বিখ্যাত বুজুর্গ তায়েয়ী খলীফা হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ সিরিয়া হইতে মদীনা শরীফ পর্যন্ত শুধুমাত্র হুজুরের রওজায় তাঁহার তরফ হইতে ছালাম পাঠ করিবার জন্য বিশেষ দুত পাঠাইতেন।

(৩) রওজাতুল আহ্‌বার গ্রন্থে ইমাম ইছমাইল এব্‌নে ইব্রাহীম মোজানী হইতে যিনি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তাহাকে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত যেন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া দেওয়া হয়। এবং এইসব আমার একটা দরূদের বরকতে হাছিল হইয়াছে। যাহা আমি সর্বদা পাঠ করিতাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেটা কিরূপ দরূদ শরীফ? তিনি বলিলেন উহা এই যে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ. (حصن)

www.BANGLAKITAB.com

"আলাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজ জাকেরুনা অ-কুল্লামা গাফালা আন জিকরিহিল গাফেলুনা।"

(৪) মানাহেজুল হাছানাত গ্রন্থে এব্‌নে ফাকেহানীর ফজরে মুনীর কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে যে, জনৈক বুজর্গ বলেন, কোন এক সময় একটি জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছিল। আমি সে জাহাজে ছিলাম, হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া পড়ে, ঐ মুহূর্তে আমি রাছুলুল্লাহ (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাই। হুজুর আমাকে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটি দিয়া বলিলেন জাহাজের আরোহীদিগকে ইহা এক হাজার বার পড়িতে বল। আমরা উহা তিনশত বার পড়ার সাথে সাথেই জাহাজ বিপদ হইতে বাঁচিয়া গেল। উক্ত দরূদ শরীফ এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

কেহ কেহ পরে "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর" পড়ারও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর কাওযারীরী বর্ণনা করেন; আমার একজন প্রতিবেশী লেখার কাজ করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই! আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? সে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমার অভ্যাস ছিল যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিতাম তখনই নামের সহিত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামও লিখিতাম। আল্লাহ পাক উহাকে পছন্দ করিয়া আমাকে এমন জিনিস দান করিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই এবং কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই বা কাহারও অন্তরে উহার কল্পনাও হয় নাই।

(গোলশানে জান্নাত)

(৬) দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের গ্রন্থকার কোন এক সময় ছফরাবস্থায় পানির দারুণ অভাবের সম্মুখীন হন। এবং বালতি রশী না থাকায় খুব পেরেশান হইয়া পড়েন। একটা মেয়ে তাঁহার এই দুরাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কুয়ার মধ্যে থুথু ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি কুয়ার মুখ পর্যন্ত ফুলিয়া উঠিল তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কিসে উহা সম্ভব হইল জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েটি বলিল ইহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতে সম্ভব হইয়াছে। তারপরই তিনি বিখ্যাত 'দালায়েলুল খায়রাত' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

(৭) শায়েখ জরদাক (রঃ) লিখিয়াছেন 'দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের গ্রন্থকারের কবর হইতে মেশ্‌ক এবং আম্বরের খুশবু আসে। এবং উহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই হইয়াছে।

(৮) আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাহার অভ্যাস ছিল প্রতি দিন সকাল বেলায় লেখা আরম্ভ করিবার শুরুতেই একটি সাদা খাতায় একবার দরূদ শরীফ লিখিয়া রাখিত তারপর লেখার কাজ শুরু করিত। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আল্লার ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিতে থাকে হায়! সেখানে আমার কি উপায় হইবে। ইত্যবসরে একজন মাজযুব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল বাবা তুমি কেন ঘাবড়াইতেছ? তোমার সে সাদা খাতাটা যেখানে দরূদ শরীফ লেখা হইত উহা সেই দরবারে পেশ করা হইয়াছে।

(৯) মাওলানা ফয়জুল হাছান ছাহারানপুরী ছাহেবের জামাতা স্বয়ং আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, যেখানে হজরত মাওলানা মরহুম এন্তেকাল করেন সেখান হইতে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আতরের সুগন্ধি আসিতে থাকে, এই ঘটনা যখন মাওলানা কাছেম (রঃ)-এর খেদমতে উল্লেখ করা হয় তখন তিনি বলেন যে উহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই হাছেল হইয়াছে। কেননা মাওলানা মরহুম প্রতি জুমার রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া শুধু দরূদ শরীফের আমল করিতেন।

(১০) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআ (রঃ) জনৈক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখিতে পান যে তিনি ফেরেশতাদের সহিত আছমানে নামাজ পড়িতেছেন। এই ফজিলত কিসে হাছেল হইল উহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি। আর যখনই নবীয়ে

www.BANGLAKITAB.com

পাকের নাম মোবারক আসিত তখনই আমি দরূদ শরীফ লিখিতাম। অতএব কারণে আমার এই মর্যাদা হাছেল হইয়াছে। (কেহ কেহ বলেন আবু জোরআ নিজে স্বপ্ন দেখেন নাই বরং তাঁহাকে অন্য কোন বুজুর্গ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন)।

(১১) জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে তাঁহার এন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁহার মাগফেরাতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি প্রতি জুমার রাত্রে এই পাঁচটি দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ

بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ -

এই দরূদ শরীফকে দরূদে খামছা বলা হয়।

(১২) শায়েখ এব্‌নে হাজার মক্কী (রঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি অন্য একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ফেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরূদের হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে গুনাহ হইতে দরূদের সংখ্যা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ পাক বলেন, বেশ তাহার আর কোন হিসাবের প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাও।

(১৩) শায়েখ এব্‌নে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রতি রাত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক দরূদ পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। একদা রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে রাছূলুল্লাহ (ছঃ) তাহার ঘরে তাশরীফ আনিয়াছেন যদ্বারা সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

হুজুরে পাক তাহাকে বলেন যেই মুখে তুমি দরূদ পড়িতে উহা পেশ কর আমি উহাতে চুম্বন করিব। লোকটি লজ্জায় মুখমণ্ডল পেশ করিল। হুজুর তাহার গালে চুম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল সমস্ত ঘরে মেশ্‌কের সুগন্ধে ভর্তি হইয়া আছে।

(১৪) শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) মাদারেজুন্নবুওত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন হজরত হাওয়া (আঃ) পয়দা হন তখন আদম (আঃ) তাঁহার দিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন। ফেরেশতাগণ বলিলেন তোমাদের বিয়ে হওয়া এবং মোহর আদায় করা পর্যন্ত ছবর কর। জিজ্ঞাসা করা হইল বিয়ের মোহর কি জিনিস? ফেরেশতারা বলিলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উপর তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করা, অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে বিশবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।

উল্লেখিত কেচ্ছা সমূহ জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উহার উপর আরও কতিপয় কেচ্ছা বর্দ্ধিত করা গেল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা,
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৫) আল্লামা ছাখাবী লিখিয়াছেন, রশীদ আত্তার বর্ণনা করিয়াছেন যে আমাদের মিসরে একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন যাহার নাম আবু ছায়ীদ খাইয়াত ছিল। তিনি নির্জনে থাকিতেন ও লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন না। কিছুদিন পর তিনি এব্‌নে শরীফের মজলিসে খুব বেশী আশা যাওয়া শুরু করেন। লোকজন উহাতে আশ্চার্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাই হুজুর আমাকে এরশাদ করেন যে, তুমি এব্‌নে রশীকের মজলিসে বেশী বেশী যাইতে থাক কেননা সে আপন মজলিসে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিয়া থাকে।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৬) আবুল আব্বাছ আহমদ এব্‌নে মনছুরের এন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল যে, তিনি সিরাজ নগরের জামে মসজিদে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার শরীরে একজোড়া মহামূল্যবান কাপড় রহিয়াছে ও মণিমুক্তায় ভরপুর একটা টুপি রহিয়াছে। স্বপ্নদ্রষ্টা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আল্লাহ পাক, আমাকে ক্ষমা

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে বহু সম্মান দেখাইয়া আমার মাথায় নূরের তাজ পরাইয়াছেন। এবং এই সব একমাত্র নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়ার বরকতে হাছেল হইয়াছে।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৭) জনৈক বুজুর্গ ছুফী বর্ণনা করিতেছেন যে, মেছতাহ নামীয় একজন যুবক ছিল। যে কোন প্রকার পাপ কাজ করিতে সে ভয় করিত না। মৃত্যুর পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কি আমলের বরকতে তুমি মাফ পাইয়াছ? সে উত্তর করিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের খেদমতে বসিয়া হাদীছ নকল করিতেছিলাম। ওস্তাদ সাহেব দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন আমিও তাঁহার সহিত অনেক জোরে দরূদ শরীফ পড়িলাম, আমার আওয়াজ শুনিয়া মজলিসের সকলেই দরূদ শরীফ পাঠ করিল। আল্লাহ পাক সেই মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে এইরূপ অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার একজন প্রতিবেশী ছিল বড় পাপী। আমি তাহাকে তওবা করিবার জন্য তাকীদ করিতাম। সে কিছুতেই আমার কথা শুনিত না। সে যখন মারা গেল, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে দেখিতে পাই। জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এই মর্যাদায় কি করিয়া পৌঁছিয়াছ? সে বলিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর জোরে জোরে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব। তখন আমি জোরে দরূদ পড়িতে লাগিলাম এবং আমার সহিত উপস্থিত সকলেই দরূদ পড়িয়া উঠিল। আল্লাহ পাক ঐ মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৮) আবুল হাছান বাগদাদী দারমী বলেন যে তিনি আবু আবদুল্লাহ বিন হামেদকে তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েকবার স্বপ্নে দেখিতে পান। এবং জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার উপর

অনেক দয়া করিয়াছেন। আবুল হাছান বলেন আমাকে এমন একটা আমল বাতলাইয়া দিন যদ্বারা আমি সোজা বেহেশতে চলিয়া যাইতে পারি। তিনি বলেন এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। যার মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে এক হাজার বার কুলহুয়াল্লাহ পড়িবে। তিনি বলেন ইহাত বড় কঠিন ব্যাপার। তখন বলেন যে, তবে প্রতি রাত্রে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পড়িতে থাক। দারমী বলেন তারপর হইতে উহার উপর আমি আমল করিতে থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৯) জনৈক ব্যক্তি আবু হাফছ কাগজী (রঃ)-কে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ও আমাকে বেহেশতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। সে বলিল হুজুর উহা কি করিয়া সম্ভব হইল? তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরূদ শরীফকে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে আমার দরূদের পাল্লা ভারী হইয়া গিয়াছে। তখন আমার মাওলা বলিলেন হে ফেরেশতাগণ বেশ বেশ! আর কোন হিসাব লইবে না। তাহাকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দাও।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২০) আল্লামা ছাখাবী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে বর্ণনা করেন যে বনী ইছরাঈলের মধ্যে একজন বহুত বড় পাপী ছিল, যখন সে মারা যায় লোকে তাহাকে কোথাও ফেলিয়া দেয়। আল্লাহ পাক হজরত মুছা (আঃ)-কে অহীর মারফত জানাইয়া দেন যে, তাহাকে গোছল দিয়া তাহার উপর জানাজা নামাজ পড় কেননা আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছি। হজরত মুছা (আঃ) আরজ করিলেন হে পরওয়ারদেগার! উহা কেমন করিয়া হইল? আল্লাহ পাক বলিলেন এই লোকটি কোন একদিন তৌরীত কিতাব খুলিয়াছিল এবং সেখানে মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নাম দেখিয়া তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

www.BANGLAKITAB.com

এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা বুঝায় না যে শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিলেই যাবতীয় ছগীরা কবীরা গুনাহ এবং বান্দার হক সমূহ মাফ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই সব কেচ্ছার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। হাঁ ব্যাপার হইল এই যে ইহা মেহেরবান পরওয়ার-দেগারের কবুলিয়তের ব্যাপার। তিনি যদি কাহারও সামান্য এতটুকু এবাদতও পছন্দ করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাঁহার একমাত্র মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্ণিত আছে—

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء -

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁহার সহিত শেরেক করাকে ক্ষমা করিবেন না। (অর্থৎ মোশরেক এবং কাফেরদিগকে ক্ষমা করিবেন না) উহা ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাজার হাজার টাকা দেনা আছে। এমতাবস্থায় করজদার ব্যক্তির কোন কাজে সন্তুষ্ট হইয়া যদি মহাজন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য সমস্ত কর্জ মাফ করিয়া দেন অথবা বিনা কোন কারণেই মাফ করিয়া দেয় তবে কাহার সাধ্য আছে যে কিছু বলিতে পারে? এই ভাবে মেহেরবান খোদাও যদি শুধুমাত্র আপন দয়া ও বখ্‌শিশের দ্বারা কাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেন তবে উহা অসম্ভব কিসের?

এই সব কেচ্ছা কাহিনীর দ্বারা এই কথা প্রতিয়মান হয় যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দরূদ শরীফের বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং খুব বেশী বেশী উহার আমল করা উচিত। কেননা কোন সময়ের বা কিরূপ মহব্বতের সহিত পড়িলে একটি মাত্র পড়া ও যদি মনিবের পছন্দ হইয়া বসে তবে সব বেড়া পার।

بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں
گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم

অর্থাৎ—আমাদের শত সহস্র কান্নাকাটির মধ্যে যদি একটি মাত্র কান্নাও তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া যায় তবুও মকছুদ হাছেলের জন্য যথেষ্ট।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২১) জনৈক বুজুর্গ স্বপ্নযোগে একটি ভয়ানক বদছুরত জিনিস দেখিতে পাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আবার কি বালা মছিবত? সে বলিল আমি তোমার বদ আমল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তোমার থেকে বাঁচিবার উপায় কি? সে বলিল হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করা।

আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে দিবারাত্রি বদ আমলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে না। অথচ সেই বদ আমলের তুফান হইতে বাঁচিবার কত সুন্দর সহজ ব্যবস্থা হইল হুজুরে পাকের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। চলা ফেরায় উঠা বসায় যত বেশী পড়া যায় ত্রুটি করা কিছুতেই উচিত নহে। কেননা উহা হইল যেন এক ছীরে আ'জম বা অমৃত সুধা।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২২) শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে আমার একজন প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছ? লোকটি বলিল শিবলী! বহুত বড় বিপদের সম্মুখীন আমি হইয়াছি এবং মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তরে আমি ধাঁধাঁয় পড়িয়া যাই। মনে মনে চিন্তা করি খোদা একি বিপদ। আমি মুসলমান হইয়া মরি নাই? হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এই মছিবত তোমার বেহুদা মুখ চালনার প্রতিফল। যখন ঐ দুই ফেরেশতা আমাকে শাস্তি দিতে উদ্দত হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ সুন্দর একযুবক শাস্তিদাতা ফেরেশতাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শরীর হইতে খোশবু আসিতেছিল। সে আমাকে ফেরেশতাদের উত্তর শিখাইয়া দিল। আমি উত্তর বলিয়া দিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম খোদা আপনার উপর রহম করুন আপনি কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন আমি একব্যক্তি। তোমার বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়ার দরুণ আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন আমি যেন যে কোন বিপদে তোমাকে সাহায্য করিতে থাকি।

নেক আমল সমূহ সুন্দর ছুরতে এবং বদ আমল সমূহ বদছুরতে আখেরাতে আত্ম প্রকাশ করিবে। ফাজায়েলে ছাদাকাত দ্বিতীয় খণ্ডে মৃত-ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়

www.BANGLAKITAB.com

তখন নামাজ তাহার ডান দিকে, রোজা তাহার বাম দিকে এবং কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লার জিকির তাহার মাথার দিকে দাঁড়াইয়া যায় এবং যেই দিক হইতেই আজাব আসিতে থাকে তাহারা ফিরাইতে থাকে। এই ভাবে বদ আমল বদছুরতে আসিয়া হাজির হয়। যেমন জাকাতের মাল আদায় না করিলে কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে উহা বিরাট সাঁপ হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। হে খোদা! তুমি আমাদিগকে হেফাজত কর।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৩) হজরত আবদুর রহমান এবনে ছামুরা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয়-নবী (ছঃ) ঘর হইতে বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন আমি অদ্য রাত্রে একটা আশ্চার্য দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি। জনৈক ব্যক্তিকে দেখিলাম পুল ছেরাতের উপর দিয়া কখনও পঁা হেঁচ্ড়াইয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে আবার কখনও কখনও একেবারে আট্কিয়া যাইতেছে। এমতা-বস্থায় তাহার নিকট আমার উপর দরূদ শরীফ পড়া পেঁাছিয়া গেল এবং সে তাহাকে সোজা দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর লোকটি সহজেই পুল ছেরাত পার হইয়া গেল। (তিবরানী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৪) হজরত ছুফিয়ান এব্নে উয়াইনা (রঃ) হযরত খলফ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার এক বন্ধু আমাদের সহিত হাদীছ অধ্যায়ন করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই যে সে সবুজ রং এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় দৌড়িয়া ফিরিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমিত আমাদের সহিত হাদীছ পাঠ করিতে। এই সম্মান তুমি কি করিয়া লাভ করিলে? সে বলিল আমি তোমাদের সহিত হাদীছ শিক্ষা করিতাম সত্য; কিন্তু যখন হুজুরের নাম মোবারক আসিত আমি তখন উহার নীচে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম লিখিয়া রাখিতাম। উহার বদৌলতে আল্লাহ পাক আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৫) আবু ছোলায়মান মোহাম্মাদ বিন হোছায়নিল হারানী বলেন আমাদের ফজল নামীয় একজন প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি সব সময় নামাজে রোজায় মশগুল থাকিতেন। তিনি বলেন যে, আমি হাদীছ লিখিতাম কিন্তু তাহার সহিত দরূদ শরীফ লিখিতাম না। আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাই যে হুজুর আমাকে এরশাদ করিতেছেন, যখন তুমি আমার নাম লও বা লিখ তখন দরূদ কেন পড়না। তারপর হইতে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে দরূদ পড়িতে থাকি। অতঃপর কিছুদিন পর আবার হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। এবার হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমার দরূদ আমার নিকট পেঁাছিতেছে। যখনই আমার নাম লইবে তখন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম বলিও।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৬) আবু ছোলায়মান হারানী আর একটি আপন কেচ্ছা বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি খাবে হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হুজুর আমাকে এরশাদ করেন আবু ছোলায়মান! তুমি যখন আমার নাম লও তখন দরূদ পড় সত্য কিন্তু অ-ছাল্লাম অর্থাৎ ছালাম শব্দ বল না। অথচ উহাতে চারটি অক্ষর আছে প্রতি অক্ষরে দশটি করিয়া নেকী মোট চল্লিশটি নেকী তুমি ছাড়িয়া দিতেছ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৭) ইব্রাহীম নাছাফী বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে খাবে দেখিতে পাই। মনে হইল যেন হুজুর আমার উপর সামান্য অভিমানের সাথে নারাজ। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া হুজুরের কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম হুজুর! আমি হাদীছের খেদমতগারদের মধ্যে একজন আহ্লে ছুন্নত, মুছাফের। হুজুর মৃদু হাসিয়া এরশাদ করিলেন যখন তুমি আমার উপর দরূদ পড় তখন ছালাম কেন পড়না। তারপর হইতে আমি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লাম পুরা লিখিতে থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৮) আবু ছোয়মান বলেন আমার পিতার এন্তেকালের পর আমি

www.BANGLAKITAB.com

তাহাকে খাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আববাজান, আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন্ আমলের বরকতে? তিনি বলিলেন আমি প্রত্যেক হাদীছের সাথে প্রিয়নবীজীর উপর দরূদ শরীফ লিখিতাম।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লিহিম।

(২৯) জা'ফর এব্নে আবদুল্লাহ বলেন আমি বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআকে খাবে দেখিতে পাই যে, তিনি আছমানের ফেরেশতাগণের ইমামতি করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এতবড় মর্যাদা আপনি কোন্ আমলের বরকতে লাভ করিয়াছেন? তিনি বলেন আমি আমার এই হাতে দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি এবং যখনই হুজুরের মোবারক নাম আসিত তখনই আমি হুজুরের উপর দরূদ ছালাম লিখিতাম। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। এই হিসাব মতে আল্লার তরফ হইতে আমার এক কোটি রহমত হইয়া গিয়াছে। আর আল্লার তরফ হইতে একটি রহমতই যথেষ্ট।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩০) জনৈক বুজুর্গ হজরত ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহে কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য জান্নাতকে এমন ভাবে সাজানো হইয়াছে যেমন দুলাইনকে সাজানো হয় এবং আমার উপর এত নাজ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে যেমন দুলাইনের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছিয়াছেন। আমার নিকট এক ব্যক্তি বলিয়াছে 'কিতাবুল বেছালায়' আপনি দরূদ লিখিয়াছেন উহার করকতে নাকি আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর সেই দরূদটা কি? আমাকে বাতলাইয়া দেওয়া হইল যে উহা এই—

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ

مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদিন আদাদা মা-জাকারাহুজ জাকেরুনা অ-আদাদা মা গাফালা আন্ জিক্রিহিল গাফেলুনা।'

আমি ভোর বেলায় জাগ্রত হইয়া কিতাবুল বেছালা খুলিয়া সেই দরূদ শরীফকে ঠিক ঐভাবেই দেখিতে পাই।

ইমাম মোজানীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে আমি ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে খাবে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার কিতাবুল বেছালায় লিখিত একটা দরূদের বরকতে মাফ করিয়া দিয়াছেন। উহা এই যে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ইমাম বয়হকী আবুল হাছান শাফেয়ীর নিকট নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করিতেছেন যে আমি খাবে হুজুর (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে হুজুর! ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল বেছালার মধ্যে যে দরূদ শরীফ লিখিয়াছেন আপনি উহার কি প্রতিদান দিয়াছেন? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার তরফ হইতে উহার প্রতিদান এই যে তাহাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

এব্নে বানান এছবেহানী বলেন আমি হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! মোহাম্মদ এবনে ইদ্রিছ শাফেয়ী তিনি নাকি আপনার চাচার আওলাদ অর্থাৎ হাশেমী বংশের লোক আপনি তাহাকে বিশেষ কোন সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন কি? হুজুর এরশাদ করেন আমি আল্লার দরবারে এই দোয়া করিয়াছি যেন কেয়ামতের দিন তাহার কোন হিসাব না লওয়া হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্! কোন্ আমলের বরকতে তাহার এতটুকু একরাম করা হইয়াছে। হুজুর বলেন আমার উপর সে এমন শব্দ দ্বারা দরূদ পাঠ করিত যেই শব্দ দ্বারা আর কেহ পাঠ করে নাই। আমি আরজ করিলাম

www.BANGLAKITAB.com

হুজুর! উহা কি? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩১) আবুল কাশেম মাওয়াজী বলেন আমি এবং আমার পিতা রাত্রি বেলায় হাদীছের মোকাবেলা করিতাম। স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল যে যেখানে হাদীছের চর্চা হইত সেখানে একটা নূরের খুঁটি আছমান পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। উহা কি জিনিস জিজ্ঞাসা করার পর বাতলান হইয়াছিল যে, উহা সেই দরূদ শরীফ যাহা হাদীছ চর্চার সময় পড়া হইত।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লামা অ শাররাফা অ কাররামা
ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩২) আবু এছহাক নহশল বলেন আমি হাদীছের কিতাব লিখিতাম এবং হুজুরের পবিত্র নামের সহিত লিখিতাম—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا আমি খাবে হুজুরে পাক (ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হুজুর আমার কিতাব দেখিতেছেন এবং দেখিয়া এরশাদ করিলেন যে, এটা বেশ ভাল মনে হয়। (অর্থাৎ তাছলীমা শব্দ বর্দ্ধিত করার দরুনই ঐরূপ বলিয়াছেন) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে এইরূপ অনেক খাবের উল্লেখ করিয়াছেন যে মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তিকে সুন্দর ছুরতে দেখা গিয়াছে, তাহার এই সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে ইহা হুজুরে পাকের নামের সহিত দরূদ লেখার কারণে হাছিল হইয়াছে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৩) হাছান বিন মুছা আল্ হাজরামী যিনি এব্নে উজাইনা নামে খ্যাত ছিলেন তিনি বলেন যে আমি হাদীছ শরীফ নকল করিতাম কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় দরূদ শরীফ লিখিতে ভুল হইয়া যাইত।

একদিন আমার স্বপ্নযোগে হুজুরের জিয়ারত নছীব হয়। হুজুর (ছঃ) আমাকে এরশাদ করেন তুমি যখন হাদীছ লিখ তখন দরূদ কেন লিখ না, যেমন আবু আমর এবং তাবারী লিখিয়া থাকে। তারপর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমি ঐ সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এখন হইতে যখনই হাদীছ লিখিব তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম নিশ্চয় লিখিতে থাকিব।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৪) আবু আলী হাছান বিন আলী আত্তার বলেন, আমাকে মোহাদ্দেছ আবু তাহের হাদীছের কতকগুলি পাতা লিখিয়া দেন। আমি সেখানে দেখিতে পাই যে যেখানেই হুজুরের নাম মোবারক রহিয়াছে সেখানেই নামের পর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিত রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এইরূপ কেন লিখিতেছ? তিনি বলিলেন আমি ছোট বেলায় যখন হাদীছ লিখিতাম তখন হুজুরের নামের পর দরূদ শরীফ লিখিতাম না। একদিন আমি স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে ছালাম আরজ করিলাম। হুজুর (ছঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি সেদিকে গিয়া আবার ছালাম করিলাম। হুজুর এবারও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ফেলেন। আমি তৃতীয়বার চেহারা মোবারকের দিকে হাজির হইয়া বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি কেন মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি আমার উপর কেন দরূদ পাঠাওনা। তারপর হইতে আমি যখনই হুজুরের নাম লিখি তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামা তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিয়া থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৫) আবু হাফছ ছমরকন্দী (রঃ) আপন কিতাব রওনাকুল মাজালেছে লিখিতেছেন। বলখ দেশে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য সওদাগর ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে সামান্য ভাবে বন্টন হইয়া যায়। ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর তিনটা পশম মোবারকও ছিল। দুই ভাই একটা করিয়া নিয়া গেল, তৃতীয় পশম মোবারকের

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাপারে বড় ভাই বলিল উহাকে কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হউক। ছোট ভাই বলিল কছম খোদার হুজুরে পাকের পশম মোবারক কাটা যাইতে পারে না। বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়া তুমি ঐ তিনটা পশম মোবারক নিয়া যাও। ছোট ভাই আনন্দ চিত্তে উহা কবুল করিল। সে ঐগুলিকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং বারংবার দেখিত ও দরূদ শরীফ পাঠ করিত। কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গেল আর ছোট ভাই বহুত বড় সম্পদশালী হইয়া গেল। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর কোন এক বুজুর্গ হুজুরে পাকের স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করিল। হুজুর এরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন ঐ ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে গিয়া আল্লার দরবারে প্রার্থনা করে। (বাদী)

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে বড় ভাই যখন ফকীর হইয়া গেল তখন একদিন স্বপ্নে হুজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করিয়া হুজুরের খেদমতে নিজের অভাবের বিষয় অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন ওরে হতভাগা! তুমি আমার পশমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছ! আর তোমার ভাই উহা গ্রহণ করিয়াছে। সে যখনই উহা দেখে আমার উপর দরূদ পড়ে। কাজেই আল্লাহ পাক তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সুখী করিয়াছেন। যখন সে নিদ্রা হইতে জাগিল আসিয়া ছোট ভাইয়ের খাদেমদের মধ্যে শামিল হইয়া গেল।

ইয়া রাকেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৬) জনৈক মহিলা হজরত হাছান বছরী (রঃ) এর নিকট আসিয়া আরজ করিল হুজুর আমার মেয়ে মারা গিয়াছে। আমাকে এমন একটি তদবীর শিখাইয়া দিন যদদ্বারা আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। তিনি বলেন এশার নামাজ পড়িয়া চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফের পর ছূরা আল্‌হা-কুমুত্তাকা ছূরা পড়িবে। তারপর নিদ্রা আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

মেয়েলোকটি এই তদবীর করিল ও স্বপ্নে আপন মেয়েকে দেখিল যে সে কঠিন আজাবে গ্রেপ্তার আছে, তাহার হাত পা আগুনের শিকলে আবদ্ধ। সকাল বেলায় মেয়েলোকটি হজরত হাছান বছরীর খেদমতে গিয়া

ঘটনা বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন কিছু ছদকা করিয়া দাও। হয়তঃ আল্লাহ পাক উহার উছিলায় মেয়েকে মাফ করিয়া দিবেন। পরের দিন স্বয়ং হজরত হাছান বছরী খাবে দেখিলেন যে বেহেশ্‌তের একটি বাগানে বহুত উঁচু একট তখ্‌ত রহিয়াছে। সেই তখ্‌তের উপর এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বসা রহিয়াছে যাহার মাথার উপর নূরের তাজ রহিয়াছে। মেয়েটি বলিল হুজুর আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন? তিনি বলিলেন না চিনিতে পারি নাই। মেয়েটি বলিল হুজুর আমি ঐ মেয়ে যাহার মাতাকে আপনি এশার পর দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। হজরত হাছান বলিলেন তোমার মা-ত তোমাকে ইহার বিপরীত অবস্থায় দেখিয়াছে। মেয়েটি বলিল আমার অবস্থা পূর্বে ঐরূপই ছিল যেইরূপ আমার মা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি এই মর্যাদায় কি করিয়া পৌঁছিলে? সে বলিল আমরা সত্তর হাজার লোক ঐ ভীষণ আজাবে গ্রেপ্তার ছিলাম। একজন আল্লার নেক বান্দা আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আমাদের উপর উহার ছওয়াব বখ্‌শিশ করিয়া দেয়, তাঁহার দরূদ আল্লার নিকট এত বেশী মকবুল হইল যে তিনি উহার উছিলায় আমাদের সকলকেই আজাব হইতে নাজাত দিয়া দিলেন। তাঁহার বরকতে আমি এই মরতবায় পৌঁছিয়াছি। (বাদী)

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে এই ভাবে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে জনৈক মেয়েলোকের ছেলে বহুত বড় পাপী ছিল। মা ছেলেকে খুব নছীহত করিত কিন্তু ছেলে কিছুতেই মানিত না। অবশেষে ছেলে মারা গেল। ছেলে বিনা তওবায় মারা যাওয়াতে তাহার জন্য মা এবার অধিক পেরেশান হইয়া গেল। মেয়েলোকটি একদিন ছেলেকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে সে আজাবে গ্রেপ্তার আছে। মা আরও পেরেশান হইয়া গেল, কিছুদিন পর মা আবার ছেলেকে খাবে দেখিতে পাইল যে সে খুব আনন্দে এবং খুশীতে আছে। মা অবাক হইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। ছেলে বলিল, মা। আমাদের এই কবরস্তানের নিকট দিয়া একজন বহুত বড় পাপী যাইতেছিল। কবরসমূহ দেখিয়া হঠাৎ তাহার খুব অনুতাপ হইল এবং নিজের অবস্থার উপর খুব কান্নাকাটি করিল ও সরল অন্তকরণে তওবা করিল এবং কিছু কোরান শরীফ আর বিশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া কবরবাসীর উপর ছওয়াব বখ্‌শিশ করিয়া দিল। উহা হইতে যতটুকু আমার ভাগে পড়িয়াছে তাহার উছিলায় আমি এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। হে আমার মা! হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করা অন্তরের নূর। গোনাহের

www.BANGLAKITAB.com

কাফ্ফারা। জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যই উহা রহমত স্বরূপ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৭) তৌরিত কিতাবের বিখ্যাত আলেম হজরত কায়াবে আহবার বলেন, আল্লাহ পাক মুছা আলাইহিচ্ছালামের নিকট অহী পাঠাইলেন যে, হে মুছা; যদি দুনিয়াতে এমন লোক না থাকিত যাহারা আমার গুণগান করে তবে আকাশ হইতে এক ফোটা পানিও বর্ষিত হইত না এবং একটা ঘাসও জমিনে জন্মিত না। তারপর আরও অনেক জিনিসের উল্লেখ করিয়া এরশাদ করেন, হে মুছা! তুমি যদি চাও যে আমি তোমার নিকট উহার চেয়ে বেশী বেশী নিকটবর্তী হই যতটুকু নিকটবর্তী রহিয়াছে তোমার জবান হইতে কথা এবং তোমার দিলের মধ্যে উহার কল্পনা, তোমার শরীর হইতে উহার রুহ। তোমার চক্ষু হইতে উহার দৃষ্টি শক্তি। হজরত মুছা (আঃ) বলেন, হে খোদা! উহা কিশের দ্বারা সম্ভব আপনি নিশ্চয় আমাকে উহা বাত্লাইয়া দিন। এরশাদ হইল মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৮) মোহাম্মদ বিন ছায়ীদ বিন মোতাররেফ যিনি একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন তিনি বলেন আমি যখন রাত্রি বেলায় শুইতে যাইতাম তখন একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফ পড়িয়া শুইতাম। একরাত্রে আমি আমার আমল পূর্ণ করিয়া বালাখানার মধ্যে শুইয়া যাওয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখিলাম বালাখানার দরওয়াজা দিয়া হুজুরে আকরাম (ছঃ) তাশরীফ আনিতেছেন। হুজুরের শুভাগমনে সমস্ত বালাখানা নূরের জ্যোতিতে ঝলমল করিয়া উঠিল, হুজুর আমার দিকে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ ফরমাইলেন যেই মুখে তুমি আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িতেছ সেই মুখ হাজির কর আমি তাহাতে চুম্বন করিব। আমি লজ্জিত হইয়া গেলাম কি করিয়া হুজুরের মুখ মোবারকের দিকে আমার মুখ পেশ করি। তাই লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লই। হুজুর আমার চেহারায় চুম্বন করিলেন। শঙ্কিত অবস্থায় আমার চোখ খুলিয়া গেল। আমার পেরেশানীতে আমার স্ত্রীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা উভয়ে দেখিতে পাইলাম

সমস্ত বালাখানা মেশকের খুশবুতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে এমন কি আমার চেহারা হইতে মেশ্ক আম্বরের সুগন্ধি আটদিন পর্যন্ত ছড়াইতেছিল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৯) মোহাম্মদ বিন মালেক বলেন, আমি কারী আবু বকর এব্নে মোজাহেদের নিকট কিছু অধ্যয়ন করার জন্য বাগদাদ শরীফ গমন করি। যখন কেরাত পড়া হইতেছিল তখন আমরা কয়েকজন তাহার দরবারে হাজির হই। ইত্যবসরে আমি দেখিতে পাইলাম যে একজন বুজুর্গ বড় মিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মাথায় অনেক পুরাতন একটা পাগড়ী পরনে পুরাতন একটা জামা ও একখানা চাদর ছিল। কারী আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিজের জায়গায় বসাইলেন এবং তাঁহার পরিবার পরিজন কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় মিয়া বলিলেন গতরাত্রে আমাদের ঘরে একটা ছেলে সন্তান পয়দা হইয়াছে। বাড়ী হইতে কিছু ঘি এবং মধু নিবার হুকুম হইয়াছে। শায়েখ আবু বকর বলেন তাঁহার এই দুরবস্থার উপর আমার বড় দুঃখ হইল। এবং এই চিন্তা ফিকির অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হুজুরে পাক (ছঃ) আমাকে বলিতেছেন, চিন্তা ফিকিরের কোন কারণ নাই তুমি উজির আলী বিন ঈছার নিকট যাও এবং তাহার নিকট গিয়া আমার ছালাম বল এবং তাহার নিকট এই আলামত বর্ণনা কর যে তুমি প্রত্যেক রাত্রে এক হাজার বার দরূদ পড়া ব্যতীত নিদ্রা যাওনা এবং এই জুমার রাত্রে সাতশত বার পড়ার পর তোমাকে ডাকিবার জন্য বাদশার লোক আসিয়াছিল, তুমি আসিয়া বাকী তিনশত আদায় করিয়াছ, এই আলামত বর্ণনা করার পর তাহার নিকট বলিবা যে সে যেন অমুক নবজাত শিশুর পিতাকে একশত আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া দেয় যদ্বারা সে আপন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিতে পারে।

এই স্বপ্ন দেখার পর কারী আবু বকর উঠিলেন এবং সেই শিশুর পিতা বড় মিয়াকে সঙ্গে করিয়া উজীরের নিকট পৌঁছিলেন। কারী সাহেব উজীরকে বলিলেন, এই বড় মিয়াকে নবীয়ে করীম (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। উজীর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিজের জায়গায় বসাইলেন ও তাঁহার নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শায়েখ আবু বকর বিস্তারিত ঘটনা উজীরকে জানাইলেন যদ্বারা আতশয় আনন্দিত হইলেন ও আপন

www.BANGLAKITAB.com

গোলামকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন দশ হাজার দীনারের একটা তোড়া নিয়া আসে। সেখান হইতে একশত দীনার সেই শিশুর পিতার হাতে দিয়া দিলেন। তারপর একশত দীনার শায়েখ আবু বকরকে দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করিলেন। উজীর বলিলেন, হুজুর এই এক হাজার বার দরূদ শরীফ ওয়ালা ঘটনা আমার একটা গুপ্ত রহস্য যাহা আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতনা। তারপর তিনি আরও একশত দীনার বাহির করিয়া বলিলেন ইহা ঐ সুসংবাদের পরিবর্তে যে হুজুর আমার দরূদের বিষয় অবগত আছেন। তারপর অন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল ইহা আপনি যে কষ্ট করিয়া এই পর্যন্ত আসিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে দেওয়া হইল। এইভাবে একশত করিয়া এক হাজার আশরাফী বাহির করিল। কিন্তু কারী সাহেব বলিলেন আমরা একশত আশরাফীর অধিক গ্রহণ করিব না কেননা হুজুরে পাক (ছঃ) ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্যই নির্দেশ দিয়াছেন। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪০) আবদুর রহমান এব্‌নে আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, একবার গোছলখানায় পড়িয়া গিয়া আমার হাতে খুব ব্যাথা পাই এবং হাত ফুলিয়া যায়। আমি পেরেশান অবস্থায় রাত্রি যাপন করি। নিদ্রিতাবস্থায় আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। আরজ করিলাম ইয়া রাছূলাল্লাহ! হুজুর এরশাদ করিলেন তোমার ব্যাথায় আমি পেরেশান। আমার চোখ খুলিল পর দেখিলাম হাতে ব্যথা এবং ফুলা কোনটাই আর নাই।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪১) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) বলেন শায়েখ আহমদ বিন রাছ্‌লানের জনৈক বিশ্বস্ত শাগরেদ আমার নিকট বর্ণনা করেন তিনি স্বপ্নযোগে হুজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করেন। হুজুরের খেদমতে নাকি আমার লিখিত "কওলে বাদী ফিছ্‌ছালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী" এই গ্রন্থ পেশ করা হয়। এবং হুজুর (ছঃ) উহাকে কবুলও করেন। উহাতে শুধুমাত্র দরূদেরই বর্ণনা রহিয়াছে।

এই স্বপ্ন শুনিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত হই এবং আল্লাহ ও

রাছূল উহাকে কবুল করিবেন বলিয়া আশা রাখি এবং ইহকাল ও পরকালে বেশী বেশী ছওয়াবের আশা পোষণ করি; সুতরাং হে পাঠক পাঠিকা ভাই বোনেরা আপনারাও আমার প্রিয় নবীকে তাঁহার যথার্থ গুণাবলীর সহিত স্মরণ করুন। এবং জানে প্রাণে হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করুন। কেননা আপনাদের দরূদ প্রিয় নবীর কবর শরীফ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। এবং হুজুরের খেদমতে আপনাদের নামও পৌঁছিয়া থাকে। (বাদী)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪২) আবুবকর এব্‌নে মোহাম্মদ হইতে আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করেন আমি হজরত আবু বকর এব্‌নে মোজাহেদ (রঃ) এর নিকট ছিলাম। ইত্যবসরে শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রঃ) সেখানে তাশরীফ আনেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবুবকর এব্‌নে মোজাহেদ দাঁড়াইয়া গেলেন তাঁহার সহিত মোয়ানাকা করিলেন ও তাঁহার কপালে চুম্বন করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জনাব! আপনি ও বাগদাদের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে ইনি একজন পাগল। তিনি বলিলেন আমি তো ঐ কাজ করিয়াছি যাহা করিতে হুজুরে পাক (ছঃ) কে আমি দেখিয়াছি তারপর তিনি আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যাবে আমার নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ হয়। তখন হুজুরের দরবারে ইনি হাজির হন। হুজুর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করেন এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করার পর প্রিয় নবী এরশাদ করেন। এই ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ "লাকাদ জা-আকুম রাছূলুন" শেষ পর্যন্ত পড়িয়া আমার উপর দরূদ পড়িয়া থাকেন। অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে তিনি ঐ আয়াত পড়ার পর আমার উপর তিনবার ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু, ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদু, ছাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু পড়িয়া থাকেন।

এই স্বপ্ন দেখার পর হজরত শিবলী যখন আমার নিকট আসেন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি নামাজের পর কি দরূদ পড়িয়া থাকেন তিনি আমাকে এই দরূদের কথাই বলেন।

অন্যত্র আছে আবুল কাছেম খাফ্‌ফাফ (রঃ) বলেন, একবার হজরত শিবলী আবু বকর এব্‌নে মুজাহেদের মসজিদে গিয়াছিলেন। আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবুবকরের ছাত্রগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর আপনার দরবারে উজীরে আজম আসিলেও তাঁহার সম্মানার্থে আপনি দণ্ডায়মান হন না অথচ শিবলীর জন্য আপনি দাঁড়াইয়া গেলেন, তিনি বলিলেন আমি এমন ব্যক্তির জন্য কেন দাঁড়াইবনা যাহার জন্য স্বয়ং হুজুরে পাক (ছঃ) দাঁড়াইয়া থাকেন। তারপর ওস্তাদজী নিজের স্বপ্নের হালত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আমি রাত্রিবেলায় হুজুরে পাক (ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হুজুর এরশাদ করিতেছেন আগামীকাল তোমার নিকট একজন বেহেস্তীলোক আসিবে। সে আসিলে তুমি তাহার সম্মান করিবে। আবু বকর বলেন ঐ ঘটনার দুই একদিন পর আমি আবার প্রিয় নবীকে স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, হুজুর এরশাদ করিতেছেন আবু বকর। আল্লাহ পাক তোমার ঐভাবে ইজ্জত করুন যেইভাবে নাকি তুমি একজন জান্নাতীর ইজ্জত করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! কোন্ কারণে আপনার দরবারে শিবলীর এত ইজ্জত। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন এই ব্যক্তি দীর্ঘ আশী বৎসর যাবত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর 'লাকাদ জা আকুম রাছুলুন' এই আয়াত পড়িয়া থাকে। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৩) এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) আবদুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ বছরী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি হজ্ব করিতে যাইতেছিলাম। আমার একজন ছফরের সাথী ছিলেন যিনি সবসময় উঠা বসায় চলা ফেরায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। আমি তাহাকে এত অধিক দরূদ শরীফ কেন পড়িতেছে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন আমি যখন প্রথম বার হজ্ব করিতে যাই তখন আমার পিতাও আমার সহিত ছিলেন। ফিরিবার পথে আমরা এক মঞ্জিলে শুইয়া পড়িলাম। আমি স্বপ্নে দেখিতে

পাই যে এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন উঠ তোমার পিতা মারা গিয়াছে এবং তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি যে সত্য সত্যই আমার পিতার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার চেহারা কাল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমি এত বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িলাম যে চিন্তায় আমি অস্থির হইয়া গেলাম। আমি দ্বিতীয়বার আবার স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার পিতার মাথার নিকট চারজন বিশ্রী হাবশী লোক নিযুক্ত আছে। তাহাদের হাতে লৌহের ডাণ্ডা রহিয়াছে। ইত্যবসরে অন্য একজন অপূর্ব সুন্দর চেহারাওয়ালা জনৈক বুজুর্গ সবুজ জোড়া পরিহিত অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন ও ঐ হাবশীদিগকে হটাইয়া দিলেন এবং আমার পিতার চেহারায় হাত ফিরাইয়া এরশাদ করিলেন উঠ আল্লাহ পাক তোমার পিতার চেহারা রওশন করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে? তিনি বলিলেন আমার নাম মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম, তারপর হইতে আমি দরূদ শরীফ আর কখনও ত্যাগ করি নাই।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা আবু হামেদ কাজবীনী বর্ণনা করেন যে জনৈক পিতা পুত্র একত্রে ছফর করিতেছিল। পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া যায় এবং তাহার মাথা শূকরের মাথার মত হইয়া যায়। ছেলে কান্নাকাটি করিয়া অস্থির হইয়া আল্লার দরবারে দোয়া করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার নিদ্রা আসিয়া যায়, এবং সে স্বপ্নে দেখিতে পায় যে, কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিতেছে তোমার পিতা সুদ খাইত তাই সে বদ ছুরত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুজুর (ছঃ) তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন কেননা সে হুজুরের নাম শুনা মাত্রই তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিত, ইহাতে আল্লাহ পাক তাহার ছুরত ভাল করিয়া দিয়াছেন।

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হজরত ছুফিয়ান ছুরী (রঃ) বলেন যে, আমি তওয়াফ করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে সে প্রতি কদমে কদমে কোন প্রকার দোয়া না পড়িয়া শুধু দরূদ শরীফ পড়িতেছে, আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম আমি ছুফিয়ান ছুরী। সে বলিল আপনি যদি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতেন তবে আমার রহস্যের কথা বর্ণনা করিতাম না। তারপর লোকটি বলিতে লাগিল আমি এবং

www.BANGLAKITAB.com

আমার পিতা হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়া তাহার চেহারা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। ঐ সময়ে আমার নিদ্রা আসিয়া যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব সুন্দর লোক যাহার মত এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিস্কার পোশাকও আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাঁহার চেয়ে অধিক খুশবু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই, তিনি খুব দ্রুত কদমে আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া উহাতে আপন হাত ফিরাইয়া দেন, যাহাতে পিতার চেহারা সাদা হইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাঁহার আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উছিলায় এই পর দেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মদ এব্নে আবদুল্লাহ যাহার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পাপী ছিল কিন্তু আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিত। বিপদের সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি।

يا من يجيب دعا المضطر فی الظلم
يا كاشف الضر والبلوی مع السقم
شفع نبيک فی ذلی ومسكنتی
واستر فانک ذو فضل وذو كرم
واغفر ذنوبی وسامحنی بها كرما
تفضلا منک يا ذا الفضل والنعم
ان لم تغثنی بعفو منک يا املی
واخجلنی واحيائی منک واندمی
يا رب صل علی الهادی البشير ومن
له الشفاعة فی العاصی اخی الندم
يا رب صل علی المختار من مضر

ازكی الخلائق من عرب ومن عجم
يا رب صل علی خير الانام ومن
ساد الخلائق فی الانساب والشيم
صلی عليه الذی اعطاه منزلة
عليا اذ كان حقا افضل الامم
صلی عليه الذی اعلاه مرتبة
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم
صلی عليه صلوة لا انقطاع لها
مولاه ثم علی صحب وذی رحم

অর্থ :- ( ) হে পাক জাত যিনি নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে পেরেশান হালের ডাকে সাড়া দিয়া থাকেন, হে পাক জাত যিনি অসুস্থ ও রুগীর রোগ আরোগ্যকারী।

(২) আপনি আমার দুর্বলতার মধ্যে হুজুরের সুপারিশ কবুল করিয়া লউন এবং আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় দয়াবান।

(৩) হে এহ্ছান ও নেয়ামত ওয়ালা, স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন!

(৪) হে আমার আশা ভরসার স্থল আপনি যদি নিজ ক্ষমা গুণে আমার সাহায্য না করেন তবে আমি কতই না লজ্জিত হইব।

(৫) হে আমার প্রতিপালক! যিনি বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ বহনকারী এবং হাদী এবং লজ্জিত ও পাপীদের জন্য যিনি সুপারিশ করিবেন তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

(৬) হে রব! রহমত বর্ষণ করুণ ঐ ব্যক্তির উপর যিনি মোজার গোত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যিনি আরব ও আজম অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৭) হে পরওয়ারদেগার! যিনি সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বংশ ও আখলাখ হিসাবে সারা বিশ্বের সেরা। তানার উপর দরূদ পাঠান।

(৮) যেই জাতে পাক হুজুরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় পৌছাইয়াছেন তিনিই হুজুরের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন, কেননা তিনি উহার উপযুক্ত ও সমস্ত সৃষ্টির সেরা।

(৯) ঐ খোদা তাঁহার উপর দরূদ পাঠাইতেছেন যিনি তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন আবার তাঁহাকে আপন বন্ধু রূপে বরণ করার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

নির্বাচন করিয়াছেন।

(৩০) তাঁহার মনিব তাঁহার উপর এবং তাঁহার ছাহাবা ও আত্মীয় স্বজনদের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৪) নোজহাতুল মাজালেজ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক ব্যক্তি একজন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ব্যক্তির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুর যাতনা আপনি কিরূপ ভোগ করিতেছেন। তিনি বলিলেন কিছুই অনুভব করিতেছিনা কেননা আমি ওলামাদের নিকট শুনিয়াছি, যে বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িবে সে মৃত্যুর যাতনা হইতে হেফাজতে থাকিবে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৫) নোজাহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির পেশাব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তিনি স্বপ্নযোগে আরেফবিল্লাহ হজরত শায়েখ শেহাবুদ্দিন এব্নে রাছলানকে দেখিতে পান, লোকটি তাঁহার নিকট স্বীয় রোগ এবং কষ্টের বিষয় অভিযোগ করিলেন, তিনি বলিলেন তুমি পরীক্ষিত সুধা হইতে কেন গাফেল থাকিতেছ? এই দরূদ পড়িতে থাক—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَالَبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوْبِ
وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ-

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর সেই বুজুর্গ এই দরূদ অধিক পরিমাণ পড়িলেন। ফলে তাহার রোগ দূর হইয়া গেল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৬) হাফেজ আবু নাঈম হজরত ছুফিয়ান ছুরী হইতে বর্ণনা করেন যে আমি এক সময় কোথাও বাহিরে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে একজন যুবক যখনই কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে-

"অল্লাহুমা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন অ আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দ্বারা করিতেছ, না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ। যুবক বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম ছুফিয়ান ছুরী, সে বলিল ইরাকওয়ালা ছুফিয়ান? আমি বলিলাম হাঁ। যুবক বলিল আপনার আল্লার মারফত হাছেল আছে কি? বলিলাম হাঁ আছে। সে বলিল কিভাবে আছে, আমি বলিলাম রাত্র হইতে দিন বাহির করে, দিন হইতে রাত্র, মায়ের পেটে বাচ্চার ছুরত দান করে। সে বলিল আপনি কিছুই চিনেন নাই। আমি বলিলাম তা হইলে তুমি কিভাবে আল্লার মারফত হাছিল করিলে, যুবক বলিল কোন কাজের জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করি কিন্তু তবুও উহা ত্যাগ করিতে হয়। আর কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি কিন্তু উহা করিতে পারিনা ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম যে নিশ্চয় একজন আছেন। যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন। আমি বলিলাম তোমার এই দরূদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হজ্বে গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমার মা মারা যান তাহার মুখ কালো হইয়া যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়। মনে হইল তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন। তাই আমি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হেজাজের দিক হইতে একটা মেঘ খণ্ড আসিল আর সেখান হইতে একজন লোক জাহের হইল। তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্দারা তাহার মুখ রওশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্দারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম আপনি কে যাঁহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম। আমি আরজ করিলাম হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুজুর বলিলেন যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে "আল্লাহুমা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিঁও আ-লা আলে মোহাম্মাদিন।

(নোজহাত)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৭) এহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন এন্তেকাল করেন তখন হজরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক একটি খেজুরের খুঁটি আপনার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল, মিম্বার তৈরীর পূর্বে যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া আপনি খোত্বা পাঠ

www.BANGLAKITAB.com

করিতেন। মিম্বার তৈরীর পর উহাকে ত্যাগ করিয়া মিম্বারে দাঁড়াইয়া যখন আপনি খোত্‌বা পাঠ করেন তখন সে আপনার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে থাকে। অতঃপর আপন হাত মোবারকের স্পর্শে উহার ক্রন্দন থামিয়া যায়। ইয়া রাছূলাল্লাহ! সেই খুঁটির চেয়ে আপনার উম্মত ক্রন্দনের অধিক বেশী উপযোগী! কেননা তাহারা আপনার দয়ার বেশী বেশী মুখাপেক্ষী।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার উচ্চ মর্যাদা আল্লার দরবারে এত বেশী যে আপনার তাবেদারীকে আল্লাহ পাক কোরানে মজীদে নিজের তাবে'দারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কোরানে মজীদে এরশাদ হইতেছে—

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে রাছূলের তাবেদারী করিল সে খোদার তাবেদার করিল।"

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার ফজীলত আল্লার দরবারে এত উচ্চে যে আপনার নিকট হইতে হিসাব নেওয়ার পূর্বেই ক্ষমার ঘোষণা রহিয়াছে—

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ

"আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, আপনি সেই মোনাফেকদিগকে যাইবার আনুমতি কেন দিলেন।"

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আপনার শান আল্লার দরবারে এত উঁচু যে আপনি যদিও শেষ নবী হিসাবে আগমন করিয়াছেন কিন্তু নবীদের নিকট হইতে যখন অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল তখন আপনার নামই প্রথম উল্লেখ করা হয়।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আল্লার দরবারে আপনার ফজীলতের এই শান যে কাফেরগণ জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়াও আপনার তাবেদারীর আকাংখায় আফছোছ করিতে থাকিবে।

يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

"আফ্‌ছোছ! আমরা যদি আল্লাহ ও রাছূলের তাবেদারী করিতাম'। ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, যদি মুছা (আঃ) কে এই মোজেজা দান করিয়া থাকেন যে পাথর হইতে নহর জারী করিয়াছেন তবে ইহা উহার চেয়ে আশ্চর্য্য নয় যে, আল্লাহ পাক আপনার আঙ্গুল হইতে পানি জারি করিয়াছেন।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ছোলায়মান (আঃ) কে হাওয়া সকাল বেলায় একমাসের এবং বিকাল বেলায় একমাসের পথ অতিক্রম করাইয়া থাকেন তবে উহা ইহার চেয়ে আশ্চার্যের নয় যে আপনার বোরাক রাত্রি বেলায় সপ্ত আকাশ ছফর করাইয়া ভোর বেলায় আপনাকে মক্কাশরীফ পৌছাইয়া দিয়াছেন "ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছূলাহ"।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ঈছা (আঃ) কে আল্লাহ পাক এই মোজেজা দান করিয়া থাকেন যে তিনি মুর্দাকে জিন্দা করিতে পারিতেন তবে ইহা উহার চেয়ে অধিক আশ্চর্য্য নয় যে, একটি বকরী যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভুনা হইয়া গিয়াছিল তখন উহা আপনাকে অনুরোধ জানাইল যে হুজুর আমাকে খাইবেন না যেহেতু আমার মধ্যে বিষ মিলান আছে।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, হযরত নূহ (আঃ) আপন জাতির জন্য এই বলিয়া বদ দোয়া করেন যে "হে খোদা! জমীনের উপর একজন কাফেরকেও জিন্দা রাখিবেন না" আর আপনি যদি আমাদের জন্য বদ দো'য়া করিতেন তবে আমরা একজনও জীবিত থাকিতাম না অথচ কাফেরগণ আপনার পিঠ মোবারককে পদ দলিত করিয়াছে যখন আপনি সেজদা অবস্থায় ছিলেন আপনার পিঠের উপর উটের আঁতুড়ি উঠাইয়া দিয়াছিল এবং অহুদের যুদ্ধে আপনার চেহারা মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল আপনার দান্দান মোবারক শহীদ করিয়া দিয়াছিল অথচ তখন আপনি বদ দোয়ার পরিবর্তে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,

আল্লাহুম্মাগফির লেকাওমী ফাইন্নাহুম লা-ইয়ালামুনা 'হে খোদা আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করিয়া দিন যেহেতু তাহারা আমাকে চিনেনা।"

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক,

www.BANGLAKITAB.com

শুধু মাত্র তেইশ বৎসরের নবুওতের জামানায় আপনার উপর কত লক্ষ লোক ঈমান আনয়ন করিয়াছে এমন কি শুধু বিদায় হজ্জের তারিখেই আরাফাতের ময়দানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোক ছিল যাহারা হাজির ছিলনা। তাহাদের সংখ্যা আল্লাহপাকই জানেন। আর হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ এক হাজার বৎসর পরিশ্রম করার পরও মাত্র স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ বিরাশী কি তিরাশী জন লোক তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল।

ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি যদি আপনার সম মর্যাদার লোকের সহিত উঠাবসা করিতেন তবে আমাদের সহিত কখনও উঠাবসা করিতেন না আর আপনি যদি আপনার সম পর্য্যায়ের মেয়েদিগকেই বিবাহ করিতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার বিবাহ হইত না আর আপনি যদি আপন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সহিত খানা খাইতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার খানা খাওয়া হইত না নিশ্চয় আপনি আমাদের সহিত বসিয়াছেন, আমাদের মেয়েদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, আমাদিগকে নিজের সহিত খানা খাওয়াইয়াছেন, পশমের কাপড় পরিয়াছেন গাধার উপর ছওয়ার হইয়াছেন এবং নিজের পিছনে অন্যকে বসাইয়াছেন এবং খাওয়ার পর আপন আঙ্গুলীসমূহকে চাটিয়া খাইয়াছেন, এই সব আপনি একমাত্র বিনয় এবং নম্রতার খাতিরে করিয়াছেন। (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্)

ইয়া রাক্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৮) নোজহাতুল বাছাতীন গ্রন্থে হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এক সময় ছফরের হালতে আমার খুব পিপাসা হইয়াছিল। এমন কি পিপাসায় কাতর হইয়া আমি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাই। কোন এক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ছড়াইয়া দিল, আমি চোখ খুলিয়া দেখিলাম। সে আমাকে পানি পান করাইয়া বলিল আমার সহিত চল। আমি তাহার সহিত সামান্য পথ চলিলাম পরই যুবক বলিল তুমি কি দেখিতেছ? আমি বলিলাম ইহাত মদীনায়ে মোনাওয়ারা। তিনি বলিলেন যাও হজরত রাছুলে খোদা (ছঃ) এর খেদমতে আমার ছালাম পৌছাইয়া বলিও যে আপনার ভাই খিজির আপনার খেদমতে ছালাম বলিতেছে।

শায়েখ আবুল খায়ের আকতা (রঃ) বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়া পাঁচদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পাঁচদিন পর্য্যন্ত

আমি তেমন কোন মনের খোরাক পাইতেছিলাম না, অন্যত্র আছে পাঁচদিন যাবত আমি কিছুই খাইতে পাই নাই। তাই আমি কবর শরীফের নিকট গিয়া হুজুরে পাক (ছঃ) এবং হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে ছালাম আরজ করিয়া বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ আজ আমি আপনার মেহ্মান। তারপর সেখান হইতে একটু সরিয়া মিম্বরের পিছনে আমি শুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে আমি হুজুরকে দেখিতে পাইলাম যে হুজুরের ডানদিকে হজরত ছিদ্দীকে আকবর বামদিকে ওমরে ফারুক ও সামনে হজরত আলী (রাঃ)। হজরত আলী (রাঃ) আমাকে নাড়া দিয়া বলিলেন উঠ হুজুরে পাক তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিলাম ও প্রিয় নবীর দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করিলাম। হুজুর আমাকে একটা রুটি দান করিলেন আমি উহার অর্ধেক খাইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখি বাকী অর্ধেক আমার হাতে রহিয়াছে।

ফাজায়েলে হজ্ব কিতাবেও এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। শায়খুল মাশায়েখ হজরত শাহ অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) "হেরজে ছামানী ফী মোবাশ্ শেরা-তিন নবীয়িল আমীন" নামক পুস্তিকায় খাব অথবা মোকাশাফা নিজের অথবা নিজের পিতার হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত সম্পর্কে লিখিয়াছেন। সেখানে তিনি এই ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে একদিন আমার খুব বেশী ক্ষুধা পাইয়াছিল। জানা নাই যে কয়দিনের ভুখা ছিলাম, আমি আল্লার দরবারে দোয়া করিলাম তখন দেখিলাম যে, নবীয়ে করীম (ছঃ) এর রুহ মোবারক আছমান হইতে অবতরণ করিলেন। হুজুরের সহিত একটা রুটি ছিল। মনে হইল যেন সেই রুটি হুজুরকে আমাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ হইয়াছে। অন্য এক স্থানে বর্ণনা করিতেছেন যে একদিন রাত্রি বেলায় আমার কিছুই খাবার জুটে নাই। আমার বন্ধুবর্গ হইতে জনৈক বন্ধু এক পেয়ালা দুধ পেশ করিলেন। আমি উহা পান করিয়া শুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত নছীব হইল হুজুর এরশাদ করিলেন দুধ তোমার জন্য আমিই পাঠাইয়াছিলাম। অর্থাৎ সেই লোকটার অন্তরে দুধ দেওয়ার খেয়াল আমার তরফ হইতে হইয়াছিল।

হজরত শাহ ছাহেব আরও বলেন যে, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নাকি একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন, স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ হয়। হুজুর এরশাদ করেন বেটা শরীর কেমন আছে, তাঁহাকে হুজুর (ছঃ) আরোগ্য লাভের সুসংবাদ দান করেন এবং আপন